ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 1 November, 2019 ■ আগরতলা, ১ নভেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ১৪ কার্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদন খারিজ আদালতে তোলার প্রস্তুতি ক্রাইম ব্রাঞ্চের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ অক্টোবর।। পূর্ত ঘোটালায় প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সিপিএম বিধায়ক বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম লোধ এই রায় দিয়েছেন। ফলে, এখন তাঁকে দায়রা আদালতে তোলার প্রস্তুতি শুরু করেছে ক্রাইম ব্রাঞ্চ।

প্রসঙ্গত, গতকাল পূর্ত ঘোটালায় গ্রেফতার বিভাগীয় প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সিপিএম বিধায়ক বাদল চৌধুরীর জামিন আবেদনের ওপর শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রেখেছিলেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম লোধ। ধারণা করা হয়েছিল, আজ রায় ঘোষণা হতে পারে।

বুধবার সকাল এগারোটা থেকে হাইকোর্টে বিচারপতি অরিন্দম লোধের এজলাসে বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদনের শুনানি শুরু হয়েছিল। বাদল চৌধুরীর আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য গতকাল ফের আদালতে জামিনের পক্ষে নানা যুক্তি তুলে ধরেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি পূর্ত ঘোটালায় বাদল চৌধুরীকে ক্লিনচিট দিয়েছে সে-নিয়েও আদালতে জোরের সঙ্গে সওয়াল করেছিলেন তিনি।

এদিকে, অ্যাডভোকেট জেনারেল অরুণকান্তি ভৌমিক বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদন বাতিলের পক্ষে সওয়াল করেন। সাথে তিনি আদালতকে বোঝাতে চেয়েছেন, বাদল চৌধুরী একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি, তাই তিনি এই মামলার তদন্তকে প্রভাবিত করতে পারেন। এদিন আদালতে উভয় পক্ষের সওয়াল-জবাব শেষে শুনানি সম্পন্ন হয়। কিন্তু আদালত রায়দান স্থগিত রেখেছিল।

এদিকে বাদল চৌধুরী গতকাল পুলিশের বিরুদ্ধে তাঁকে মারধরের অভিযোগ তুলেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, তাঁর স্ত্রীও হাসপাতালে নিগৃহীত হয়েছেন, এই অভিযোগও উঠেছিল। এই বিষয়টি হাইকোর্টে হলফনামা দিয়ে জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছিলেন বাদল চৌধুরীর আইনজীবী।

আজ বিকেলে বিচারপতি অরিন্দম লোধ ওই জামিনের খারিজ করা হয়েছে বলে রায় ঘোষণা করেন। পাশাপাশি আদালত বাদল চৌধুরীর স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখতে এবং তাঁর সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট।

এই রায় সম্পর্কে অ্যাডভোকেট জেনারেল অরুণকান্তি ভৌমিক বলেন, বাদল চৌধুরীর বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে ফৌজদারি মামলার সত্যতা খুঁজে পেয়েছে আদালত। তাছাড়া, বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি পূর্ত কেলেঙ্কারি হয়নি বলে খারিজ করে দিয়েছে, তাই তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হবে না, এমনটা মনে করে না আদালত। এদিকে, বাদল চৌধুরীর আইনজীবী বলেন, আদালতে আমাদের যুক্তি গ্রাহ্য হয়নি। তাই জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে গেছে। রায়ের কপি পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে, বলেন তিনি।

ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যসচিব আর. কে. মাথুর লাদাখের ল্যাফটেনেন্ট গভর্নর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ অক্টোবর।। বহুদিনের প্রতীক্ষার অবসান। জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ, দু''টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অবশেষে বিভক্ত হল জম্মু ও কাশ্মীর। বুধবার মধ্যরাত থেকে জম্মু ও কাশ্মীর রিঅর্গানাইজেশন আইন, ২০১৯-এর অধীনে জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ, দু''টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত হল জম্মু ও কাশ্মীর।

জম্মু ও কাশ্মীর থেকে পৃথক হওয়ার পরই নতুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল লাদাখ। বৃহস্পতিবার সকালেই লাদাখের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করেছেন অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসার রাধাকৃষ্ণ মাথুর। লেহ-তে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে রাধাকৃষ্ণ মাথুরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখের লেফটেন্যান্ট গভর্নর হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি গীতা মিত্তল।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা ক্যাডারের ১৯৭৭ ব্যাচের অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসার রাধাকৃষ্ণ মাথুর ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা সচিব ছিলেন। এছাড়াও উত্তর-পূর্বের রাজ্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনির্দিষ্টকালের জন্য ঝুলে গেল সরকারি চাকুরীতে পদোন্নতিতে সংরক্ষণ মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ অক্টোবর।। সরকারি চাকুরীতে পদোন্নতিতে সংরক্ষণ মামলা অনির্দিষ্টকালের জন্য ঝুলে গেলো। ২০১৫ সাল থেকে ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন পদে পদোন্নতি বন্ধ রয়েছে। মাঝে পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার শর্তসাপেক্ষে পদোন্নতি প্রক্রিয়া চালিয়ে গেলেও তা নিয়ে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করার পর সুপ্রিম কোর্ট স্থগিতাদেশ জারি করায় ত্রিপুরা সরকার সেই প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ ইতিমধ্যে পদোন্নতিতে সংরক্ষণ মামলা নিয়ে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের দায়েরকৃত মামলাকে একত্রিত করে একটি রায় দিয়েছে।

মূলতঃ সুপ্রিম কোর্টের বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে ছিল সংরক্ষণ ইস্যুতে নাগরাজ মামলার রায়ের সংশোধন প্রয়োজন রয়েছে কি না। তা নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর সুপ্রিম কোর্ট সংরক্ষণ ইস্যুতে একটি সাধারণ ফর্মুলা চূড়ান্ত করে দেয়। রায়ের ওই ফর্মুলাটি ছিল দপ্তর ভিত্তিক বিভিন্ন পদে এসটি, এসসিদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব রয়েছে কি না তা যাচাই করে দেখা। এরজন্য সংখ্যানুপাতিক ডাটা সংগ্রহ করা হয়েছিল রাজ্য সরকারগুলির কাছ থেকে।

ওই ফর্মুলার ভিত্তিতে রাজ্যগুলির মামলাগুলি নিষ্পত্তির জন্য সুপ্রিম কোর্টের দুই সদস্যের বিচারপতিদের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই মত গত ১৫ অক্টোবর নির্ধারিত ছিল ত্রিপুরার সংরক্ষণ মামলার উপর শুনানি। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মামলাটি কজ লিস্ট থেকে বাদ দেওয়া হয়। তার কারণ হিসাবে জানা গেছে, যে দুইজন বিচারপতির কোর্টে শুনানি হবার কথা তাদের বক্তব্য ছিল যে দুইজন বিচারপতি এই মামলার শুনানিতে থাকবেন তাদের মধ্যে একজন থাকতে হবে পাঁচ সদস্যের বিচারপতিদের মধ্যে একজন, যারা মূল মামলাটির রায় দিয়েছিলেন। মূলতঃ এই কারণে শেষ মুহূর্তে শুনানি থেকে বাদ পড়ে যায়। ফলে পুনরায় কবে নাগাদ এই মামলাটির আবার শুনানি হবে তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ঘোর অনিশ্চয়তা।

যদিও ত্রিপুরা সরকার সুপ্রিম কোর্টের কাছে মামলাটির দ্রুত শুনানি শুরু করার জন্য অনুরোধ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রদেশ বিজেপির ৬০ জনমণ্ডল সভাপতি নর্বাচিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ অক্টোবর।। বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির ৬০ জন মণ্ডল সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৩০ জনই নতুন মুখ বলে জানিয়েছেন দলের সাংগঠনিক নির্বাচন প্রভারী প্রদ্যোত কুমার ধর। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এই খবর দিয়ে বলেন, আগামী নভেম্বরে জেলা সভাপতি নির্বাচনী প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে। তেমনি ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রদেশ সভাপতি নির্বাচিত হবেন।

ধর জানান, ৬০ জন মন্ডল সভাপতির পাশাপাশি প্রত্যেক মণ্ডলে একজন করে কাউন্সিলার নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি জানান, জেলা সভাপতি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিজ্ঞপ্তি আগামী ৪ নভেম্বর জারি করা হবে। ১১ নভেম্বর থেকে নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হবে। তিনি বলেন, মণ্ডল সভাপতিদের মধ্যে ইচ্ছুক প্রার্থী জেলা সভাপতির পদে নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন। এক্ষেত্রে ৬ বছরের অধিক বিজেপি দলের সদস্যপদ থাকা বাঞ্ছনীয়, জানিয়েছেন তিনি।

এদিন, প্রদ্যোত ধর দাবি করেন, ত্রিপুরার জনগণ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুফল পাচ্ছেন। তাই তাঁরা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রতি দারুণ খুশি। তিনি বলেন, সাংগঠনিক নির্বাচনী প্রক্রিয়া উৎসবের মেজাজে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অতীতে ত্রিপুরায় এমন সাংগঠনিক নির্বাচনী প্রক্রিয়ার নজির নেই। এদিকে আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে ৬০ জন মণ্ডল সভাপতির নাম ঘোষণা করে তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছেন দলের সাংগঠনিক নির্বাচন প্রভারী প্রদ্যোত ধর এবং সম্পাদক তাপস মজুমদার।

বাইদ্যাদীঘি সংঘর্ষ কান্ডে গ্রেপ্তার পাঁচ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ১৪৪ ধারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩১ অক্টোবর।। বিজেপিতে গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে গোলাঘাটি বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন বাইদ্যাদীঘি এলাকায় তীব্র উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। বুধবার রাতে উত্তেজিত বিজেপি কর্মীরা বাইদ্যাদীঘি বাজারে দুটি দোকান ও একটি ট্রিপার গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে অন্তত ছয়জন আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এলাকায় বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে এলাকায় ৪৮ ঘণ্টার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে। তাদের মধ্যে তিনজনকে আজ আদালত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে। ঘটনাকে কংগ্রেস ও সিপিএমের ষড়যন্ত্র বলে অভিযোগ করেছে বিজেপি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে যাঁরা পরিবেশ বিষিয়ে তুলতে চাইছেন তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন গোলাঘাটি কেন্দ্রের বিধায়ক বীরেন্দ্রকিশোর দেববর্মা।

অভিযোগ, বিজেপির সিপাহিজলা জেলা সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি সাহেব মিয়াঁর সাথে বুধবার দুই যুবকের বচসা হয়েছিল। ওই সময় সাহেব মিয়াঁ দুই যুবককে শারীরিক নিগ্রহ করেছেন বলে অভিযোগ। এতে প্রতিশোধ নিতে সন্ধ্যায় বাইদ্যাদীঘি বাজারে কথিত নিগৃহীত ওই দুই যুবকের ঘনিষ্ঠরা সাহেব মিয়াঁকে পাল্টা মারধর করেছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই সাহেব মিয়াঁর ঘনিষ্ঠরা সংঘবদ্ধভাবে বাইদ্যাদীঘি বাজারে হামলা চালায়। তখন কসবা এলাকার স্থানীয় জনগণও পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ মারাত্মক রূপ নেয়। উত্তেজিত সংঘর্ষকারীরা বাইদ্যাদীঘি বাজারে দুটি দোকানে আগুন ধরিয়ে দেয়। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রিপার গাড়িতেও তারা আগুন ধরিয়েছে।

এদিকে সংঘর্ষের জেরে স্থানীয় দোকানদাররা ভয়ে পালিয়ে যান। অনেকে দোকান বন্ধ না করে মটর বাইক, বাই-সাইকেল ফেলে পালিয়ে যান। কিন্তু এরই মধ্যে বেশ কয়েকজন স্থানীয় জনগণও সংঘর্ষের জেরে আক্রান্ত হয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু দুটি দোকান ও ট্রিপার গাড়ি রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। দমকল বাহিনী আগুন আয়ত্তে আনলেও প্রচুর ক্ষতি হয়েছে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য প্রশাসনে বড়সড় রদবদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ অক্টোবর।। প্রশাসনে বড়সড় রদবদল করেছে রাজ্য সরকার। ৯জন আইএএস ও ২জন আইএফএস আধিকারীককে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রীর ওএসডি সঞ্জয় মিশ্রাকে ত্রিপুরা ভবনের ওএসডি হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল এস কে রাকেশকে সেন্ট্রাল ডেপুটেশন থেকে ফিরিয়ে এনেছে রাজ্য সরকার। তাঁকে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব পদে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। তাঁকে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর এবং মৎস্য দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এদিকে, মানিক লাল দে-কে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর এবং তপশীলি জাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, এস আর কুমার, বি কে শাহু, এল ডার্লং, টি কে চাকমা, রামেশ্বর দাস, এন ডার্লং, শৈলেন্দ্র সিং এবং কীরণ গিত্তেকে বিভিন্ন দপ্তরের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

ভালোবাসার দাবি, কৈলাসহরে ধরনায় বসলেন ‘প্রেমিক’ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৩১ অক্টোবর।। পশ্চিমবঙ্গের ছায়া এখন ত্রিপুরায় পড়েছে। বিবাহিত মহিলার প্রেমে পড়ে আজ ভালোবাসার দাবি নিয়ে নিজের গ্রামে ধরনায় বসেছেন এক ‘প্রেমিক’ যুবক। তবে পুলিশ তাকে আটক করেছে। কিন্তু ওই মহিলা কেন তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তা না জানানো পর্যন্ত মুখে আহার তুলবেননা বলে যুবকটি পুলিশকে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর মহকুমার গুলধারপুর গ্রামের বাসিন্দা অতনু সিনহা (২৫) সকাল ১১টায় নিজের গ্রামেই ধরনায় বসেন। তিনি জানান, পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক মহিলার সাথে তার দু-বছর ধরে প্রণয়ের সম্পর্ক। মহিলাটি তার সাথে পালিয়ে গিয়ে তাকে বিয়ে করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, দাবি করেন যুবক। কিন্তু এখন নাকি প্রেমিকা মহিলা তার নিজের কথার খেলাপ করছেন। তাই আজ তিনি ধরনায় বসেছেন, বলেন অতনু। জানা গেছে, মহিলাটি দুই সন্তানের জননী।

এদিকে খবর পেয়ে কৈলাসহর থানার পুলিশ ধরনাস্থল গ্রামে গিয়ে অতনুকে আটক করে তুলে নিয়ে এসেছে। কিন্তু থানার ভেতরেই যুবকটি ফের ধরনায় বসে গেছেন। তার দাবি, নির্জলা উপবাস করেই ধরনা জারি রাখবেন তিনি। তার সাফ কথা, ওই মহিলা তাকে কেন প্রত্যাখ্যান করেছেন তা নিজে এসে জানাতে হবে। তার পরই তিনি ধরনা ছেড়ে ওঠে যাবেন। অতনুর অভিযোগ, ভালোবাসার টোপ দিয়ে তার অনেক ক্ষতি করেছেন ওই মহিলা। তার কাছ থেকে প্রচুর টাকাও আত্মসাৎ করেছেন তিনি। কিন্তু এখন সমস্ত কিছু অস্বীকার করছেন প্রেমিকা। এদিকে পুলিশ জানিয়েছে, অতনুকে আটক করা হয়েছে। তাকে পাগলামো বন্ধ করার জন্য বোঝানোও হচ্ছে।

অন্যদিকে, ওই কথিত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নানা সমস্যায় ধুঁকছে জম্পুইপাহাড় বাজারে টান পড়ল কমলালেবুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ অক্টোবর।। গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর জম্পুই পাহাড়ের কমলালেবুর একদা আলাদা চাহিদা ছিল। চাষিরাও কমলালেবু উৎপাদন করতেন প্রচুর। কিন্তু সাম্প্রতিককালে জম্পুই পাহাড় নানা সমস্যায় ধুঁকছে। ফলে এলাকার প্রধান আয়ের উৎস কমলালেবু চাষে চলছে মন্দা।

জম্পুইয়ের কমলালেবু ত্রিপুরা পাড়ি দিয়ে দক্ষিণ অসমের বরাক ছাড়াও বহিঃরাজ্যে রফতানি করা হত। ছোট ও মাঝারি আকারের এ-সব কমলালেবু বর্তমানে আবহাওয়াজনিত কারণে আর তেমন জম্পুইয়ের বাগানে উপাদন হয় না। জানালেন পাহাড়ের অধিবাসী জনজাতিরা। জম্পুই পাহাড়ের কমলাচাষি শ্যামল চাকমা, রনঞ্জয় রিয়াং, বিকাশ ত্রিপুরা এই প্রতিবেদককে জানান, আগের মতো আর জম্পুইয়ে কমলালেবুর ফলন হচ্ছে না। ত্রিপুরা জুড়ে রবার চাষের ফলে আবহাওয়া পরিবর্তন হয়েছে। ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে বগানের কমলা গাছে প্রথমে পাতা লাল হয়ে পরে শুকিয়ে মরে যায়। এমন-কি জীবিত কিছু গাছেও আগের মতো ফল ধরে না। তাছাড়া অতিবৃষ্টিও কমলা বাগানের জন্য এক ক্ষতিকারক দিক। তাঁরা বলেন, এবার যদি লাগাতার বৃষ্টিপাত না হত, তা-হলে হয়ত কিছুটা ভালো ফলন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কারণ জম্পুইয়ে নতুন কিছু বাগানও করা হয়েছে। গোটা এলাকায় হাজার হাজার বিঘা জমিতে কমলালেবুর বাগান থাকলেও সে পরিমাণ ফলন না হওয়ায় তাঁরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

শ্যামল চাকমা বলেন, এবার ফলন কম হওয়ায় বাইরের বাজারে কমলা রফতানি করা যায়নি। তবে স্থানীয় বাজারে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে কমলালেবু। কাঞ্চনপুর বাজারে প্রতি জোড়া কমলা ১৫ থেকে ৩০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এটা নাকি সর্বকালের রেকর্ড। আগে, এমন-কি গত দু বছর আগেও স্থানীয় বাজারে কমলালেবুর জোড়া ছিল পাঁচ থেকে ছয় টাকা। বৃহত্তর এলাকার মানুষের একমাত্র আয়ের উৎস কমলা চাষে সৃষ্ট সমস্যা নিরসনে ভুক্তভোগীরা রাজ্য সরকারের কৃষি বিভাগের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

শরণার্থী নেতাদের সাথে প্রশাসনিক বৈঠক নিষ্ফলা, আজ থেকে চলবে সকাল-সন্ধ্যা অনির্দিষ্টকালের রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ অক্টোবর।। প্রশাসনিক বৈঠকেও চিরে ভিজল না। তাই, অনির্দিষ্টকালের রাস্তা অবরোধ আন্দোলন জারি রাখবেন রিয়াং শরণার্থীরা। আজ সন্ধ্যায় কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসকের সাথে রিয়াং শরণার্থী নেতাদের বৈঠক নিষ্ফলা হাওয়ায় আগামীকাল ফের সকাল পাঁচটায় অবরোধে বসবেন তাঁরা, জানালেন শরণার্থী নেতা ব্রোনো মিশা।

প্রসঙ্গত, মিলছে না রেশন ও আর্থিক সহায়তা। তাই, রিয়াং শরণার্থীরা পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী বৃহস্পতিবার দশদা থেকে আনন্দবাজার রাস্তা অবরোধ করেছেন। এদিন সকাল পাঁচটা থেকে সংগঠিত অবরোধের জেরে যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। অবরোধ প্রত্যাহারের জন্য উত্তর ত্রিপুরা জেলা ও মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বার বার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও রিয়াং শরণার্থীরা অবরোধ তুলে নেননি।

ত্রিপুরায় সাতটি শিবিরে আশ্রিত রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে গত ৩ অক্টোবর থেকে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ১ অক্টোবর থেকেই বিনামূল্যে রেশন ও আর্থিক সহায়তা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। তাই শরণার্থীদের বিভিন্ন সংগঠন আন্দোলনমুখী হয়েছে। সম্প্রতি আগরতলায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, মিজোরাম সরকার এবং ত্রিপুরা সরকারের সাথে রিয়াং শরণার্থী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ওই বৈঠক শেষে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা শাখার প্রধানসচিব এপি মহেশ্বরী বলেছিলেন, ত্রিপুরায় আশ্রিত রিয়াং শরণার্থীদের দাবি মেনেই মিজোরামে তাঁদের প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাঁদের নিরাপত্তা এবং মানবাধিকার রক্ষার সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। শুধু তা-ই নয়, সারা দেশের নিরিখে তাঁদের সার্বিক উন্নয়নে যে ফারাক রয়েছে তা-ও মেটানোর দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় আশ্রিত রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনে বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। তবে তাঁরা মিজোরামে ফিরে যাওয়ার পর যে ধরনের সমস্যা সামনে আসবে তার প্রতিকার করা হবে।

ওইদিন তিনি সাফ জানিয়েছিলেন, ত্রিপুরায় কোনও শরণার্থী শিবির খোলা রাখা হবে না। কেন্দ্রীয় সরকার শরণার্থী শিবিরের জন্য কোনও সহায়তা প্রদান করবে না। তাঁর বক্তব্য, তাঁদের মিজোরামে ফিরে যেতেই হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, মিজোরামে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নিজেদের শামিল করতে হবে রিয়াং শরণার্থীদের। পাশাপাশি রাজনৈতিক পরিবেশের সাথেও তাঁদের মানিয়ে নিতে হবে। কারণ, এডিসি গঠনের দাবি সম্পূর্ণই রাজনৈতিক। কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে আপাতত কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে পারবে না, বলেছিলেন তিনি।

এদিকে, মিজোরামে ফিরে যেতে কোনওভাবেই রাজি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ২৪ ▫ ১ নভেম্বর ২০১৯ ইং ▫ ১৪ কার্ত্তিক ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

অদক্ষতার নজীর পুলিশে

পূর্ত ঘোটালা মামলায় প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরীর গ্রেপ্তার নিয়া রাজ্যে টানটান উত্তেজনা দেখা দিয়াছিল। গ্রেপ্তার এড়াইতে পালাইয়া বেড়াইয়াও শেষ রক্ষা হয় নাই। হাসপাতালে ভর্তি হইয়াও আরেক প্রস্ত নাটক হইয়াছে। গ্রেপ্তার করিতে না পারার কারণে পুলিশের এসপি সহ কয়েকজনকে বরখাস্ত করার ঘটনায় তটস্থ পুলিশ তড়িঘড়ি হাসপাতালেই বাদল চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করেন। আদালতে জামিনের আবেদন নিয়া চলে জোর সওয়াল। কিন্তু, শেষ পর্য্যন্ত বৃহস্পতিবার হাইকোর্ট বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদন নাকচ করিয়া দেন। ফলে, ঘটনা অন্য গতি পাইল। বুধবার হাইকোর্টে জামিনের আবেদনের উপর শুনানির সময় পুলিশ একটি বেসরকারী হাসপাতালের বেড হইতে থানায় নিয়া আসে। কিন্তু প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রীকে পশ্চিম আগরতলা থানার লকআপে নেওয়া হয়। সেখানে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। একটি মেডিকেল টিম পরীক্ষা করিয়া জানান যে, পূর্তমন্ত্রী অসুস্থ। তাঁহাকে জিবি হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্ত্তি করা হইয়াছে। দূর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষেই দেশের অধিকাংশ মানুষ। পূর্তমন্ত্রী অভিযুক্ত, আদালতে বিচার চলিবে। যদি তাঁহার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণিত হয় তাহা হইলে শাস্তি তাঁহাকে পাইতেই হইবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে সাধারণ মানুষের সমর্থন থাকিবে। কিন্তু, প্রশ্ন উঠিল বাদল চৌধুরী ইস্যুতে বিরোধী সিপিএম কি জন্যসাধারণের সহানুভুতি টানিতে পারিবে না? হাসপাতাল হইতে থানায় আনিতে না আনিতেই তাঁহাকে আবার হাসপাতালে ভর্তি করিবার ঘটনা কি জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে না? ইতিমধ্যে মানুষের মনে যে ক্ষোভ সঞ্চারিত হইয়াছে তাহাকে খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই।

সিপিএম দলও এরাজ্যে একসময় ক্ষমতার মধ্যগগনে ছিল। তখন বিরোধীদের বিরুদ্ধে পুলিশী অভিযান চলিত। তবে, বামপন্থী এই দল খুব হিসাব করিয়া পা ফেলিত। রাজনীতির হিসাব ছাড়া এক পা'ও আগাইত না এই দিল। একথা তো অস্বীকারের সুযোগ নাই যে, রাজনীতির খেলা বাদ দিয়া দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নজীর নাই। রাজ্যে রাজ্যে ক্ষমতার পালা বদলের পর তো এইসব ঘটনা আকছার ঘটিতেছে। পূর্তমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়া যদি জোরদার তদন্ত হয় এবং সেখানে প্রমাণ মিলে যে তিনি দোষি তখন কি হইবে। বাদলবাবুর পরিণতি কি হইবে এই মুহুর্তে হয়তো বলা মুশকিল। জামিন বাতিল হইয়া যাওয়ায় বাদলবাবুকে পুলিশের অধীনেই থাকিতে হইবে। জেলেও যাইতে হইতে পারে। তবে, একথা অনেকাংশেই সত্যি যে, বাদলবাবু অসুস্থ। বুধবার থানার লকআপে নিতে যেভাবে হাসপাতালে ও থানায় বাদলবাবুকে পুলিশ টানা হ্যাচড়া করিয়াছে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হইতেই পারে। এদিকে, বাদল রাজনীতির বলি হইয়া যান কিনা এই আশংকাও ব্যক্ত করিয়াছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। রাজনীতিতে অসম্ভব বলিয়া কিছু নাই। অতীতে কমিউনিস্ট রাজনীতির ইতিহাস যাহারা জানেন তাঁহাদের কাছে বিষয়টি পরিস্কার হইতে পারে।

প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরীর গ্রেপ্তার নিয়া যে জবরদস্ত নাটক রাজ্যে মঞ্চস্থ হইয়াছে তাহা নজীর বিহীন। কোনও অভিযুক্ত প্রাক্তনমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করিতে না পারার ব্যর্থতার কারণে পুলিশের এসপি ও অন্যান্য আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ঘটনাও সম্ভবত ত্রিপুরায় নজীর বিহীন। প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী আত্মগোপন হইতে হাসপাতালে ভর্তি না হইলে পুলিশের চোখের জল নাকের জল এক হইত। আসলে ত্রিপুরা পুলিশ তেমন কোনও দক্ষতার নজীর গড়িয়া তুলিতে পারে। পুলিশ একটি সরকারের মূল শক্তি। পুলিশের ভূমিকা সরকারের ভালও করিতে পারে আবার সর্বনাশের বাজনাও বাজাইয়া দিতে পারে। পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরীর গ্রেপ্তার ও এবিষয়ে পুলিশী তৎপরতা জনমনে পুলিশের দক্ষতার ছাপ রাখিবার সুযোগ ছিল। কিন্তু অদক্ষতার নজীরে রাম পুলিশ বিড়ম্বিতই হইল।

পাকিস্তানে চলন্ত এক্সপ্রেস ট্রেনে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের জেরে ভয়াবহ আগুন, মৃত্যু ৭৩ জনের যাত্রীর

রহিম ইয়ার খান (পাকিস্তান), ৩১ অক্টোবর (হি.স.): চলন্ত এক্সপ্রেস ট্রেনে যাত্রীর কাছে থাকা গ্যাস সিলিন্ডারে বিস্ফোরণেঊ পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের রহিম ইয়ার খান শহরের উপকণ্ঠে চলন্ত তেজগাম এক্সপ্রেস ট্রেনে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে এবং চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ দেওয়ার কারণে প্রাণ হারালেন কমপক্ষে ৭৩ জন যাত্রীঊ এছাড়াও আহত ও জখম যাত্রীদের সংখ্যা শতাধিকঊ বৃহস্পতিবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে রহিম ইয়ার খান শহরের উপকণ্ঠে লিয়াকতপুরের কাছেঊ রেল সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার করাচি থেকে রাওয়ালপিন্ডি অভিমুখে যাচ্ছিল তেজগাম এক্সপ্রেসঊ লিয়াকতপুরের কাছে আচমকাই যাত্রীর কাছে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়ঊ বিস্ফোরণের পরই চলন্ত ট্রেনে আগুন ধরে যায়ঊ নিরুপায় যাত্রীরা চলন্ত ট্রেনের ভিতরেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছেনঊ এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৭৩ঊ আহত ও জখমের সংখ্যা শতাধিকঊ

বিধ্বংসী আগুনে ট্রেনের তিনটি কামরা সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছেঊ তিনটি কামরার মধ্যে একটি বিজনেস ক্লাস এবং অপর দু"টি ইকনমি ক্লাসঊ রহিম ইয়ার খান শহরের ডিপিও আমীর তৈইমুর খান জানিয়েছেন, আহতদের উদ্ধার করে লিয়াকতপুর এবং বাহাওয়ালপুরের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ রেল সূত্রের খবর, আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যাওয়া তিনটি কামরায় ২০০-রও বেশি যাত্রী ছিলেনঊ রেলমন্ত্রী শেখ রশিদ জানিয়েছেন, "দু"টি রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়ঊ চলন্ত ট্রেন ঝাঁপ দেওয়ার কারণেই অধিকাংশ যাত্রীর মৃত্যু হয়েছেঊ" প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে এই বিপত্তিঊ কিছু যাত্রী চলন্ত ট্রেনে জলখাবার তৈরি করছিলেনঊ তখনই গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে যায়ঊ দ্রুত তিনটি কামরায় আগুন ছড়িয়ে পড়েঊ

গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর দুঃখপ্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভি এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানঊ আহতদের জন্য সুচিকিতার আশ্বাস দিয়েছেন তিনিঊ উদ্ধারকাজে হাত লাগায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীওঊ পাকিস্তানের রেলমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, তেজগাম এক্সপ্রেস ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে ১.৫ মিলিয়ন টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবেঊ এছাড়াও আহতদের ০.৫ মিলিয়ন টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে।

আগামী বছরেও পুজোয় দেদার ছুটি, ঘোষণা মমতার

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : পুজোর রেশ কাটতে না কাটতেই আগামী বছরের পুজোর ছুটির ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখনও জগদ্ধাত্রী পুজো বাকি। তার আগেই সরকারি কর্মীদের জন্য সুখবর জানালেন মুখ্যমন্ত্রী।

বৃহস্পতিবার বড়বাজারের পোস্তায় জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই আগামী বছরের দুর্গাপুজোর ছুটিও ঘোষণা করে দেন তিনি। অনেকেই পুজোর ছুটির অপেক্ষায় থাকে। সারাবছর কাজ করার পর কিছুটা বিনোদনেরও প্রয়োজন। তা বুঝেই ২০20 সালের দুর্গাপুজোর ছুটি বাড়িয়েছে রাজ্য সরকার। সামনের বছর পুজো শুরু হচ্ছে ২২ অক্টোবর থেকে। কিন্তু এদিন মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানিয়ে দেন, পুজোর ছুটি শুরু হয়ে যাবে ১৭ অক্টোবর থেকেই। ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ছুটি থাকবে। তবে সরকারি ছুটি ১৯ থেকে ৩১ অক্টোবর। ১৭ তারিখ শনিবার এবং ১৮ তারিখ রবিবার হওয়ায় দু'দিন বাড়তি ছুটি পাবেন সরকারিকর্মীরা। চলতি বছর সরকারিকর্মীরা পুজোয় ছুটি পেয়েছেন ১৪ দিন। উল্লেখ্য এই বছর দীপাবলি ও ছটপুজো রবিবার পড়ায় পরের সোমবার দুটি ছুটি দিয়েছে রাজ্য সরকার। ভাইফোঁটাতেও ছিল জোড়া ছুটি। প্রসঙ্গত, সামনের বছর মহালয়ার প্রায় একমাস পর হবে দুর্গাপুজো। ১৭ সেপ্টেম্বর মহালয়া। এবং দুর্গাপুজো শুরু হচ্ছে ২২ অক্টোবর থেকে।

আঞ্চলিক নেতারা ক্ষমতার গৌরব হজম করতে পারে না

স্বপন দাশগুপ্ত

পরিসংখ্যান অনেক সময়ই চমৎকার সান্ত্বনা পুরস্কার রূপে হাজির হয়। 'হিন্দুস্থান টাইমস'-এর একটি বিশ্লেষণ মোতাবেক ছ'টি বিধানসভা কেন্দ্রে কৌশলগতভাবে ছড়িয়ে থাকা ৬, ৮৮৭ টি বাড়তি ভোট বিজেপিকে হরিয়ানায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিতে পারত, যা অল্পের জন্য হাতছাড়া হয়েছে। এ মনই এক নিস্ফল প্রলোভন, যা মনে করিয়ে দেয় ১০টি বিধনসভা কেন্দ্রে ছড়িয়ে থাকা মোট ৪,৩৩৭টি ভোটের কথাও,যা মধ্যপ্রদেশে শিবরাজ সিং চৌহান এবং বিজেপিকে চতুর্থবারের জন্য কুর্সি দখলের রেকর্ড গড়া থেকে বঞ্চিত করেছিল।

যদিও বাস্তবে, রাজনীতিতে সান্ত্বনা পুরস্কারের কোনও মূল্যই নেই। এ কথাটি অমিত শাহ, তাঁর দলীয় নেতা নরেন্দ্র মোদির থেকেও ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক ঘাটতি,বিষয় যা-ই হোক না কেন— ক্ষমতার অবস্থান থেকে তার মুখোমুখি হওয়া বা পর্যালোচনা করা এক জিনিস এবং বিরোধী পক্ষ হয়ে তার সামনাসামনি হওয়া আরেক জিনিস—ব্যবধান রয়েছে এই দুই দৃষ্টিকোণে। সেজন্যই নির্বাচনোত্তর সময়ে তৎপরতার সঙ্গে 'জননায়ক জনতা পার্টি' -র নেতা দুষ্মন্ত চৌতালার সঙ্গে বিজেপির জোট করা বিশেষভাবে অর্থপূর্ণ। এই জননায়ক জনতা পার্টি-র ১০টি আসনই তো বাকি ব্যবধানের নিষ্পত্তি ঘটাল---তা যেমন স্বদলদ্রোহীদের উপর নির্ভরশীল একটি অস্থায়ী সরকার গঠনের সম্ভাবনা দূর করল, তেমনই মনোহরলাল খাট্টারের প্রতি জনাদেশকেও আরও স্থায়িত্ব দিল। এই যুক্তিতেই বিজেপি মহারাষ্ট্রে শিবসেনার সঙ্গে নির্বাচন-পূর্ববর্তী জোট নিশ্চিত করে তুলনামূলকভাবে কম আসনে লড়ল এবং এই কৌশলে সুফলও পেল। ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে এখন বোঝা যাচ্ছে, কংগ্রেস এবং শরদ পাওয়ারের 'এনসিপি' (ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি) যেখানে বিরোধীশক্তি হিসাবে নির্বাচনে লড়ছে, সেখানে এ সিদ্ধান্তটি কতটা বিচক্ষণতার পিরচায়ক। অথচ টেলিভিশনের সিংহভাগ নির্বাচন পরবর্তী তাৎক্ষণিখ আলোচনায় কথাটা বলাই হল না সেভাবে।

শিবসেনার তরফে মুখ্যমন্ত্রিত্বের হাস্যকর দাবি ঘিরে যে প্রত্যাশিত বিপত্তি তৈরি হয়েছে, তা বাদ দিলে, এই দুই রাজ্যে ২৩ অক্টোবর হওয়া ভোট কিন্তু স্থিতাবস্থা বজায় থাকার ইঙ্গিতবাহী। মহারাষ্ট্র এবং হরিয়ানা উভয় রাজ্যই বিজেপি তথা এনডিএ-র দখলে। তবুও বিজেপি কী কারণে রীতিমতো ঝুঁকনি খেল, তার ব্যাখ্যা খোঁজা দরকার, যার আবারচার রকমের বয়ান হতে পারে।

প্রথমত, একটি বিষয় অনস্বীকার্য, যা অতীতেও বহুবার সামনে এসেছে, যে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি লোকসভা নির্বাচনে সমর্থনের জোয়ারে ভাসে, কিন্তু বিধানসভা নির্বাচন এলেই ভাটার সম্মুখীন হয় ---কারণ তখন আঞ্চলিক বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সাংগঠনিক সামর্থ্য নিয়ে সংশয় না থাকলেও মানতে হবে যে, জাতীয় স্তরের ছবিটি ভাল করে ফুটিয়ে তুলতে বিজেপি যত পারদর্শী, স্বতন্ত্র আঞ্চলিক সত্তার ছবি আঁকতে ততটা দড় নয়। ক্ষমতায় থাকার সময় কংগ্রেসও একই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, বিশেষত হরিয়ানায় বিপুল সংখ্যক বিজেপি মন্ত্রীর পরাজয় বুঝিয়ে দিচ্ছে আঞ্চলিক স্তরে ক্ষমতা পরিপাক করা বিজেপির পক্ষে বিশেষ মসৃণ হয়নি। হরিয়ানার রাজনীতিতেই, উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ২০১৪-র সাধারণ নির্বাচনের আগে পর্যন্ত বিজেপি ছিল পার্শ্বচরিত্রে---একটি আঞ্চলির দলের নেতৃত্বাধীন জোটের অংশীদার হিসাবে। ২০১৪-র সাধারণ নির্বাচনে আঞ্চলিক রাজনীতিতে জাঠদের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে ঘনীভূত ক্ষোভকে হাতিয়ার করে বিজেপি একটি 'জাঠহীন জোট' নির্মাণ সক্ষম হয়। কংগ্রেস এবং ওমপ্রকাশ চৌতালার 'আইএড়এলডি' -র মধ্যে এই প্রভাবশালী বর্ণের মানুষদের সমর্থন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছিল---এই বিভাজনকেও বিজেপি ব্যবহার করে। বিভাজনটি এবারেও পরিলক্ষিত হয়েছে, কিন্তু কৌশলগতভাবে কেন্দ্রবিশেষে এক ধরনের বৃহৎ একত্রীকরণ ঘটেছে। এর ফলে, ভূপিন্দর সিং হুডা একজন অগ্রগণ্য জাঠ নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং দুষ্মন্ত চৌতালা প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন দেবী লাল ঘরানা-র সার্থক উত্তরাধিকারী রূপে।

বোঝা যাচ্ছে বেশ কিছু বিজেপি নেতা ২০১৪-র পর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অবস্থা থেকে খ্যাতির আলোয় যাঁদের উদয় ঘটেছিল, তাঁরা সেই উত্থানকে হজম করতে পারেননি। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে বিষয়টি আরও পরিস্ফুট হবে। তবে প্রাথমিকভাবে এ কথাই মনে হয় যে, বেশিরভাগ বিজেপি নেতা (বেশিরভাঘ অর্থে কোনওভাবেই আশা করি সকল বোঝায় না) তাঁদের দাম্ভিক এবং দুর্বিনীতি আচরণের উচিত ফল পেয়েছেন এই জনাদেশে। বড়দিনের আগেই ঝাড়খণ্ডে যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন, বিজেপি সেখানে প্রার্থীদের যখন মনোনয়ন দেবে, তখন প্রার্থীদের 'চাল' এবং 'চরিত্র'-র উপর আলাদা গুরুত্ব দিতেই হবে। এ কথা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও সত্য, যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতামন্ত্রীদের ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে তৈরি হওয়া অসন্তোষ সমভাবে প্রযুক্ত হতে পারে বিজেপির কিছু আঞ্চলিক নেতার ক্ষেত্রে, যাঁরা সাধারণ নির্বাচনের পর অখ্যাতি থেকে খ্যাতির আলোয় উঠে এসেছেন।

তৃতীয়ত, বিজেপি রণনীতি নির্ভর করে তাদের ক্রমবর্ধমান সদস্যসংখ্যা এবং নির্বাচনের সময় ভোটারদের উপস্থিতির হারের উপর। এই দু'টি পরস্পরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যে কারণে বিজেপি তাদের সদস্য ও সক্রিয় সদস্য—এই দুই পক্ষের মধ্যে সাংগঠনিক পার্থক্য রেখেছে। এইবারের নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতির হার ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচন এবং ২০১৪-র বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, বিজেপির মধ্যে আত্মপ্রসাদ কাজ করেছে, যা অঙ্কুরিত হয়েছে 'জয় তো নিশ্চিত'---এমন এক অনুভূতি থেকে। বিরোধী শক্তির উদ্যামহীনতাও তাদের এই ধারণায় বাতাস দিয়েছে।

চতুর্থত, শাসক দল এই নির্বাচনে তাদের আধিপত্য কতটা বজায় রাখতে পারল, সে বিষয়ে জনমানসে, বলা ভাল গণমাধ্যমে, যে-ধারণা তৈরি হয়েছিল, তাঁর মূলে ছিল বুথফেরত সমীক্ষাগুলি —যা বিজেপির নিশ্চিত বিপুল জয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। কিন্তু, কেন সমীক্ষাগুলি এত ভয়ানকভাবে ভুল প্রমাণিত হল, তার বিশ্লেষণ হওয়া দরকার। সে কাজ বিশেষজ্ঞরা নিশ্চয়ই করবেন। তবে, মিডিয়ার উপর অকুণ্ঠ বিশ্বাস রাখা যে আসলে কতখানি বিপদের, তার ইঙ্গিতও বহন করছে এই ব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী। মিডিয়ার সংকীর্ণতা দিনে দিনে প্রকট হয়ে উঠছে। একটি রাজনৈতিক দলকে এই ন্যারেটিভগুলি সামলাতে হবে, তমেনই যত্ন নিয়ে ভাবতেও হবে যে, মিডিয়ার দ্বারা যেন তারা চালিত না হয়। কারণ, মিডিয়ার নিজের উদ্দেশ্য কাজ করে। নির্বাচন-পরবর্তী দৃষ্টিভঙ্গীগুলিকে যথেষ্ট সংশয়ের সঙ্গে বিচার করতে হবে। যদি ফলাফলের পূর্ববর্তী উদ্দীপনা অন্যায্য বলে বিবেচিত হয়, তাহলে ফলাফলের পরবর্তী ব্যাখ্যা—যা কিনা গ্রামীণ ভারতের ব্যাপক দুর্দশা ও সেখানকার মানুষের জাতীয় ঘটনাক্রমের প্রতি উদাসীনতার কথা বলছে, তা-ও অবশ্যই অগ্রাহ্য করা উচিত।

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

ফিরে দেখা-ইন্দিরা গান্ধী

বাবুল নন্দী

আজ ৩১ অক্টোবর। আজ থেকে ৩৫ বছর আগে দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন ইন্দিরা গান্ধী এই দিনে তাঁর নিজের বাসভবনেই (১, সফদরজং রোড) তাঁর দেহরক্ষীদ্বয়ের গুলিতে মর্মান্তিকভাবেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সারা দেশ জুড়েই আজ প্রয়াতা মহানেত্রীর ৩৫ তম মৃত্যুবার্ষিকী যথোচিত মর্যাদার সঙ্গেই পালিত হবে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনে এবং পরবর্তীতে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে শিখ সম্প্রদায়ের অসাধারণ অবদান অবশ্যই অনস্বীকার্য। সেই শিখ প্রধান রাজ্য পাঞ্জাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসবাদী শক্তির অভ্যুদয় ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। মোটামুটিভাবে এই ব্যাপারটার সূত্রপাত ঘটেছিল ১৯৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী তথা কংগ্রেসের ব্যাপক পরাজয়ের পর এবং পাঞ্জাবে অকালি দল ক্ষমতায় আসার পর থেকেই। তুষের আগুন যেমন প্রথমে ধিকিধিকি করে জ্বলতে জ্বলতে পরে দাবানলের মতো জ্বলে ওঠে, অনুরূপভাবে পাঞ্জাবেও সেই অশান্তির আগুন দাবানলের মতো জ্বলে উঠেছিল ১৯৮০ -র জানুয়ারিতে পুনরায় ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় ফিরে আসার পর থেকেই। বলতে কিন্তু দ্বিধা নেই, শিখ উগ্রপন্থী ও সন্ত্রাসবাদীদের

পিছনে মদত ছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও পাকিস্তানের। সমগ্র পাঞ্জাব হয়ে উঠেছিল রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত নির্বাচনের নিরীহ পাঞ্জাবিদের খুন করাটা নিয়ম হয়ে গিয়েছিল সন্ত্রাসবাদীদের কাছে এই সর্বনাশা কাজের নেতৃত্বে ছিল কুখ্যাত শিখ সন্ত্রাসবাদী জার্নাল সিং ভিন্দ্রালওয়ালে। শিখ সন্ত্রাসবাদীরা রেহাই দেয়নি ভারতের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হকি তারকা পৃথ্বীপাল সিংকেও। এছাড়া আর বহু কৃতী পাঞ্জাবির নিধন ঘটেছিল উগ্রপন্থীদের হাতে।

অন্যান্য বহু দাবির সঙ্গে সবথেকে বিপজ্জনক যে দাবিটি অকালি দল সহ সন্ত্রাসবাদীদের ছিল,সেটি হল ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'খলিস্তান' পৃথক রাষ্ট্র গঠনের। বিদেশি শক্তির মদতে ক্রমে ক্রমে এরা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিল। আর এদের যাবতীয় পরিকল্পনা হত অমৃতসরের 'স্বর্ণমন্দির' থেকে। সন্ত্রাসবাদীদের মূল আস্তানা হয়ে উঠেছিল পবিত্র স্বর্মমন্দির। বিদেশি অস্ত্রে ভাণ্ডার তো হয়েছিলই, এমকী মন্দিরের মধ্যে তারা বিভিন্ন ধরনের নোংরামোও করত। পবিত্র স্বর্ণমন্দির অপবিত্র হয়ে গিয়েছিল। সারা দুনিয়া জুড়ে পাঞ্জাবকে কেন্দ্র করে ভারতের ভাবমূর্তি নষ্ট হতে শুরু করে। দিশেহারা হয়ে যান প্রাধনমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। কোনওবাবেই কেন্দ্রীয় সরকার কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। ইন্দিরা গান্ধী ধৈর্য্য ও সংযমের সঙ্গে আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি মনে মনে সেই কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিকেই এগিয়ে গেলেন। অনেক আলোচনা, অনেক গোপন বৈঠকের পর ইন্দিরা গান্ধী অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে সেনা পাঠানোর কঠিন দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিলেন এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থে তাঁর ওই কঠিন সিদ্ধান্ত যে তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে সেটাও প্রখর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ইন্দিরা গান্ধী খুব ভালভাবেই অনুমান করতে পেরেছিলেন। 'অপারেন ব্লুস্টার' শুরু হয়েছিল ১৯৮৪-র ৩ জুন, শেষ হয়েছিল ৮ জুন। মেজর জেনারেল কুলদীপ সিং ব্রার-এর নেতৃত্বে কয়েকশো সেনা প্রবেশ করে স্বর্ণমন্দিরে। তুমুল লড়াই হয়েছিল ভারতীয় সেনা বনাম সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে। তুমুল লড়াইয়ে বহু সেনা জওয়ান মারা পড়লেও ভিন্দ্রালয়ালে সহ কয়েকশো শিখ সন্ত্রাসবাদী নিহত হয়েছিল। স্বর্ণমন্দির দখলমুক্ত হল। লড়াই শেষে ইন্দিরা গান্ধী স্বর্ণমন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন এবং সেনাদের সঙ্গে চা খেয়েছিলেন। সেই বিরল দৃশ্য এখনও মাঝেমধ্যেই টিভিতে দেখা যায়। এই অবিশ্বাস্য ঘটনার প্রায় পাঁচ মাস পর ইন্দিরা গান্ধীর অনুমানই সত্য হয়েছিল। ১৯৮৪-র ৩১ অক্টোবর নিজের বাসভনেই সকাল ৯-২০ মিনিটে তাঁর নিজস্ব দুই দেহরক্ষী বিয়ন্ত সিং ও সতবন্ত সিং তাঁকে প্রায় ৩২ টি গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল। ভারতমাতার সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠসন্তান ইন্দিরা গান্ধী নিহত হলেন। শেষ হলে ভারতের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। ইন্দরা গান্ধী ছিলেন অন্তর্যামী। তাই তিনি তাঁর মৃত্যুর আগের দিন অর্থাৎ ৩০ অক্টোবর ভুবনেশ্বর এক জনসভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'কালই যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহলে আমার দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দুই এই দেশটাকে সজীব করে তুলবে।'

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

গণতন্ত্রের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকছে কারা

বরুণ দাস

পূর্ব প্রকাশিতের পর

উপরন্তু সরকার পোষিত বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে অর্থাৎ পিএইচডি করার ব্যাপারে অনৈতিক বিধিনিষেধ লাগু করা, পুনে ফিল্ম ইন্সটিটিউটের মতো বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের মাথায় দলের অযোগ্য ব্যক্তিকে বসানো ইত্যাদি আরও অনেক নিয়ম বহিভূর্ত পদক্ষেপ নিতে কোনও রকম কুণ্ঠাবোধেই করেননি এই সরকার। এমন আগ্রাসী ও নোংবা রাজনীতির কবলে পড়ে গণতান্ত্রিক প্রষ্ঠানগুলি তার চেহারা-চরিত্র হারাচ্ছে। সর্বত্র সরকারি নিয়ন্ত্রণের নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে স্বাধীন ও ঐতিহ্যবাহী সংস্থাগুলি তাদের স্বাধিনতার ও সাবেকি অবস্থান হারাচ্ছে।ে

দেহের সার্বিক পরিস্থিতি কোন ভয়ঙ্কর পর্যায়ে পৌছেছে যে অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত দলিত, অন্ত্যজ ও আদিবাসীদের পক্ষে কথা বললেই 'আরবান নকশাল' আখ্যা দিয়ে মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে (বুদ্ধিজীবী ও বিশিষ্টজনদেরও) পুলিশি হেনস্থা ও আটক, কবিতা লেখার জন্য কবিদের বিরদ্ধে থানায় এপআইআর, এমনকি দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে 'খোলা চিঠি লেকার জন্য ৪৯ জন বিশিষ্টজনদের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদগার সহ বিহারের মজফফরপুরের আদালতে দেশদ্রোহিতার মামলা ঠুকে দেওয়া হয়েছে।

এখানেই থেমে নেই সরকার -ঘেঁষা ওই লুম্পেনদের বাহিনী। বিশিষ্টজনদের বিরুদ্ধে খুনের হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। কিন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলেছি আমরা, একবার ভাবুন তো। বোধহয় 'আচ্ছে দিন'-এর 'সুফল' পাচ্ছেন দেশের মানুষ। মহাকাব্যের পৌরাণিক চরিত্রকে নিয়ে চলছে চূড়ান্ত পর্যায়ের বাড়াবাড়ি। 'জয় শ্রীরাম' না বলার অপরাধে ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষদের শারীরিক হেনস্থা ও নিগ্রহ, এমনকি ট্রেন থেকে ঠেলে ফেলা কিংবা রাস্তাঘাটে গণপিটুনি দেওয়ার মতো নৃশংস ও নিন্দানীয় ঘটনা ঘটেই চলেছে। এর কোনও প্রতিকার নেই। আমাদের আশঙ্কা, কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে এগোচ্ছেন, তাতে এর পরের ধাপই হয়তো ১৯৭৮ সালে চালু হওয়া জম্মু-কাশ্মীর জনসুরক্ষা আইনের মতো ভারত জনসুরক্ষা আইন লাগু করা যাতে দেশের কোনও নিরপরাধ ব্যক্তিকেও গ্রেফতার করে বিনাবিচারে ২ বা ততোধিক বছর পর্যন্ত জেলবন্দি করে রাখা যাবে। কোনও ব্যক্তি সরকারের বিপক্ষে কথা বললেই এই আইন প্রয়োদ করে গ্রেফতার করতে কোনও বাঁধা থাকবে না। রাষ্ট্রে পক্ষে বিপজ্জনক অ্যাখ্যা দিয়ে প্রতিবাদী নাগরিককে আটক করার অবাধ ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেবেন জাতীয়তাবাদী সরকার।

অবাক কাণ্ড এই, এত কিছুর পরও আমাদের রাজনৈতিক চেতনার কোনও রকম উদ্বোধন কিংবা জাগরণই ঘটেনি। ছন্নছাড়া ও উচ্চকাঙ্খী বিরোধীরা কেবল নিজেদের দলীয় ও ব্যক্তিস্বার্থের নানা জটিল অঙ্কের হিসেবে-নিকেশ কষতেই বড় বেশি ব্যস্ত ছিলেন। অখিলেশ, মুলায়ম, তেজস্বী, লালুপ্রসাদ, মায়াবতী, স্টালিন, জনম্মোহন, চন্দ্রবাবু, মমতা, নবীন, শারদ, কেসিআর—প্রত্যেকেই নিজেদের রাজ্যের আসন বাড়িয়ে নিতেই বড় বেশি ব্যস্ত ছিলেন। কারণ প্রত্যেকেরই লক্ষ্য ছিল প্রধানমন্ত্রীর কুর্সির দিকে। দেশ ও দশের কথা তথা জাতীয় স্বার্থ কেউ ভাবেননি। এর ফলে আমরা পারিনি সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে বিতর্কিত ভাজপা নিয়ন্ত্রিত এনডিএ-র আগ্রাসী জয়যাত্রাকে রুকে দিতে প্রয়োজনীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিতে। দ্বিতীয় দফায় আরও বেশি 'জনসমর্থন' (নাকি ইভিএম কারচুপি?) নিয়ে শাসন ক্ষমতায় ফিরে এসেছেন আগের শাসকদলটি এবং দেশের পবিত্র সংবিধান ও জাতীয় সংহতিকে সম্পূর্ণ বিপন্ন করে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক পরিসরকে শুধু সঙ্কুচিত করাই নয়, তাকে সমূলে ধ্বংস করার কর্মযজ্ঞে নিজেদের শামিল করছেন। সংসদ জোরালো বিরোধীকণ্ঠ না থাকায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছেন শাসকদল। নিবন্ধের ইতি টানি একটা মারত্মক আশঙ্কার কথা দিয়ে। মোদি যুগে পুররুত্থানের পথে রণবীর সেনা। গত ৩০ জুলাই সিপিএম (এম-এল) লিবারেশনের গণতনভেনশনে আসা বিহারের মহানন্দ প্রসাদ শোনালেন ওই আশঙ্কার কথা। তাঁর কথায়, রণবীর সেনা কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি। চেহারা বদলে নতুন করে মাথা তুলতে চাইছে এই শক্তি। উল্লেখ্য, নয়ের দশকের মধ্যভাগে লছমনপুর বাথে গ্রামে ৫৮ জন দলিতকে একরাতে খুন করে দেশ বিদেশের সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে চলে এসেছিল ভূস্বামী ভূমিহার-রাজপুতদের সশস্ত্র বাহিনী রণবীর সেনা।

উল্লেখ্য ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই অবশ্য পাল্টা প্রতিরোধে ব্রহ্মেশ্বর সিংহের নেতৃত্বে তৈরি কুখ্যাত রণবীর সেনার ৯ জনকে নিকেশ করে সিপিআই (এম-এল) লিবারেশন বা মালের নেতৃত্বে দলিত স্কোয়াড। জেহানাবাদ, ভোজপুরে এই স্কোয়াডগুলির মধ্যে সমন্বয় রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন কমরেড মহানন্দ প্রসাদ সহ উপেন্দ্র পাওয়ান, মহেন্দ্র প্রসাদ, রাম দীনেশ যাদবের মতো নকশাল কমান্ডাররা। মজুরি বৃদ্ধি ও জমির আন্দোলনের কারণে গ্রামে গ্রামে মালের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন দলিত সম্প্রদায়। মীলে সমর্থক গ্রামগুলিকেই টার্গেট করতো ভূস্বামীদের বাহিনী। সুতরাং আগামী দিনগুলি যে দেশের গণতান্ত্রপ্রিয় মানুষের কাছে বড়ো সখের নয়—একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। মোদি সরকার শুধু পশ্চিমবঙ্গের কাছেই ভয়াবহ বার্তা নিয়ে আসছেন না, প্রতিবেশী রাজ্য বিহার সহ গোটা দেশের পক্ষেই বিপজ্জনক হয়ে ওঠার আশঙ্কা ষোলো আনা। ইতিমধ্যেই ঘটা করে তার সুচনাও হয়ে গিয়েছে। ওপরের আলোচনার মধ্যে যা কিছুটা ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আর সবচেয়ে মজার বিষয় হল, গণতন্ত্রকে হাতিয়ার করেই গণতন্ত্রে কফিনে শেষ পেরেক পোঁতার কাজ করে চলেছেন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার।

(সমাপ্ত)

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

যুদ্ধাপরাধী আজহারের সর্বোচ্চ সাজা এবার রায়ের অনুলিপির অপো

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ৩১।। সর্বোচ্চ আদালতের চূড়ান্ত রায়ে সর্বোচ্চ সাজা বহাল থাকায় একাত্তরের বদর নেতা এটিএম আজহারুল ইসলামের দণ্ড কার্যকরে এবার রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি প্রকাশের অপো শুরু হল।

প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বাধীন চার বিচারকের আপিল বেঞ্চে বৃহস্পতিবার রায়ের সংপ্তিসার জানিয়ে দেয়। এরপর পূর্ণাঙ্গ অনুলিপির জন্য অপোর কথা শোনা যায় রাষ্ট্র ও আসামি- দুই পরে মুখেই।ওই অনুলিপি হাতে পাওয়ার পর আসামি রায় পর্যালোচনার আবেদন (রিভিউ) করতে পারবেন। তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিরও সুযোগ পাবেন। দুটোই নাকচ হয়ে গেলে সরকার দণ্ড কার্যকরের ব্যবস্থা নেবে।

েেত্র ছয় যুদ্ধাপরাধী জামায়াতের মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, কাদের মোল্লা, মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ও মীর কাসেম আলী এবং বিএনপির সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর রায় বাস্তবায়নের আগে পালিত প্রক্রিয়াগুলো দৃষ্টান্ত হিসাবে থাকছে।বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় রংপুরে হত্যা-গণহত্যার দায়ে আপিল বিভাগে আজহারুল ইসলামের ফাঁসির রায় এসেছে। নির্যাতনের ঘটনায় তাকে দেওয়া হয়েছে কারাদণ্ড।

কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকরের আগে আপিল বিভাগের রায় পর্যালোচনার (রিভিউ পিটিশন) রায়ে বলা হয়েছিল, রায়ের প্রত্যায়িত অনুলিপি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে আসামি রিভিউ চাইতে পারবেন।ওই সময়ের মধ্যে আসামি রিভিউ পিটিশন দাখিল না করলে রাষ্ট্র রায় কার্যকরের ব্যবস্থা নিতে পারবে।

আজহারের আইনজীবী খন্দকার মাহবুব হোসেন রায়ের পর সাংবাদিকদের বলেন,চারজন জাজের ভেতরে তিনজন জাজ একমত হয়ে ফাঁসি বহাল রেখেছেন। আরেকজন দ্বিমত পোষণ করেছেন। এরপর আমরা পূর্ণাঙ্গ রায় পেলে রিভিউ করব। আমরা আশাবাদী যে রিভিউতে অন্তত ফাঁসির আদেশটা থাকবে না।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর সুলতান মাহমুদ সিমন রায়ের পর আদালত প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের বলেন, রিভিউয়ের যে সময়টুকু আছে, সেই সময়টুকু আমাদের অপো করতে হবে। রিভিউয়ের সময়টা পার হয়ে গেলে অন্যান্য মামলায় যেভাবে রায় কার্যকর হয়েছে, এটাও সেভাবে কার্যকর হবে।

একাত্তরের যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানো হয় জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল কাদের মোল্লাকে।ওই বছরের ১৭ সেপ্টেম্বর কাদের মোল্লার চূড়ান্ত রায় দেয় আপিল বিভাগ, যাতে ৪:১ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় আসামিকে মৃত্যু পর্যন্ত ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে বলা হয়।এর প্রায় আড়াই মাস পর ৫ ডিসেম্বর ওই রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি প্রকাশ করে আপিল বিভাগ। অনুলিপি পাওয়ার পর ৮ ডিসেম্বর ট্রাইব্যুনাল মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে। দুই পৃষ্ঠার ওই 'মৃত্যু পরোয়ানা' খামে ভরে লাল সালুতে মুড়ে ৭৯০ পৃষ্ঠার নথিসহ পাঠানো হয় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে।১০ ডিসেম্বর রাত ১২টা ১ মিনিটে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে বলে কারা কর্তৃপ জানালেও আসামিপরে আবেদনে সুপ্রিম কোর্টের চেম্বার জজ রাতে এক আকস্মিক আদেশে তা স্থগিত করে দেন। ওই রাতেই কাদের মোল্লার পে তার আইনজীবীরা দুটি আবেদন করেন।এর একটিতে রায় পুনর্বিবেচনা আবেদন করা হয় এবং দ্বিতীয় আবেদনে রায় পুনর্বিবেচনা করে কাদের মোল্লার খালাসের আবেদন করা হয়।এরপর ১১ ও ১২ ডিসেম্বর আসামিপরে আবেদনের শুনানি করে তা নাকচ করে দেয় প্রধান বিচারপতি নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ।১২ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে গিয়ে কাদের মোল্লার সঙ্গে দেখা করেন পরিবারের সদস্যরা। ওইদিন রাত ১০টা ১ মিনিটে এই যুদ্ধাপরাধীর ফাঁসি কার্যকর করা হয়।কাদের মোল্লার পর আপিলে জামায়াতের নায়েবে আমির দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মামলার শুনানি হয়। ট্রাইব্যুনালের দেওয়া মৃত্যুদণ্ডাদেশ কমিয়ে সেখানে তাকে দেওয়া হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

যুদ্ধাপরাধের মামলায় 'রিভিউয়ের সুযোগ' রয়েছে কি-না, সেই প্রশ্ন কাদের মোল্লার চূড়ান্ত রায়ের পরপরই সামনে চলে আসে। ২০১৪ সালের ৩ নভেম্বর আপিল বিভাগ কামারুজ্জামানের মামলা নিষ্পত্তি করে ট্রাইব্যুনালের দেওয়া ফাঁসির রায় বহাল রাখলে ফিরে আসে সেই আলোচনা।এর মধ্যে ওই বছরের ২৫ নভেম্বর কাদের মোল্লার রিভিউ আবেদনের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি প্রকাশ করে আপিল বিভাগ। সেই রায়ে আদালত জানায়, যুদ্ধাপরাধের মামলাতেও সর্বোচ্চ আদালতের দেওয়া রায় পুনর্বিবেচনার (রিভিউ) আবেদন করা যায়।রায়ে বলা হয়, আসামি ও রাষ্ট্র- দুপই ১৫ দিনের মধ্যে রায় পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করতে পারবে। তবে রায়ের নির্ভরযোগ্যতায় 'খাদ আছে' বা 'বিচার-বিভ্রাটের'আশঙ্কা আছে বলে মনে করলেই আদালত তা পুনর্বিবেচনার জন্য গ্রহণ করবে।ওই রায়ে বলা হয়, ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনে দণ্ডিতদেরেে ত্রও আপিলের রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ আবেদন গ্রহণযোগ্য (মেনটেইনেবল) হবে। তবে তা আপিলের সমক হবে না।

২০১৫ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি আপিল বিভাগ কামারুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখার রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি প্রকাশ করলে ট্রাইব্যুনাল পরদিন মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে। তার আইনজীবীরা ৫ মার্চ রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন করলে ৬ এপ্রিল আপিল বিভাগ তা খারিজ করে দেয়।

রিভিউ আবেদন খারিজের পর প্রাণভিার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আইনজীবীদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পান এই যুদ্ধাপরাধী। কিন্তু আসামি প্রাণভিার জন্য কত সময় পাবেন এবং কতদিনের মধ্যে তার নিষ্পত্তি হবে সে বিষয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনে সুনির্দিষ্ট কোনো সময় বেঁধে দেওয়া না থাকায় কামারুজ্জামানেরেে ত্র অস্পষ্টতা তৈরি হয়।কাদের মোল্লার রিভিউ খারিজের রায়ে আপিল বিভাগ বলেছিল, যুদ্ধাপরাধ মামলায় মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের আগে আসামি সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিার সুযোগ পাবেন। তবে প্রাণভিার জন্য কারাবিধিতে বেঁধে দেওয়া ৭ থেকে ২১ দিনের সময়সীমা এ মামলারেে ত্র প্রযোজ্য হবে না। আসামি প্রাণভিা চাইলে তার নিষ্পত্তির আগে দণ্ড কার্যকর করা যাবে না।কাদের মোল্লারেে ত্র সরকারের প থেকে জানানো হয়েছিল, তিনি প্রাণভিার সুযোগ নেননি। এ কারণে রিভিউ খারিজের দিনই তার ফাঁসি কার্যকর করা হয়েছিল। কিন্তু কামারুজ্জামান সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য কয়েক দফা সময় নিলে জটিলতা দেখা দেয়।

অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম সে সময় বলেছিলেন, ওই সুযোগ নেবেন কি না- তা জানাতে কামারুজ্জামান 'যৌক্তিক সময়' পাবেন। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, একটি 'মার্সি পিটিশন' লিখতে যে সময় লাগে েেত্র সেটাই 'যৌক্তিক সময়' বলে তিনি মনে করেন।রিভিউ খারিজের পাঁচ দিনের মাথায় ১১ এপ্রিল বিকালে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল জানান, যুদ্ধাপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মুহাম্মদ কামারুজ্জামান রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিার আবেদন করতে চাননি।ওই সন্ধ্যায় আবারও কামারুজ্জামানের সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের দেখা করতে দেওয়া হয়। রাত ১০টার পর দ্বিতীয় যুদ্ধাপরাধী হিসাবে এই জামায়াত নেতার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে কারা কর্তৃপ।২০১৫ সালের ২২ নভেম্বর একই দিনে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।একাত্তরে নির্বিচারে অসংখ্য মানুষের প্রাণ সংহার করলেও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মরিয়া হয়ে প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছিলেন তারা দুইজন। মাভিাও করেছিল রাষ্ট্রপতির কাছে। তবে তা নাকচ করে তাদেরকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়।

২০১৫ সালের ১৬ জুন আপিলের রায়ে মুজাহিদের সর্বোচ্চ সাজার আদেশ বহাল রাখা হয়। অন্যদিকে ২৯ জুলাই যুদ্ধাপরাধের দায়ে সাকা চৌধুরীকে দেওয়া ট্রাইব্যুনালের রায় বহাল রাখে আপিল বিভাগ। ৩০ সেপ্টেম্বর এক সঙ্গে দুইজনের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ করা হয়।পরদিন রায়ের কপি ট্রাইব্যুনালে পৌঁছালে জারি করা হয় মৃত্যু পরোয়ানা।১৪ অক্টোবর তারা আপিলের রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন করেন; ১৮ নভেম্বর সর্বোচ্চ আদালত তা খারিজ করে দেয়।১৯ নভেম্বর রিভিউ খারিজের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশের পর তা পাঠানো হয় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে, পড়ে শোনানো হয় দুই যুদ্ধাপরাধীকে। প্রাণভিার আবেদন নিষ্পত্তির পর ২১ নভেম্বর রাত ১২টা ৫৫ মিনিটে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে কার্যকর করা হয় এই দুই যুদ্ধাপরাধীর মৃত্যুদণ্ড।২০১৬ সালের ১১ মে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় জামায়াতে ইসলামীর আমির মতিউর রহমান নিজামীকে যার পরিকল্পনা, নির্দেশনা ও নেতৃত্বে আলবদর বাহিনী বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনকশা বাস্তবায়ন করেছিল।আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ২০১৪ সালের ২৯ অক্টোবর নিজামীকে দুই বছর পর আপিল বিভাগও সেই রায় বহাল রাখে। ৫ মে আপিল বিভাগ নিজামীর রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ করে দেয়।

কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করে প্রাণভিার সুযোগ না নেওয়ায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।মুক্তিযুদ্ধকালীন চট্টগ্রামের ত্রাস জামায়াত নেতা মীর কাসেম আলীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মানবতাবিরোধী অপরাধের সাজা কার্যকর করা হয় ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর।জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদ অর্থাৎ মজলিসে শুরার সদস্য মীর কাসেমকে ২০১৪ সালের ২ নভেম্বর মৃত্যুদণ্ড দেয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। দুই বছর পর আপিল বিভাগেও সেই রায় বহাল থাকে।কাসেমের মৃত্যুদণ্ডের চূড়ান্ত রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন ৩০ অগাস্ট সর্বোচ্চ আদালতে খারিজ হয়ে গেলে ফাঁসিকাষ্ঠ এড়াতে তার সামনে খোলা ছিল শুধু রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিার সুযোগ। কাসেম সেই সুযোগ নেবেন না বলে জানিয়ে দিলে কাশিমপুর কারাগারে তার দণ্ড কার্যকর করা হয়।

পেঁয়াজ নিয়ে মশকরা করছে সরকার: আমীর খসরু

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ৩১।। বাংলাদেশে সব সময় দামি ফল হিসেবে পরিচিত আপেলের চেয়ে পেঁয়াজের দাম এখন বেশি দাবি করে বিএনপি নেতা আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, এই খাদ্যপণ্য নিয়ে জনগণের সঙ্গে 'মশকরা' করছে সরকার।

তিনি বলেছেন,আমরা আগে দেখেছি, কোরবানির পরে পেঁয়াজের দাম কমে যায় আর বাংলাদেশে উল্টা কারবার। বাংলাদেশে পেঁয়াজের দাম বাড়তে শুরু করেছে। প্রথমে ৬০ টাকার পেঁয়াজ দেখতে দেখতে ৭০ টাকা, ৮০ টাকা, ১০০ টাকা হয়ে এখন ১৪০ টাকায়। আজকে নাকি দেড়শ টাকা কেজি। আপেলের চেয়েও পেঁয়াজের দাম এখন বেশি। এটা তো মশকরা করা হচ্ছে।পেঁয়াজের দাম যদি আপেলের চেয়ে বেশি হয় তাহলে তো মশকরার বিষয় হবেই এবং মশকরা হচ্ছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে মন্ত্রীরা এটার (পেঁয়াজ) ওপর মশকরা করছেন। পেঁয়াজ খেতে মানা করছে- দাম এতো বেশি পেঁয়াজ খাইয়েন না।

সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরুর এই বক্তব্যের পর বাজারে খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, দেশি পেঁয়াজের কেজি ১৫৮ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, যেখানে দণি আফ্রিকা থেকে আমদানি করা আপেলের কেজি মিলছে ১৬৫ টাকায়।জনগণকে তোয়াক্কা করলে কোনো মন্ত্রী পেঁয়াজ নিয়ে এভাবে কথা বলতে পারতেন না বলে মন্তব্য করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য।তিনি বলেন,কালকে ডিমের দাম বেড়ে যাবে আপনারা ডিমও খাবেন না, পরশু তেলের দাম বেড়ে যাবে তেলও খাবেন না, চালের দাম বাড়লে চাল খাবেন না। এর থেকে সহজ পন্থা দুনিয়াতে আর কোথাও আছে?দাম বাড়লে দেশে সরকারের দায়িত্ব নাই? দেশে কর্মকর্তাদের দায়িত্ব নাই? আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর দায়িত্ব নাই? বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নাই? দাম বেড়ে গেছে খাবেন না- সোজা উত্তর। দেশ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে, জনগণকে তোয়াক্কা না করে এসব করছে। আমি-আমরা জনগণের তোয়াক্কা করি না, আমার জনগণের ভোটের দরকার নাই।

পেঁয়াজের দাম ১০০ টাকা বা ১৪০ টাকা হল তাতে কী? এটা বলতে সরকারের কোনো অসুবিধা নাই তো। যার জবাবদিহি নাই, যারা জনগণের মালিকানা কেড়ে নিয়ে নিজেরা মালিক হয়ে গেছে দেশের, তাদের তো কোনো চিন্তা নেই- কে পেঁয়াজ খেতে পারল, কে না পারল তাতে কী আছে? এটা হচ্ছে গোঁড়ার কথা। অন্য সরকারের সময় ১০ টাকা পেঁয়াজের দাম বাড়লে এটা বিরাট ইস্যু। ভারতে প্রায় সরকার পতন হয়ে যাচ্ছিল পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধির কারণে। আর এখানে মশকরা চলছে।

পত্রিকায় খালেদা জিয়ার জামিন আবেদনের খবর প্রকাশ হলেও তা আর দেখেন না বলে জানান আমীর খসরু।কারণ হিসেবে তিনি বলেন,কোনো ফলাফল নাই বলে। কারণ দেশে আইনের শাসন নাই। সেখানে জামিনের আর্জি করা, জামিন চাওয়া বা পাওয়া বিশেষ করে বেগম খালেদা জিয়ার জন্য- হবে না। বেগম খালেদা জিয়ার জামিন আইনের মাধ্যমে হবে না। যেখানে আইনের শাসন নাই সেখানে আপনি কীভাবে জামিনটা পাবেন?চোর-ডাকাতরা জামিন পেয়ে যায়, মার্ডার কেস, খুনের আসামি জামিন পেয়ে যায়। আমাদের একজন সাংসদ (হারুনুর রশীদ) জামিন পেয়ে গেছেন। আমি খুশি হয়েছি ওর জন্য, ও পাওয়ার যোগ্য। যেভাবে খালেদা জিয়াও জামিন পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু উনি জামিন পাবেন না, উনাকে জামিন দেবে না, উনাকে চিকিৎসা দেবেন না, উনাকে তিলে তিলে জেলে মারার চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা দিনের আলোর মতো মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।এই অবস্থা থেকে উত্তরণে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

জাতীয় প্রেস কাবের মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ হলে জাতীয়তাবাদী প্রজন্ম'৭১- এর উদ্যোগে 'প্রতিহিংসার রাজনীতি ও দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া' শীর্ষক এই আলোচনা সভা হয়।

সংগঠনের সভাপতি ঢালী আমিনুল ইসলাম রিপনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল হক জিয়ার পরিচালনায় আলোচনা সভায় বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুস সালাম আজাদ, নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু নাসের মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ, নিপুণ রায় চৌধুরী, সাবিরা নাজমুল, কৃষক দলের ভিপি ইবরাহিম, তাঁতী দলের কাজী মনিরুজ্জামান মুনির প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

রোহিঙ্গাদের স্বেচ্ছায় ফেরার দাবি মিয়ানমারের, জানে না বাংলাদেশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ৩১।। রোহিঙ্গারা স্বেচ্ছায় কক্সবাজার থেকে দেশে ফিরছে বলে মিয়ানমার দাবি করলেও এ বিষয়ে জানে না বাংলাদেশ।

ঢাকায় মিয়ানমার দূতাবাস বৃহস্পতিবার এক ফেইসবুক পোস্টে ওই দাবি করার পর পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন সাংবাদিকদের একথা বলেছেন।তিনি বলেন,আমাদের কোনো ধারণা নেই। এটা তাদের তথ্য। তারা একজন রোহিঙ্গাকেও ফেরত নেয়নি, এমনকি তাদের সীমান্তের ভেতরে আশ্রয় নেওয়া লোকজনকেও নেয়নি। মিয়ানমারের 'মিথ্যাচারের' বিরুদ্ধে বুধবার বিবৃতি দেওয়ার কথাও উল্লেখ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

মিয়ানমারের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিষয়ক মন্ত্রী উ কিয়াও তিন সাম্প্রতিক ন্যাম সম্মেলনে অভিযোগ করেন, 'ধর্মীয় নিপীড়ন', 'জাতিগত নির্মূল অভিযান' ও 'গণহত্যার' মতো শব্দ ব্যবহার করে রোহিঙ্গা সঙ্কটের বিষয়টিকে বাংলাদেশ 'ভিন্নভাবে' চিত্রায়িত করছে।তার প্রতিবাদ জানিয়ে বুধবারের ওই বিবৃতিতে বলা হয়, রাখাইন থেকে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গারা কেন স্বেচ্ছায় ফিরতে আগ্রহী হচ্ছে না, তার সঠিক কারণগুলো সমাধানের জন্য মিয়ানমারকে কার্যকর পদপে নিতে হবে। 'মিথ্যাচার' বন্ধ করে তাদের নিজেদের দায়িত্ব পালনে মনোযোগী হতে হবে। বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মর্যাদার সঙ্গে ও নিরাপদে তাদের ভিটেমাটিতে ফেরানোরেে ত্র নিজেদের দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা থেকেই মিয়ানমার অপপ্রচার চালাচ্ছে বলে অভিযোগ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের।

মিয়ানমার দূতাবাসের ওই ফেইসবুক পোস্টে বলা হয়েছে,৩১ অক্টোবর ২০১৯ আবারও বাস্তুচ্যুত ৪৬ জন ব্যক্তি নিজেদের ইচ্ছায় টং পিও লেতে ও না খু ইয়া কেন্দ্র দিয়ে বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমারে ফিরেছেন। সমাজকল্যাণ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়, শ্রম মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং অভিবাসনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা তাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়েছেন।

এখন পর্যন্ত ৩৯৭ জন রোহিঙ্গা বাংলাদেশ থেকে 'ফিরে গেছেন' দাবি করে সেখানে বলা হয়, তাদেরকে মিয়ানমারের সমাজকল্যাণ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের প থেকে প্রতি মাসে চাল, খাবার তেল ও অন্যান্য খাদ্যপণ্য দেওয়া হচ্ছে।বাংলাদেশের সঙ্গে সই করা দ্বিপীয় চুক্তির আলোকে নিরাপদ, ঝামেলাহীন ও টেকসই প্রত্যাবাসন নিশ্চিতে মিয়ানমার সরকার তার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং েেত্র জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে।বর্তমানে ১১ লাখের বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়ে আছে, যাদের মধ্যে সাড়ে সাত লাখ রোহিঙ্গা এসেছে ২০১৭ সালের অগাস্টে রাখাইনে নতুন করে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর দমন-পীড়ন শুরু হওয়ার পর। জাতিসংঘ ওই অভিযানকে 'জাতিগত নির্মূল' অভিযান হিসেবে বর্ণনা করে আসছে। মিয়ানমার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে ব্যর্থ হওয়ায় দুই দফা চেষ্টা করেও রোহিঙ্গাদের কাউকে রাখাইনে ফেরত পাঠানো যায়নি।

শিতি যুবসমাজ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখছে : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ৩১।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, প্রশিতি যুবসমাজ জাতীয় উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে অর্থবহ অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখছে।

জাতীয় যুব দিবস উপলে বৃহস্পতিবার দেয়া এক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। এবারের প্রতিপাদ্য 'দ যুব গড়ছে দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'।শেখ হাসিনা বলেন, 'আমাদের প্রশিতি যুবসমাজ জাতীয় উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে অর্থবহ অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখছে। আমি প্রত্যাশা করি, দেশপ্রেমের মূলমন্ত্রে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে যুবসমাজ জাতির কল্যাণে নিজেদের আরো বেশি নিবেদিত করবে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা 'যুবকল্যাণ তহবিল আইন-২০১৬' এবং 'জাতীয় যুবনীতি -২০১৭' প্রণয়ন করেছি। স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনগুলোকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণের লয 'যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালন) আইন-২০১৫' ও 'যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) বিধিমালা-২০১৭' প্রণয়ন করা হয়েছে।তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এ যুব সম্পর্কিত বক্তব্য হচ্ছে 'তারুণ্যের শক্তি -বাংলাদেশের সমৃদ্ধি'। এটির তাৎপর্য বিবেচনায় দ ও সচেতন কর্মঠ যুবশক্তি গড়ে তুলতে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বর্তমান সরকার যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে শিা, প্রশিণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে তাদের মধ্যে নেতৃত্ব, দেশপ্রেম ও দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে দেশব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।'

শেখ হাসিনা বলেন, '২০০৯-১০ অর্থবছর হতে যুবদের জন্য সফলতার সাথে শুরু হয় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি। এযাবৎ এ কর্মসূচির মাধ্যমে ৩৭ টি জেলার ১২৮ টি উপজেলায় ২ ল ২৮ হাজার ৭ শত ৩৭ জনকে প্রশিণ দিয়ে ২ ল ২৬ হাজার ৪ শত ২ জনকে কর্মে নিয়োজিত করা হয়েছে।তিনি বলেন, 'আগামীতে অবশিষ্ট সকল উপজেলায় এই কর্মসূচি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে। যুবসমাজকে উৎপাদনমুখী ও দতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিণ দিয়ে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। দেশের ৬৪ টি জেলা যুব প্রশিণ কেন্দ্র ও ৪৯৭ টি উপজেলায় ৮৩ টি ট্রেডে প্রশিণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রতিটি উপজেলায় যুব প্রশিণ ও বিনোদন কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলছে।শেখ হাসিনা বলেন, 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুমহান নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। জাতির পিতা যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন দেশ পুনর্গঠনে সব ধরনের পদপে নিয়েছিলেন। তিনি যুবকদের প্রশিণের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি দেশ পুনর্গঠনের কাজে নিয়োজিত করেছিলেন।

ছয়ের পাতায়

আগামী এপ্রিলে ডি-এইট সম্মেলনের আয়োজন করবে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ৩১।। বাংলাদেশ আগামী এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে ৮টি বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রের সংগঠন ডি-এইট-এর ১০ম সম্মেলনের আয়োজন করবে।

ডি-এইট-এর মহাসচিব রাষ্ট্রদূত জাফর কু শারি বৃহস্পতিবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে (পিএমও) শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য স্যাাতে এলে একথা উল্লেখ করেন তিনি।প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম বৈঠকের পর সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন।তিনি বলেন,ডি-এইট-এর আগামী ঢাকা সম্মেলনে বাংলাদেশকে জোটের পরবর্তী চেয়ারম্যান করা হবে যা কাকতালীয়ভাবে ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের সঙ্গে মিলে গেছে।

ডি-এইট মহাসচিব সংগঠনের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।তিনি বলেন, ঢাকা সম্মেলনে ২০৩০ সালের এজেন্ডার সঙ্গে সংগতি রেখে নতুন উদ্যোগ ও ধারনা গ্রহণ করা হবে।রাষ্ট্রদূত জাফর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশের উদীয়মান অর্থনীতির ভূয়সী প্রশংসা করেন।বাংলাদেশ অন্যান্য দেশের জন্য অনুকরণীয় উন্নয়নের একটি মডেল হতে পারে, বলেন তিনি।তিনি ডি-এইট সদস্য দেশগুলোর জন্য বাংলাদেশের একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বরাদ্দেরও দাবি জানান।

ছয়ের পাতায়

সুযোগ ও সামর্থ্যের সমন্বয়ের মাধ্যমে নারীর মতায়ন নিশ্চিত করতে হবে স্পিকার শিরীন শারমিন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ৩১।। স্পিকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, সুযোগ ও সামর্থ্যের সমন্বয়ের মাধ্যমে নারীর মতায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

তিনি বৃহস্পতিবার রাজধানীর মিরপুর সেনানিবাসস্থ বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস এ অনুষ্ঠিত 'হিউম্যান এমপাওয়ারম্যান্ট এন্ড এটেইনিং সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস ইন বাংলাদেশ: দ্যা কেইসেস অব উইমেন এন্ড মার্জিনাল কমিউনিটি' শীর্ষক সেমিনারে এ কথা বলেন।তিনি বলেন, অসমতা ও বৈষম্য দূর করে নারীদেরকে উন্নয়নের মূল স্রোতে সম্পৃক্ত করতে হবে। দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীদের পিছিয়ে রেখে টেকসই উন্নয়ন ল্য (এসডিজি) অর্জন সম্ভব নয়। দারিদ্রের দুষ্ট বৃত্ত থেকে বের করে আনতে হবে নারীদের। তবেই, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সাধিত হওয়ার পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং টেকসই উন্নয়ন ল্য ২০৩০ এর প্রতিশ্রুতি স্লোগান 'কেউ পিছিয়ে থাকবে না' এই ল্য পূরণ হবে।

তিনি বলেন, বিশ্বায়নের এ যুগে নব প্রজন্মের শির্থীরাই পরিবর্তনের রূপকার। জনগণের জীবনমানের পরিবর্তন আনয়নে নতুন প্রজন্মকে তাদের সৃজনশীল মেধা ও জ্ঞানকে কজে লাগানোর আহ্বান জানান তিনি।শিরীন শারমিন বলেন, আজকের মেধাবী যুবশক্তি সমাজে বয়ে আনতে পারে ইতিবাচক পরিবর্তন। কেননা, তারাই ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দিবে। বিশ্বের যে কোন ঘটনা এখন আর ভৌগোলিক সীমারেখায় আবদ্ধ নয়।তিনি বলেন, তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বে যে কোন ঘটনাই সীমান্তের সীমা ছাড়িয়ে মুহূর্তের মধ্যে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুঁয়ে যায়। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, শরনার্থী সমস্যা, বৈষম্য ও অসমতার মতো এ সব বৈশ্বিক সমস্যা মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন। েেত্র তরুণ প্রজন্মকে মেধার স্বার রাখতে হবে।

ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়ন বিস্ময়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সব সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান এখন সুদৃঢ়। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও এসডিজির ল্য বাস্তবায়নে সরকার নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে।তিনি বলেন, নারীর মতায়ন ও এসডিজি ল্য পূরণে বর্তমান সরকার জেন্ডার রেসপন্সিভ বাজেট প্রণয়ন করছে। এছাড়া, সংসদ সদস্যগণ নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় নারী মতায়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। বর্তমান বাজেটে নারী ও অতিদরিদ্র সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নে খাতভিত্তিক পৃথক পৃথক বরাদ্দ রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে ও খাদ্য নিরাপত্তায় নারীর অবদান ৭০ ভাগ। গৃহস্থলী কর্ম থেকে শুরু করে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণে রয়েছে নারীর অসামান্য ভূমিকা। নারীর এ অবদানকে যথাযথ সম্মান দিলেই অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সুরতি হবে। এসডিজি ল্য পূরণের মধ্য দিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানেরু ধা, দারিদ্র্য ও বৈষম্যমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি) প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মেধা, জ্ঞান ও সৃজনশীলতা চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে উল্লেখ করে স্পিকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করেন।অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস এর উপাচার্য মেজর জেনারেল মোঃ এমদাদ উল বারী ও উপ-উপাচার্য এম আবুল কাসেম মজুমদার বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

সাজানো মামলায় বিএনপি নেতা গিয়াস উদ্দিন কাদেরকে সাজা: রিজভী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ৩১।। প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার হুমকি দিয়ে উসকানিমূলক বক্তব্য দেওয়ার ঘটনায় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীর সাজার রায় বাতিলের দাবি করেছেন জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

নয়া পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার সকালে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন,বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীকে গতকাল সাজানো মিথ্যা মামলায় তিন বছরের কারাদ- দিয়েছে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত।শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীকে সাজা দেওয়া হয়েছে। বিচারকের এই রায় পূর্বপরিকল্পিত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

চট্টগ্রামের জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিম আদালতের বিচারক আ স ম শহিদুল্লাহ কায়সার বুধবার গিয়াস কাদের চৌধুরীকে তার অনুপস্থিতিতে তিন বছরের কারাদ- এবং পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করেন।যুদ্ধাপরাধে মৃতুদ- কার্যর হওয়া সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ছোট ভাই গিয়াস কাদের চৌধুরী এই মামলায় জামিন নিয়ে পলাতক আছেন।রিজভী বলেন,জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে গত মাসের শেষ সপ্তাহে চার্জ গঠনের জন্য মামলাটির তারিখ নির্ধারিত ছিল। ওই তারিখে গিয়াস কাদের চৌধুরী সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন থাকায়

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ◯ হরেকরকম ◯ হরেকরকম

মাত্র পাঁচদিনেই ১০০ কোটির গণ্ডি ছাড়াল ''হাউসফুল-৪''

মহানগর ওয়েবডেস্ক: অবশেষে ১০০ কোটির গণ্ডি পেড়িয়ে গেল অক্ষয় কুমার-রীতেশ দেশমুখ অভিনীত কমেডি সিনেমা ''হাউসফুল-৪''। বক্স অফিসে মুক্তির প্রথম দিনেই সেভাবে আশানরুপ ফল করতে পারেনি অক্ষয়ের এই সিনেমা। কিন্তু দীপাবলি ও ভাইফোঁটার ছুটিতে বক্স অফিসে লক্ষীলাভ হয়েছে ''হাউসফুল''-৪''-এর। যার জন্য এদিন ১১১.৮২ কোটি টাকা আয়ের ঘরে পৌছেছে অক্ষয়ের এই সিনেমা। মাত্র পাঁচদিনেই এই আয়ের অঙ্ক নিজেদের ঘরে তুলে নিয়েছেন অক্ষয়েরা। এর মাধ্যমে বলিউডে বেশকিছু সিনেমার রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে।গতকাল বলিউডের ট্রেন্ড অ্যানালিসিস্ট তরন আদর্শ জানিয়েছিলেন ''হাউসফুল-৪'' শুরুটা ধীমে করলেও বড় অঙ্কের দাও মারবেই এই সিনেমা। গতকাল ১০০ কোটির দরগরায় পৌছে দেওয়ার জন্য অক্ষয় তাঁর ফ্যানেদের উদ্দেশ্যে ট্যুইট করে লেখেন,''ধন্যবাদ আমাদের ভালোবাসার জন্য আমাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাসার জন্য। আপনাদের ভালোবাসার জন্যই আজকে এইজায়গায় পৌছেছি আমরা।'' এই সিনেমার শ্যুটিং চলাকালীন নানা সমস্যা হয় প্রথম থেকেই। প্রথমে এই সিনেমার পরিচালক সাজিদ খানের বিরুদ্ধে মিটু অভিযোগের জন্য বলিউড ইন্ডাস্ট্রি থেকে আপাতত ব্যান করা হয়েছে সাজিদকে।তাঁর জায়গায় এই সিনেমার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ফারহাদ-সামজি। অক্ষয়-রীতেশ ছাড়াও এই সিনেমাতে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে পূজা হেগড়ে, ববি দেওয়ল, কৃতি শ্যানন, কৃতি খাবারকান্ডা ও চাঙ্কি পাণ্ডেকে। ''হাউসফুল-৪'' প্রযোজনা করেছেন সাজিদ নাদিদওয়ালিয়া।বলিউডের জনপ্রিয় নায়ক অক্ষয় কুমার।তিনি সহকর্মীদের এই সহযোগিতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁদের বিভিন্ন উপহার দিয়েছেন। এমনকি অক্ষয় তাঁদের জন্য বিভিন্ন রকমের সুস্বাদু খাবারের ব্যবস্থাও করেছিল।কারণ, হাউসফুল ৪-এর অভিনেতা-অভিনেত্রীরা মুম্বই-সময়ানুবর্তিতার জন্য পুরস্কৃত হলেন। প্রত্যেক বছরেই প্রায় ৩ থেকে ৪টি ছবিতে অক্ষয় কুমার অভিনয় করেন। তাই সময় ব্যাপারটা যে অক্ষয়ের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝাই যায়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ না করলে তিনি বছরে এতগুলি করে ছবি করতে পারতেন না। তাই বলাই বাহুল্য যে অক্ষয় কতটা পাংচুয়াল। আর তাঁর সঙ্গেই তালে তাল মিলিয়ে হাউসফুল ৪ এর পুরো টিম সময়ানুবর্তিতা পালন করেছে।এমনকি অক্ষয়ের সঙ্গে যাঁরা অভিনয় করেন, তাঁরা প্রত্যেকেই জানেন যে, খিলাড়ি অক্ষয়ের সঙ্গে কাজ করা মানেই ভোর থেকেই শ্যুটিং শুরু হবে। আর এই হাউসফুল ৪ ছবিতে অভিনয় করেছেন কৃতী শ্যানন, রীতেশ দেশমুখ, রীতেশ খরবান্ডা, পূজা হেগড়ে, ববি দেওল আরও অনেকে। তারা প্রত্যেকেই ঠিক সময়ে ছবির সেটে এসেছেন এবং শ্যুটিং শেষ করেছেন।এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে যে, এই ছবির শ্যুটিং শেষ হওয়ার কথা ছিল ৯০ দিনে। কিন্তু কাজের শুটিং শেষ হয়েছে মাত্র ৬৫ দিনে। এরা প্রত্যেকে সঠিক সময়ে কাজ শেষ করেছেন বলেই এত দ্রুত কাজ শেষ করা গিয়েছে।দু দশকেরও বেশি সময় কেটে গিয়েছে বলিউডে। একের পর এক হিট ছবি করে বলিউডে নিজের জায়গাটাও বেশ পাকা করে নিয়েছেন তিনি। মার্শাল আর্টেও রীতিমতো দক্ষতা রয়েছে তার। আর সেই কারণের জন্যই বলিউডের খিলাড়ি নামেও তিনি পরিচিত। তিনি হলেন বলিউডের অক্ষয় কুমার।অক্ষয় কুমার মানেই বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ, অক্ষয় কুমার মানেই হিটের ফর্মুলা, আবার অক্ষয় কুমার মানেই বক্স অফিসে লক্ষ্মীলাভের প্রধান উপকরণ। একের পর এক হিট ছবি দিয়ে তিনি বাজিমাত করছেন বক্স অফিস। সাম্প্রতিক সময়ে তিনি যে যে ছবিতে কাজ করেছেন সেগুলিই হিটের তকমা পেয়েছে। এই বয়সে এসেও তিনি বাজিমাত করছেন।আরও পড়ুন-দিল্লীর এক ক্লাব পার্টিতে গৌরীকে প্রথম দেখেন শাহরুখ, আর প্রথম দেখাতেই পড়েন প্রেমে...কালই মুক্তি পেয়েছে ফারহাদ শামজি পরিচালিত ''হাউজফুল ৪''। দিওয়ালির ধামাকা ফাটিয়ে দিয়েছে বলিউডের আক্কি।ছবিটিতে অভিনয় করেছেন অক্ষয় কুমার, রীতেশ দেশমুখ, ববি দেওল, কৃতি শ্যানন আরও প্রমুখ। একদিকে ''হাউজফুল ৪'' আর অন্যদিকে ''মেড ইন চায়না''-সমানে সমানে টক্কর চলছিল ছবি দুটির। টক্করে বেশ খানিকটা এগিয়ে রয়েছে ''হাউজফুল ৪'' ছবিটি।''হাউজফুল'' ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রথম দুটি ছবি যেভাবে দর্শকদের মনে ধরেছিল সেদিক থেকে দেখতে গেলে''হাউজফুল ৩'' বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। তবে এই ছবির ক্ষেত্রেও অনেকটাই তেমনই ধারণা হয়েছিল সবার। কারণ কমেডি ছবির দুনিয়ায় সাজিদ-ফারহাদের যথেষ্ঠ নাম ডাক রয়েছে। কিন্তু অর্ধেক আসন ভরানোর দৌড়ে এবার তারা অনেকটাই পিছিয়ে। সেসব কিছুকে পিছনে ফেলে প্রথম দিনেই ছবিটি ১৮ কোটি ৮৫ লাখ টাকার ব্যবসা করে বক্স অফিস বাজিমাত করেছে। এখনও পর্যন্ত কমেডি ছবির ট্রেন্ডে প্রথম দিনের ব্যবসার নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে জায়গা করে নিল এই ছবি। প্রথম স্থানে রয়েছে রোহিত শেট্টি পরিচালিত ''গোলমাল এগেনই''।

কুঁড়ে ঘরে ঢুকে রুটি-গুঁড় খেলেন অক্ষয়!

কী করবেন ভেবে না পেয়ে, সোজা রাস্তার ধারের এক কুঁড়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন অক্ষয় ও তাঁর মেয়ে।মুম্বই: মেয়ে নীতারাকে নিয়ে মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে ছিলেন অক্ষয় কুমার। হঠাতই মেয়ে নীতারার পেল জল তেষ্টা। কী করবেন ভেবে না পেয়ে, সোজা রাস্তার ধারের এক কুঁড়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন অক্ষয় ও তাঁর মেয়ে।অক্ষয় ট্যুইট করে জানিয়েছেন, ঘরের মধ্যে ছিলেন এক বৃদ্ধ দম্পতি। অক্ষয় ও তাঁর মেয়েকে দেখে কিছুটা অবাক। তবে সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয়কে ঘরে নিয়ে এলেন দম্পতি। দিলেন বসতে। শুধু জল নয়, সঙ্গে দিলেন রুটি ও গুঁড়। বৃদ্ধ দম্পতির আপায়্যণ দেখে মুগ্ধ অক্ষয়।গোটা ঘটনার ছবি আপলোড করে অক্ষয় ট্যুইটে লিখলেন, ''জীবনে নতুন পাঠ পেলাম। সত্যিই এদের আপায়্যণ আমাকে অনেক কিছু শেখাল। ''এখনও বলিউড কাঁপাচ্ছেন অক্ষয় কুমার। তাঁকে দেখে কোনও বোঝার উপায় নেই যে তাঁর বয়স ৫২ বছর। একের পর এক সিনেমাও করে যাচ্ছেন তিনি, সেগুলো আবার সুপার হিট ছবি। তাঁর প্রায় প্রতি ছবিই পৌছয় ১০০ কোটির ক্লাবের সদস্য। ২০১৯ সালে পর পর তিনটি সুপার হিট ছবি উপহার দিয়েছেন অক্ষয়। কেসরি এবং মিশন মঙ্গল-এর পর সেই তালিকায় সাম্প্রতিক সংযোজন ছদ্রভ্ল্ত্ত্রভ্ন ৪।মাঝের মধ্যেই আমরা তাঁর ফিট থাকার ভিডিও বা শরীর ঠিক রাখার জন্য যেভাবে তিনি কসরত করেন সেগুলো দেখে থাকি সোশ্যাল মিডিয়ায়। এবার কিছুটা অন্য রকম। অক্ষয় কুমার আজ সকালে নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে লিখেছেন কিছু অন্য রকম কথা।তবে শুধু জল নয়, অক্ষয় ও তাঁর মেয়ে নীতারাকে তাঁরা যেভাবে আপ্যায়ন করেন তাতে অভিভূত অভিনেতা।

শেখর এবং আমার গানের রিমিক্স করলে কোর্টে নিয়ে যাব ! সুরকারদের হুঁশিয়ারি বিশালের

মহানগর ওয়েবডেস্ক: বলিউডে এখন রিমিক্সের যুগ চলছে। পুরনো হিট গানগুলোকে নতুন করে সাজানো হচ্ছে। শ্রোতারা পছন্দও করছেন, কিন্তু কোথাও যেন রিমিক্স ভারি পড়ে গেছে। সুরকার এবং গায়ক বিশাল দাদলানি সোশ্যাল মিডিয়ায় এই বিষয় নিয়ে কথা বলেন। তিনি জানান, কেউ যদি তাঁর এবং শেখরের গানগুলো নিয়ে রিমিক্স করে তাহলে তিনি তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবেন।ট্যুইটারে নিজের ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে বিশাল লেখেন, ''সতর্কবার্তা: কেউ যদি বিশাল এবং শেখরের গানগুলো নিয়ে রিমিক্স করেন তাহলে আমি তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করব। পাশপাশি যেই ছবিতে এই গানগুলো ব্যবহার করা হবে সেই ছবি এবং সঙ্গীতশিল্পীদেরও কোর্টে নিয়ে যাব। সাকি সাকি-র পর আমি শুনলাম যে আমার তৈরি গান ''দাস বাহানে'', ''দিদার দে'', ''সাজনাজি ভারি ভারি,'' ''দেসি গার্ল'' এগুলো নাকি রিমিক্স করা হতে চলেছে। এসব কাজ বন্ধ করে নিজেরা গান তৈরি করুন।'' পাশাপাশি গায়ক আরও জানান, তিনি এই কাজে অনেকের সমর্থন পেয়েছেন এবং এই ঘটনায় তাঁরা সবাই তাঁর পাশে আছেন।পরের ট্যুইটে বিশাল লিখেছেন, ''আমি ইল্লাইয়ারাজা স্যারকে বিষয়টি জানিয়েছি এবং তিনি আমার পাশে আছেন। তাছাড়া আরমান মালিক, বাদশা এবং আমাল মালিকদের সঙ্গেও বেশ অনেকক্ষণ কথা হয়েছে। আনন্দজিভাই এবং প্যারেভাই তাঁরাও আমাকে সমর্থন করেছেন এবং তাঁদের সঙ্গে আমার কথাবার্তাও হয়েছে। দেখা যাক এখন কী হয়।'' তবে গায়কের এই ট্যুইটের পর অনেকেই তাঁকে সমর্থন করেছেন। বিশাল দাদলানির এক অনুরাগী লেখেন, ''স্যার এই খবরটা শুনে খুব খারাপ লাগল যে আপনার গানগুলো অন্য একজন সুরকার নকল করছেন। কিন্তু আজকাল আর গান শুনতে ইচ্ছে করে না। কারণ এই রিমেকের চক্করে সবকিছু একেবারে তছনছ হয়ে গেছে। শুনে ভাল লাগল যে আপনি এই বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন।'' আরও একজন লিখেছেন, ''অন্য কেউ কেন ''দাস বাহানে'' এবং ''দেসি গার্ল''-এর টিউন কপি করবেন? এটা মানা যায় না। তাঁরা নিজেরা কিছু করতে পারে না?''

নারীর প্রাণ বাঁচিয়ে শাহরুখ খান প্রমাণ করলেন বাস্তবেও তিনি একজন হিরো

শুধু যে সিনেমাতেই নয় বাস্তব জীবনেও যে শাহরুখ একজন হিরো তার প্রমাণ তিনি রাখলেন। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে এক নারীকে প্রাণে বাঁচিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন তিনি যে শুধু সিনেমার নায়ক নন।বচ্চন পরিবারে ধুমধাম করে দীপাবলির অনুষ্ঠান চলছিল। সেখানে আমন্ত্রিত ছিলেন শাহরুখ খান ও তার পত্নী গৌরী খানসহ অনেক বলি সেলিব্রেটি। সময় তখন রাত ৩টা। সবাই আনন্দে মাতোয়ারা।

আতশবাজি ফোটাতে ব্যস্ত। এ সময় আচমকাই ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের বিশ্বস্ত ম্যানেজার অর্চনা সদানন্দের পোশাকে আগুন লেগে যায়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায় সবাই। সেকেন্ডের মাথায় স্তম্ভিত হয়ে যায় উতসবমুখর বচ্চন হাউস। এ সময় হঠাতই ''হিরো''-র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন কিং খান। তাতক্ষণিক নিজের গায়ের জ্যাকেট খুলে তা পরিয়ে দেন অর্চনার গায়ে। আর নিভে যায় আগুন। এভাবেই শাহরুখের উপস্থিত বুদ্ধিতে এবং সাহসে এত বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেলেন অর্চনা।এ ঘটনায় বেশ ভালোই আহত হয়েছেন শাহরুখ খান। অর্চনাকে উদ্ধার করতে গিয়ে শাহরুখের হাতের বেশ কিছু অংশ পুড়ে গেছে। তবে বাড়িতে প্রাথমিক চিকিতসা নিলেই ঠিক সেরে উঠবেন তিনি। ভক্তদের এ নিয়ে আতঙ্কিত না হতে অনুরোধ করেছেন তিনি। এদিকে প্রাণে বাঁচলেও গুরুতর অবস্থায় এখন মুম্বাইয়ের নানাবতী হাসপাতালে চিকিতসাধীন অর্চনা। সেখানের চিকিতসক জানিয়েছেন, অর্চনার দেহের ১৫ শতাংশ পুড়ে গেছে।ঘটনার বিবৃতি দিয়ে এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, সেদিন রাত ৩টা বেজে যাওয়ায় অতিথিদের অনেকেই বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। অর্চনা এক পরিচালকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আর তখনই কীভাবে যেন তার গায়ে আগুন লেগে যায়। প্রথম দিকে আমরা কেউ টেরই পাইনি। এ সময় শাহরুখ দৌড়ে এসে অর্চনার আগুন না নেভালে মারা যেতেন তিনি।

আনুশকা শেঠি নয় কিন্তু কাজল আগরওয়ালকে বিয়ে করবেন প্রভাস ?

ওয়েব ডেস্কঃ প্রভাস এবং আনুশকা শেঠি বাহুবলী সিরিজে একসাথে প্রদর্শিত হওয়ার পর থেকে আজ অবধি ভারতের অন্যতম প্রিয় অনস্ক্রিন জোড়ির মধ্যে রয়েছেন। তবে, এটি তাদের প্রথম প্রকল্প ছিল না। অনস্ক্রিন দম্পতি মিরচি ও বিল্লার মতো ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেছেন। তবে বাহুবলীই হৃদয় জয় করেছিলেন তবে প্রভাসের চাচা কৃষ্ণম রাজু যখন নিশ্চিত করেছেন যে অভিনেতা সাহো মুক্তি পাওয়ার পরে গাঁটছড়া বাঁধার জন্য প্রস্তুত আছেন তখন প্রাণুশকা ভক্তদের হৃদয় ভেঙে যায়।এই মাসের শুরুতে, তার বোনও অপ্রত্যক্ষভাবে এটি নিশ্চিত করেছেন। 'তিনি আমাদের খুব কাছাকাছি এবং পুরো পৃথিবীতে অবতীর্ণ। আমরা যখন চলচ্চিত্রের শুটিং না করি তখন আমরা অনেক সময় একসাথে ব্যয় করি। আমরা তাকে অনেক শ্রদ্ধা করি এবং তিনি আমাদের এত ভালোবাসেন। তিনি আমাদের আগ্রহ অনুসারে অনেক উপহার দিয়ে আমাদের অবাক করে দেন। আমরা আগ্রহের সাথে তার বিয়ের জন্য সবার মতো অপেক্ষা করছি। তিনি যেহেতু চলচ্চিত্র নিয়ে ব্যস্ত, আমরা বিয়ের তারিখ সম্পর্কে নিশ্চিত নই তবে আমাদের পরিবার বেশ উচ্ছ্বসিত এবং আমরা তার বোনরা নিশ্চিত যে তার বিয়ের পুরো সময়টিতে এত শব্দ করবে।সম্প্রতি, সাহোর এক সাম্প্রতিক সাক্ষাতারে প্রভাসকে আনুশকা শেঠির সাথে তাঁর বিয়ের পরিকল্পনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যেখানে তিনি বলেছিলেন, 'আপনি যদি জানতেন কিছু আছে, তাই না? আমি এবং আনুশকা ডেটিং করলে আমরা ২ বছর চালাতে এবং আড়াল করতে পারি না। কেন আমরা এটি লুকিয়ে রাখব? গুজবগুলি ভেসে যেতে বাধ্য।কয়েক মাস আগে, জিনিসগুলি মারা গিয়েছিল। এখন, তারা আবার শুরু করেছে। আনুশকা এবং আমি ১১ বছর ধরে বন্ধু ছিলাম। আমাদের মাঝে যদি কিছু থাকত তবে আমরা কেন তা আড়াল করতাম? আমাদের একজনের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত আমার ধারণা, গুজব বন্ধ হবে না। ' তবে, দেখে মনে হচ্ছে এটি অন্য তারকা এবং অনুষ্কা শেঠি প্রভাসকে বিয়ে করতে চান না। এটি আর কেউ নয় কাজল আগরওয়াল। সম্প্রতি এক সাক্ষাতারে অভিনেত্রী বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, আমি খুব শীঘ্রই একটি বিয়ের পরিকল্পনা করছি।'র প্রতি হোস্ট জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কাকে হত্যা করবেন, জড়িয়ে পড়বেন এবং বিয়ে করবেন। অভিনেত্রী বলেছিলেন, 'রাম চরণ - কিল, এন। টি। রমা রাও জুনিয়র - হুক আপ এবং প্রভাস - বিয়ে করুন।'

বিপুল আর্থিক ক্ষতি, ভারত থেকে ব্যবসা গোটানোর পথে ভোডাফোন

আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ে ভারত থেকে ব্যবসা গোটানোর পথে ভোডাফোন।প্রসঙ্গত, টেলিকম সেক্টরে এ বিষয়ে গুঞ্জন ছিলই। দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা তাদের। বিগত কয়েক মাসে তা আরও বড় আকার ধারন করেছে। ইতিমধ্যে লক্ষাধিক গ্রাহক হারিয়েছে ভোডাফোন ও তার অংশীদার সংস্থা আইডিয়া। যার জেরে নতুন করে বাজার থেকে কোনও মুনাফা অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে ভোডাফোন-আইডিয়া। এমত অবস্থায় ভোডাফোন তার ঋণদাতাদের কাছে ঋণের বোঝা কমানোর আবেদন জানিয়েছে, টেলিকম সেক্টরে শোনা যাচ্ছে এমন কানাঘুষোও।একথা অবশ্য অস্বিকার করে সংস্থাটি। এক বিবৃতিতে ভোডাফোন জানিয়েছে, সাময়িক ভাবে তারা আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়লেও ঋণ কমানোর কোনও আবেদন করা হয়নি। একই বিবৃতিতে তারা জানায়, ''ঋণের বোঝা কমানোর ব্যাপারে ভোডাফোনের তার ঋণদাতাদের কাছে আবেদনের যে খবর বিভিন্ন মহলে ভেসে বেড়াচ্ছে তা সর্বৈভাবে মিথ্যে। আমরা এই অভিযোগ অস্বীকার করছি।'' এইসঙ্গে সংস্থা জানিয়েছে, ঋণদাতাদের বকেয়া অর্থ শীঘ্রই পরিশোধ করবে ভোডাফোন।উল্লেখ্য, গত ২৫ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্ট এক রায়ে লাইসেন্স ফি ও স্পেকট্রাম ব্যবহারের চার্জ বাবদ ভোডাফোন-আইডিয়াকে ''অ্যাডজাস্টেড গ্রস রেভেনিউ''-এর (এজিআর) জন্য ২৮,৩০৯ কোটি বয়েকা টাকা দ্রুত মেটানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের এই রায়ের পড়েই কিছুটা বিমর্ষ হতে দেখা যায় এই বিদেশি টেলিকম সংস্থার কর্তাদের।এই রায়ের পরে গত ৫২ সপ্তাহে ভোডাফোনের শেয়ার সূচকেরও উল্লেখযোগ্যভাবে পতন হয়েছে। তবে সংস্থার তরফে বলা হয়েছে, ''আইনজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে এই আর্থিক ক্ষতির মোকাবিলা আমরা দ্রুত করব। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেই কোম্পানির পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করা হবে।''

বাজি ফাটিয়ে পরিবেশ দূষণ করার জন্য সাধারণ মানুষকেই এবার একহাত নিলেন রিচা

নিজের বক্তব্যের জন্য বলিউডে ঠেঁটকাটা খেতাবটি জুটেছে রিচা চাড্ডার। রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক যে কোনও বিষয়েই নিজের বক্তব্য সোজাসাপটা শুনিয়ে দেন রিচা চাড্ডা। যে কোনও ঘটনাতে চুপচাপ থাকাটা পছন্দ করেন না রিচা। তিনি উন্নাও গণধর্ষণ কিংবা আরেতে গাছ কাটা নিয়েও মুখ খুলেছেন বহুবার। এছাড়াও বলিউডে নানা বিষয় নিয়ে মুখ খুলতে দেখা গিয়েছে তাঁদের। এবার দীপাবলতে ভারতবাসীর বাজি ফাটানো নিয়ে মুখ খুলেছেন রিচা চাড্ডা।সাধারণ মানুষের বাজি ফাটানোকে কটাক্ষ করে রিচা জানিয়েছেন, ''বাজি কিংবা শব্দবাজি যদি আপনাদের ফাটাতেই হয়, তাহলে নিজের ঘরের ভিতরে ফাটান। এতে আপনারা নিজেরাই নিজেদের ফুসফুসে দূষিত বাতাস গ্রহণ করবেন। এটা আপনাদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করবে। এই ধোঁয়ার জন্য আপনাদের সকলের একটি নিশ্চিত বড় অসুখ হবে, আর তাঁর জন্য আপনাদের মৃত্যু হবে তাতে কারোর কিছুই যায় আসবেনা।''তাঁর পোস্টের সঙ্গেই সোশ্যাল মিডিয়াতে শুরু হয়েছে বিতর্ক। কাজের কথা বলতে গেলে রিচা আপাতত ব্যস্ত আছেন তাঁর ওয়েব সিরিজ নিয়ে। এদিকে বলিউডে শেষ রিচাকে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল অজয় ভেলের পরিচালনায় ''সেক্সন ৩৭৫'' সিনেমা। এই সিনেমাতে তাঁর বিপরীতে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল অক্ষয় খান্নাকে।

এবার বিদেশের মাটিতেও সম্মানিত নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি

ভিয়েতনাম, ৩১ অক্টোবর: এবার বিদেশের মাটিতেও সম্মানিত নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি । ভিয়েতনামে () গিয়ে গোল্ডেন ড্রাগন অ্যাওয়ার্ড নিয়ে এলেন অভিনেতা দেশের মাটিতে একাধিক জায়গায় সম্মানিত হয়েছেন তিনি। এবার বিদেশেও অভিনয়ের জন্য প্রশংসা কুড়িয়ে এলেন তিনি। গত মঙ্গলবারই নিজের টুইটার হ্যান্ডেল থেকে পোস্ট করে একথা জানিয়েছেন তিনি। জানিয়েছেন, 'ডেঞ্চ জুটিকে অভিনন্দন লাইফটাইম অ্যাওয়ার্ড অ্যাচিভমেন্ট ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য। গোল্ডেন ড্রাগন অ্যাওয়ার্ডের মত এমন অনন্য সম্মান আমায় প্রদান করার জন্য ধন্যবাদ ওয়ালস, ইউকে তথা গোল্ডেন ড্রাগন অ্যাওয়ার্ড-এর কনসোল জেনারেল মিক আন্টনিও আপনাকে।'

নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি যখন বলিউডে পদার্পণ করেন, তখন ছিলেন সামান্য একজন জুনিয়র আর্টিস্ট। সেদিন থেকে আজকের এই উড়ান খুব একটা মসৃণ ছিল না। ''মুন্নাভাই এমবিবিএস''ছবিতে কিছুক্ষণের জন্য এক পকেটমারের চরিত্রে স্ক্রিনে দেখা গিয়েছিল নওয়াজকে। এমন বহু ছবিতেই ছোট ছোট চরিত্রে তাঁকে দেখা গিয়েছে। কিন্তু প্রথমবার তিনি নজর কাড়েন ''কাহানি'' ছবিতে। সেই থেকে আর পিছনে তাকাতে হয়নি তাঁকে। ''গ্যাংস অফ ওয়াসেপুর'', ''দ্য লাঞ্চবক্স'', ''মান্টো'', ''ফোটোগ্রাফ''-এর মতো ছবিতে অভিনয় করে বড়পর্দা নয়, ওয়েব সিরিজেও নজর কেড়েছেন দর্শকদের । ''সেক্রেড গেমস''-এ অভিনয়ের জন্য বহু তাবড় অভিনেতাই তাঁকে বাহবা জানিয়েছিলেন। এবার কার্ডিফ ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভালের তরফে সম্মানিত হলেন অভিনেতা। আরও পড়ুন: স্কন্দ্রননান্দ্রদ্রদ্রত্ম: স্পোর্টস ব্রা পরে শ্রীদেবী কন্যা জাহ্নবী কাপুর, উত্তাপ বাড়ল অনুরাগীদের মনে (ব্রিটেনের কনসেল জেনারেল অফ ওয়ালস, মিক অ্যান্টনিয়ো নওয়াজউদ্দিনের হাতে তুলে দেন গোল্ডেন ড্রাগন অ্যাওয়ার্ড। স্পেশ্যাল জুরি অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত করা হয়েছে তাঁকে। এরপরে মুক্তি পেতে চলেছে নওয়াজের ''মোতিচুর চকনাচুর''ছবিটি। ছবিটি (মুক্তি পেতে চলেছে চলতি বছরের ১৫ নভেম্বর। ছবিতে নওয়াজের সঙ্গে অভিনয় করেছেন আথিয়া শেট্টি।

এক নির্বাচককে দেখেছিলাম অনুষ্কাকে চা এনে দিচ্ছে''!

বিস্ফোরক মন্তব্য প্রাক্তন ভারতীয় কিংবদন্তি ক্রিকেটার ফারুখ ইঞ্জিনিয়ারের। জাতীয় নির্বাচক কমিটিকে একহাত নিয়ে তাঁদের ''মিকি মাউস কমিটি'' বলে কটাক্ষ করলেন তিনি। তাঁর কথায়, নির্বাচক কমিটির জাতীয় দলের হয়ে ক্রিকেট খেলার তেমন অভিজ্ঞতাই নেই। তাঁরা পুরোপুরি ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির কথায় চলেন। এখানেই শেষ নয়, তাঁর আরও দাবি, গত বিশ্বকাপে এক নির্বাচককে নাকি কোহলির স্ত্রী অর্থাত বলিউড অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মাকে নিজে হাতে ''চা'' এনে দিতে দেখেছেন। আর তাই এই বক্তব্যের পরেই আলোড়ন পড়ে গিয়েছে দেশের ক্রিকেট মহলে।৮২ বছর বয়সি ফারুখ ইঞ্জিনিয়ার এক সাক্ষাতকারে বলেন, ''আমরা একটি মিকি মাউস নির্বাচক কমিটি পেয়েছি। বিরাট কোহলির বক্তব্যকেই ওরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। সেটা যদিও ভাল। তবু ওই ব্যক্তিদের নির্বাচক কমিটিতে থাকার কী যোগ্যতা রয়েছে, সেটাই আমাকে ভাবাচ্ছে। কারণ পুরো কমিটি মিলেও ১০-১২টির বেশি আন্তর্জাতিক টেস্ট ম্যাচ খেলেনি।গত বিশ্বকাপে একজনকে ভারতের ব্লেজার পরে থাকতে দেখে প্রশ্নও করেছিলাম।

বৃহস্পতিবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে আয়োজিত হয় ইন্দিরা গান্ধীর প্রয়াণ দিবস। ছবি- নিজস্ব।

৪ নভেম্বর শুরু হচ্ছে কলকাতার বিজ্ঞান সমাগম

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর (হি. স.) : এই মুহূর্তে কী কী গবেষণা করছেন বিজ্ঞানীরা, কিভাবে রহস্য উন্মোচনের চেষ্টায় দিনরাত এক করছেন তাঁরা, খাস কলকাতায় বসে এবার জানতে পারবেন সাধারণ মানুষ। কলকাতায় বসেই সেইসব গবেষণা প্রত্যক্ষ করতে পারবেন তিলোত্তমার নাগরিকরা।

বৃহস্পতিবার সায়েন্স সিটি-তে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের সচিব তথা ইন্সটিটিউশনাল কোলাবরেশন অ্যান্ড প্রোগ্রাম ডিভিশনের প্রধান অরুণ শ্রীবাস্তব জানান, কলকাতাসহ মোট চারটি শহরে 'বিজ্ঞান সমাগম' নামে বিজ্ঞানের এই মহা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। কলকাতা ছাড়া বাকি তিনটি শহর হল মুম্বই, ব্যাঙ্গালুরু ও দিল্লি। ৮ই মে মুম্বইয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রদর্শনীর সূচনা হয়। সেখানে নেহেরু সায়েন্স মিউজিয়ামে এই প্রদর্শনী চলে টানা দু'মাস। তার পরে ব্যাঙ্গালোরে হয় ২০ জুলাই থেকে। ৪ নভেম্বর কলকাতার সায়েন্স সিটিতে এবং ২০ জানুয়ারি দিল্লিতে এই মহা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। কলকাতায় এই সমাগম চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়াম (এনসিএসএম) ছাড়া এই বিজ্ঞান সমাগমে সামিল হচ্ছে কেন্দ্রীয় পরমাণু শক্তি বিভাগ, কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ। সায়েন্স সিটি-র অধিকর্তা শুভব্রত চৌধুরী এবং সেন্ট্রাল রিসার্চ ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের অধিকর্তা শ্রীমন্ত পাঠক এই মহামেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করেন সাংবাদিক সম্মেলনে। বোস ইন্সটিটিউট, সাহা ইন্সটিটিউট, ভেরিয়েবল সাইক্লোট্রন সেন্টার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন নামী প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা নানাভাবে এই বিজ্ঞানমেলায় অংশ নেবেন।

হিগস বোসন কনার সাথে জড়িয়ে রয়েছে বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্র বসুর নাম। বর্তমানে এই কণা নিয়ে গবেষণা চলছে ইউরোপীয় পরমানু গবেষণা কেন্দ্র 'সার্ন'-এ। এই গবেষণায় যেসব যন্ত্রপাতির ব্যবহার হয়েছে তাও এই প্রদর্শনীতে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি, তামিলনাড়ুতে ইন্ডিয়ান নিউট্রিনো অবজারভেটরি গড়ে উঠেছে তাও জানানো হবে এই প্রদর্শনীতে। এই গবেষনার সাথে জড়িত রয়েছেন আরও পাঁচজন বাঙালি বিজ্ঞানী। তাই যথারীতি এই গবেষণা নিয়ে বিজ্ঞানমহলে উত্তেজনা তুঙ্গে। এই গবেষনার সাথে কলকাতার নাম জড়িত থাকার দরুন স্বাভাবিকভাবেই উৎসাহিত শহরের বিজ্ঞানপ্রেমীরা।

প্রদর্শনীতে শুধু সার্ন নয় বর্তমান বিজ্ঞানের গবেষনার নানা খুঁটিনাটি এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেখানো হবে। এই প্রদর্শনীতে যে সব প্রকল্প তুলে ধরা হবে সব কটিই যথারীতি আন্তর্জাতিক প্রকল্প যাতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যেই রয়েছে 'লেসার ইন্টারফেরোমিটার গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েব অবজারভেটরি'। এছাড়াও মহাকাশ গবেষনায় ব্ল্যাক হোলের আবিষ্কার সাড়া ফেলেছিল গোটা বিশ্বে। বিজ্ঞানের জয়গানের যুগে এই ধরনের আবিষ্কার খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলেই জানিয়েছেন বিজ্ঞানমহল। এ ছাড়া হাওয়াই দ্বীপে মহাকাশ গবেষনার জন্য তৈরী করা হচ্ছে একটি থার্টি মিটার টেলিস্কোপ। সেটিও থাকবে এই প্রদর্শনীতে। জানা গেছে, এই বিষয়গুলির সাথে যুক্ত বিজ্ঞানীরা উপস্থিত থাকবেন এই প্রদর্শনীতে। তাঁরাই এই বিষয়গুলি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরবেন।

৪ নভেম্বর মাস থেকেই কলকাতার সায়েন্স সিটিতে শুরু হবে এই প্রদর্শনী। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সকলেই এই প্রদর্শনী দেখতে পারবেন। এর জন্য সায়েন্স সিটির প্রবেশমূল্যই যথেষ্ঠ। আলাদা টিকিটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। এই খবরে বড়দের সাথে সাথে যথারীতি খুশি শহরের খুদে বিজ্ঞানপ্রেমীরা।

অসমের বোকাখাতে রাসায়নিক দ্রব্য ও রাইফল-সহ গ্রেফতার দুই চোরাশিকারি

বোকাখাত (অসম), ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : অসমের গোলাঘাট জেলার অন্তর্গত বোকাখাতে রাসায়নিক দ্রব্য এবং অবৈধ রাইফেল-সহ দুই চোরাশিকারিকে গ্রেফতার করেছে বন দফতরের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। ধৃত চোরাশিকারিদের গহপুরের রনোজ পেগু এবং বরাচুকের বাসিন্দা কিরণ দাস ওরফে মইনা দাস বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

কাজিরঙার নিবনিযুক্ত ডিএফও রমেশ গগৈ বৃহস্পতিবার জানান, এক গোপন সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার বিকেলে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানে নিয়োজিত বন দফতরের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স নিয়ে এসিএফ কৃষ্ণকান্ত দেউরি বোকাখাত শহর সংলগ্ন এলাকা থেকে দুই চোরাশিকারিকে পাকড়াও করেন। কাজিরঙায় গণ্ডার হত্যার পরিকল্পনা ছিল তাদের। তারা প্রথমে গহপুরের পিচলামুখ থেকে কুটুমঘাট আসে। সেখান থেকে ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ পাড়ের রোহিতাঘাট হয়ে বোকাখাতে আসার সময় আটক করা হয় দুই চোরাশিকারি রনোজ পেগু এবং কিরণ দাসকে। ডিএফও জানান, তাদের হেফাজত থেকে একটি ৩০৩ রাইফেল, ৭ রাউন্ড সক্রিয় গুলি, একটি সাইলেন্সার, কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্যের বোতল, স্ক্রু ড্রাইভার, দুটি মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট-সহ অন্যা সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

ডিএফও গগৈ জানিয়েছেন, কিরণ ওরফে মইনা দাসের বিরুদ্ধে কাজিরঙায় গণ্ডার হত্যার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া ধৃত রনোজ পেগু কাজিরঙার ইটাভেটা বনশিবিরে চলতি বছরের জুলাই মাস পর্যন্ত গৃহরক্ষী হিসেবে কর্মরত ছিল। কাজিরঙায় গণ্ডার হত্যার উদ্দেশ্যে এই দুই চোরাশিকারি পরিকল্পনা করেছিল বলে গোপন তথ্য পেয়ে গতকাল অভিযান চালানো হয়েছিল বলে জানান কাজিরঙার ডিএফও রমেশ গগৈ।

জন্মবার্ষিকীতে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে শ্রদ্ধার্ঘ্য রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর, দেশের সর্বত্র "রান ফর উইনিটি"-র সূচনা

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর (হি.স.): কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পরই, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছিলেন, লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকী 'রাষ্ট্রীয় একতা দিবস' হিসেবে পালিত হবে। একইসঙ্গে "একতার জন্য দৌড়"-এর সূচনা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

অন্যথা হল না ১৪৪ তম জন্মবার্ষিকীতেও।

জন্মবার্ষিকীতে স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী, দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর অনিল বাইজল প্রমুখ।

রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উপলক্ষ্যে দিল্লির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে "রান ফর উইনিটি"-র সূচনা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। "একতার জন্য দৌড়"-এর সূচনা করার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, "৭০ বছর হয়ে গেল, অনুচ্ছেদ ৩৭০ এবং ৩৫ এ ধারাকে ছোঁয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেননি কেউ।...

৫ আগস্ট ওই দিন দেশের সংসদ অনুচ্ছেদ ৩৭০ এবং ৩৫ এ ধারাকে বিলুপ্তি করার কাজ করেছে।" অনুচ্ছেদ ৩৭০ এবং ৩৫ এ ধারাকে "সন্ত্রাসবাদের প্রবেশদ্বার" আখ্যা দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, "অনুচ্ছেদ ৩৭০ এবং ৩৫ এ ধারা দেশের অন্দরে সন্ত্রাসবাদের প্রবেশদ্বার ছিল। এই প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করার কাজ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।"

শুধু দিল্লি নয়, ওডিশার রাজধানী ভুবনেশ্বরে "রান ফর উইনিটি"-তে অংশ নেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান।

মুম্বইয়ে "রান ফর উইনিটি"-তে অংশ নেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল ভগত সিং কোশয়ারি এবং মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ।

চাণক্য ও লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অখণ্ড ভারতের স্বপ্নকে আমরা পূরণ করেছি : প্রধানমন্ত্রী

আহমেদাবাদ ও কেভাডিয়া, ৩১ অক্টোবর (হি.স.): চাণক্য ও লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অখণ্ড ভারতের স্বপ্নকে আমরা পূরণ করেছিঊ আমাদের সৌভাগ্য যে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদকে রদ করায় সর্দার প্যাটেলের আত্মা শান্তি পেয়েছেঊ স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মজয়ন্ততীতে গুজরাটের কেভাডিয়াতে এমনই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ সর্দার বল্লভভাইয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশে ঐক্য ও সংহতির বার্তা বজায় রাখারও আহ্বাণ জানান প্রধানমন্ত্রী।

বৃহস্পতিবার সকালে লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৪৪ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত রাষ্ট্রীয় একতা দিবস সমারোহে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ স্ট্যাচু অফ ইউনিটি-তে 'রান ফর ইউনিটি' অর্থাতএকতার জন্য দৌড়ের সাক্ষী হন তিনিঊ জন্মবার্ষিকীতে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন প্রধানমন্ত্রীঊ পাশাপাশি দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং আহমেদাবাদে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি 'রান ফর ইউনিটি'-র সূচনা করেছেন।

২০১৮ সালের ৩১ অক্টোবর গুজরাটের কেভাড়িয়াতে 'লৌহ মানব'-এর সর্বোচ্চতম মূর্তিটি উন্মোচন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীইঊ এ বছর ফুল দিয়ে ১৮২ মিটার উঁচু সর্দার প্যাটেলের মূর্তিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন করেছেন প্রধানমন্ত্রীঊ বৃহস্পতিবার সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ রাষ্ট্রীয় একতা প্যারেডে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রীঊ এরপর সকাল ন'টা নাগাদ পুলিশ আধিকারিক এবং জনতার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীঊ এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে লড়ছিল জম্মু ও কাশ্মীরঊ ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ হওয়ায় সেই সমস্যা চিরতরে মিটতে চলেছেঊ এবার শুধুই উন্নন হবে।

বক্তব্যের শুরুতেই সর্দার প্যাটেল অমর রহে স্লোগান দিতে থাকেন প্রধানমন্ত্রীঊ এরপরই প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'সর্দার প্যাটেলের কাছে এসে শান্তি অনুভব হয়ঊ দেশের অখণ্ডতা এবং ঐক্যের জন্য কাজ করেছেন সর্দার প্যাটেলঊ তাঁর উচ্চারিত প্রতিটি শব্দই গুরুত্বপূর্ণঊ সর্দারের এই মূর্তি গোটা বিশ্বকে আকর্ষিত করছেঊ এই মূর্তিটি বৈচিত্রের দিক দিয়ে ঐক্যের প্রতীকঊ' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, চাণক্যের স্বপ্নকে পূরণ করেছিলেন সর্দার প্যাটেলঊ চাণক্য অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেনঊ মহান সংস্কৃতি এবং মহান ঐতিহ্যই আমাদের শক্তিঊ এখন গোটা বিশ্ব ভারতকে গুরুত্ব সহকারে শুনছেঊ আর্থিকভাবেও শক্তিশালী হচ্ছে ভারতঊ ঐক্যের জন্যই বিশ্বজুড়ে ভারতের প্রভাব বেড়েছেঊ দেশের ঐক্য বিরোধীদের কাছে সর্বাধিক বড় চ্যালেঞ্জঊ যারা আমাদের সঙ্গে লড়াই করতে অপারগ, তাঁরাই আমাদের ঐক্যকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে, কিন্তু আমাদের ঐক্যকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে নাঊ' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'দেশের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভিন্নমতকে আমি সমর্থন করিঊ তবে সবার উচিত জাতীয় স্বার্থে কথা বলাঊ গণতন্ত্রে এটাই নিয়ম যে সবাই একমত হবে নাঊ কেউ কেউ দ্বিমত হতে পারেনঊ কিন্তু, ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদের সিদ্ধান্ত গোটা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছেঊ জম্মু ও কাশ্মীরের উদ্বেগ, সারা দেশের উদ্বেগ, তাঁদের সুখ-দুঃখ, কষ্ট ভোগান্তি আমাদেরও সমানভাবে আনন্দ দেয় ও ব্যথিত করে।

জম্মু ও কাশ্মীরের উন্নয়নের বার্তা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কাশ্মীরকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদের সিদ্ধান্তঊ ধীরে ধীরে শান্তির পথে এগিয়ে যাবে উপত্যকাঊ রাস্তাঘাটের উন্নয়ন হবে, নতুন নতুন রেলপথ তৈরি হবে, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবেঊ এবার শুধুই উন্নয়নের জোয়ার বইবেঊ যুগ যুগ ধরে উপত্যকায় বিচ্ছিন্নতাবাদ, সন্ত্রাসবাদে দীর্ণ ছিল জম্মু ও কাশ্মীরঊ এবার নতুন যুগের সূচনা হবেঊ' ৩৭০ অনুচ্ছেদের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'অনুচ্ছেদ ৩৭০ জম্মু ও কাশ্মীরে শুধুমাত্র সন্ত্রাসবাদের জন্ম দিয়েছেঊ কাশ্মীরে সন্ত্রাসের কারণে ৪০,০০০ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেনঊ অনুচ্ছেদ ৩৭০-এর প্রাচীর ভেঙে ফেলা হয়েছেঊ ৩৭০ বিল পাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সর্দার প্যাটেলের আত্মা শান্তি পেয়েছেঊ এটি আমাদের সৌভাগ্য যে সর্দার প্যাটেলের স্বপ্নকে পূরণ করতে পেরেছিঊ কাশ্মীরে এখন উন্নয়নের যাত্রা শুরু হবে।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্যই অখণ্ড ভারতের অস্তিত্ব প্রকাশ্যে এসেছে : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর (হি.স.): স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্যই অখণ্ড ভারতের অস্তিত্ব প্রকাশ্যে এসেছেঊ বৃহস্পতিবার 'লৌহপুরুষ' সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৪৪ তম জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে স্মরণ করে এমনই মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহঊ রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উপলক্ষ্যে এদিন সকালে দিল্লির মেজর ধ্যানচাঁদ ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে 'রান ফর ইউনিটি'-র সূচনা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহঊ 'একতার জন্য দৌড়'-এর সূচনা করার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'স্বাধীনতার পর ব্রিটিশরা ভারতকে ৫৫০টিরও বেশি রাজ্যে বিভক্ত করার কাজ করেছিলঊ গোটা দেশ এবং বিশ্ববাসী মেনে নিয়েছিল ভারত স্বাধীনতা তো পেয়েছে কিন্তু ভারত ভেঙে পড়বেঊ কিন্তু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল দেশকে অখণ্ড করার কাজ করেছেনঊ'

অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'সর্দার প্যাটেল ৫৫০-এরও বেশি রাজ্যকে এক এক করে একত্রিত করে দেশকে অখণ্ড করেছেনঊ শুধুমাত্র জম্মু ও কাশ্মীর বাদ পড়ে গিয়েছিলঊ জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে একত্রিত তো হয়েছিল, কিন্তু অনুচ্ছেদ ৩৭০ এবং ৩৫ এ-র জন্য জম্মু ও কাশ্মীর আমাদের কাছে সমস্য হিসেবে রয়ে গিয়েছিলঊ' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায়, '৭০ বছর হয়ে গেল, অনুচ্ছেদ ৩৭০ এবং ৩৫ এ ধারাকে ছোঁয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেননি কেউঊ....৫ আগস্ট ওই দিন দেশের সংসদ অনুচ্ছেদ ৩৭০ এবং ৩৫ এ ধারাকে বিলুপ্তি করার কাজ করেছেঊ' অনুচ্ছেদ ৩৭০ এবং ৩৫ এ ধারাকে 'সন্ত্রাসবাদের প্রবেশদ্বার' আখ্যা দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'অনুচ্ছেদ ৩৭০ এবং ৩৫ এ ধারা দেশের অন্দরে সন্ত্রাসবাদের প্রবেশদ্বার ছিলঊ এই প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করার কাজ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ'

প্রসঙ্গত, শুধুমাত্র দিল্লি নয়, বৃহস্পতিবার ওডিশার রাজধানী ভুবনেশ্বরে 'রান ফব ইউনিটি'-তে অংশ নেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানঊ মুম্বইয়ে 'রান ফর ইউনিটি'-তে অংশ নেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল ভগত কিং কোশয়ারি এবং মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিশঊ উত্তর প্রদেশের রাজধানী লখনউতে 'রান ফর ইউনিটি'-র সূচনা করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথঊ হরিয়ানার পাঁচকুলায় 'রান ফর ইউনিটি'-র সূচনা করেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টারঊ

উর্ধ্বমুখী সেনসেক্স, দাম বেড়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির শেয়ারের

মুম্বাই, ৩১ অক্টোবর (হি. স.) : চলতি বছরে নতুন রেকর্ড ছুঁল সেনসেক্স। গত ৪ জুন সেনসেক্স উঠেছিল ৪০,৩১২ পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার সেনসেক্স বাড়ল ২৮৬ পয়েন্ট। ফলে তা ছুঁয়েছে ৪০, ৩৩৭-র ঘর।, আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার কমেছে বুধবার। ভারতেও কয়েকটি ক্ষেত্রে করছাড় আসন্ন। সেই সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির শেয়ারের দাম বেড়েছে। এইসব কারণে উঠেছে সেনসেক্স। নিফটিও এদিন ছাড়িয়ে গিয়েছে ১১,৯০০-র ঘর। গত জুন মাসে

ছয়ের পাতায়

পাকিস্তানে চলন্ত তেজগাম এক্সপ্রেস ট্রেনে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যু ৬৫ জনের

রহিম ইয়ার খান (পাকিস্তান), ৩১ অক্টোবর (হি.স.): চলন্ত এক্সপ্রেস ট্রেনে যাত্রীর কাছে থাকা গ্যাস সিলিন্ডারে বিস্ফোরণেঊ পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের রহিম ইয়ার খান শহরের উপকণ্ঠে চলন্ত তেজগাম এক্সপ্রেস ট্রেনে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন কমপক্ষে ৬৫ জন যাত্রীঊ এছাড়াও আহত ও জখম যাত্রীদের সংখ্যা শতাধিকঊ বৃহস্পতিবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে রহিম ইয়ার খান শহরের উপকণ্ঠে লিয়াকতপুরের কাছেঊ রেল সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার করাচি থেকে রাওয়ালপিন্ডি অভিমুখে যাচ্ছিল তেজগাম এক্সপ্রেসঊ লিয়াকতপুরের কাছে আচমকাই যাত্রীর কাছে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়ঊ বিস্ফোরণের পরই চলন্ত ট্রেনে আগুন ধরে যায়ঊ নিরুপায় যাত্রীরা চলন্ত ট্রেনের ভিতরেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন, অনেকেই প্রাণ ভয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ দেনঊ এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৬৫ঊ আহত ও জখমের সংখ্যা শতাধিকঊ বিধ্বংসী আগুনে ট্রেনের তিনটি কামরা সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছেঊ তিনটি কামরার মধ্যে একটি বিজনেস ক্লাস এবং অপর দু'টি ইকনমি ক্লাসঊ রহিম ইয়ার খান শহরের ডিপিও আমীর তৈইমুর খান জানিয়েছেন, আহতদের উদ্ধার করে লিয়াকতপুর এবং বাহাওয়ালপুরের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ রেল সূত্রের খবর, আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যাওয়া তিনটি কামরায় ২০০-রও বেশি যাত্রী ছিলেনঊ রেলমন্ত্রী শেখ রশিদ জানিয়েছেন, চলন্ত ট্রেন ঝাঁপ দেওয়ার কারণেই অধিকাংশ মানুষের মৃত্যু হয়েছেঊ প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, স্টোভ ফেটে এই বিপত্তিঊ কিছু যাত্রী চলন্ত ট্রেনে জলখাবার তৈরি করছিলেনঊ তখনই স্টোভ ফেটে যায়ঊ দ্রুত তিনটি কামরায় আগুন ছড়িয়ে পড়েঊ

গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর দুঃখপ্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভি এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানঊ আহতদের জন্য সুচিকিতার আশ্বাস দিয়েছেন তিনিঊ উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীওঊ

জলদাপাড়ায় চোরাশিকারীর গুলিতে মৃত গন্ডার

আলিপুরদুয়ার, ৩১ অক্টোবর (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারের জলদাপাড়ার জাতীয় উদ্যানে চোরাশিকারীর লোভের বলি হল গন্ডার। বুধবার রাতে গুলি করে মারা হয় এই অভয়ারণ্যের ওই গন্ডারটিকে। বৃস্পতিবার সকালে ন্যাশনাল পার্কের ৫৪ নম্বর বিট থেকে গন্ডারের মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়েছে। তার খড়্গা কেটে নিয়ে গেছে দুষ্কৃতীরা।

বছর দুয়েক আগে গরুমারা ন্যাশনাল পার্কে গন্ডার শিকার নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল গোটা রাজ্য। ব্যাপক ধরপাকড়ের পর কিছুদিনের জন্য গা ঢাকা দিয়েছিল চোরাশিকারীরা। আবার যে তারা সক্রিয় হয়েছে এই ঘটনাই তার প্রমাণ। এবার জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে একই ঘটনা ঘটল। এই ঘটনায় তোলপাড় শুরু হয়েছে রাজ্য বনদফতরে। রাজ্যের প্রধান মুখ্য বনপাল রবিকান্ত সিনহা জানান, গতকাল রাতে জঙ্গল থেকে গুলির আওয়াজ পেয়েছেন বনবস্তির বাসিন্দারা। তারপরেই জঙ্গলে তল্লাশি শুরু হয়। এদিন সকালে জঙ্গলের ৫৪ নম্বর বিট থেকে গন্ডারের দেহ মেলে। তিনি বলেন, "খড়্গের জন্যই যে গন্ডার শিকার তা পরিষ্কার। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে এখনই বাইরের কোনও সংস্থাকে তদন্তভার দেয়নি বনদফতর। পুলিশকে জানানো হয়েছে। জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন গোটা এলাকায় নাকা তল্লাশি চলছে।'

প্রয়াত প্রবীণ সিপিআই নেতা গুরুদাস দাশগুপ্ত, ৮৩ বছর বয়সে জীবনাবসান

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর (হি.স.): দীর্ঘ রোগভোগের পর জীবনাবসান। প্রয়াত হলেন প্রাক্তন সিপিআই সাংসদ ও বর্ষীয়ান ট্রেড ইউনিয়ন নেতা গুরুদাস দাশগুপ্ত। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। গত আগস্ট মাসেই চেতলার বাড়ির লনে হাঁটতে গিয়ে পড়ে যান প্রবীণ সিপিআই নেতা গুরুদাস দাশগুপ্ত। ভর্তি করা হয়েছিল ই এম বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে জানা যায়, মৃদু স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন গুরুদাসবাবু। সিওপিডি-জনিত শ্বাসকষ্ট ও হৃদ্‌যন্ত্রের সমস্যা তাঁর পুরনো।

অসুস্থতাজনিত কারণেই প্রাণ হারালেন প্রাক্তন সিপিআই সাংসদ ও বর্ষীয়ান ট্রেড ইউনিয়ন নেতা গুরুদাস দাশগুপ্ত। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এবং স্থান-কাল সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত বিশদে কিছু জানা যায়নি। উল্লেখ্য, টানা ১৭ বছর এআইটিইউসি-র শীর্ষ পদে থাকার পরে অব্যাহতি নিয়েছিলেন বর্ষীয়ান সিপিআই নেতা গুরুদাস দাশগুপ্ত। এ দেশে কমিউনিস্ট পার্টির শ্রমিক সংগঠনের শীর্ষ পদে তিনিই দীর্ঘতম মেয়াদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর পর এবার গুলি করে হত্যার হুমকি অসমের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্বকে, দিশপুর থানায় এফআইআর

গুয়াহাটি, ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : দিন-কয়েক আগে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালকে খুন করার হুমকি দিয়ে জেলের ঘানি টানছে এক বখাটে। এবার রাজ্যের অর্থ-স্বাস্থ্য ও পূর্তমন্ত্রী তথা নেডা-র আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে আগামী দশদিনের মধ্যে গুলি করে হত্যার হুমকি দিয়েছে আরেক বখাটে যুবক। সে তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে গুলি করে খুন করার পাশাপাশি মন্ত্রী ড় শর্মার বিরুদ্ধে নানা ধরনের অশালীন বক্তব্য ও গালিগালাজ পোস্ট করেছে।

ফেসবুকের মাধ্যমে আগামী ১০ দিনের মধ্যে মন্ত্রী হিনন্তবিশ্ব শর্মাকে গুলি করে হত্যার হুমকি প্রদানকারীকে ইতিমধ্যে শনাক্ত করেছে মহানগর পুলিশ। তাকে জনৈক রাজীব হান্টার রহমান বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। তবে সোশাল মিডিয়ায় হান্টারের বিষয়টি ভাইরাল হলে পোস্টটি সে ডিলিট করে দিয়েছে বলে পুলিশের তদন্তকারী অফিসার জানিয়েছেন।

এদিকে ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে দিশপুর থানায় বুধবার রাতে এক এফআইআর দাখিল করেছেন হিরণ্য পাঠরি নামের জনৈক বিজেপি কার্যকর্তা। এজাহারে রাজীব হান্টার রহমান নামের যুবকের বিরুদ্ধে শীঘ্র আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েচেন পাঠরি।

বৃহস্পতিবার রাজধানীতে বিশ্ব প্রবীণ দিবস পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

আজ থেকে জম্মু-কাশ্মীরে কী বদলেছে

১. এখন উভয় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে একই উচ্চ আদালতের অধীনে থাকবে, তবে অ্যাডভোকেট জেনারেল আলাদা হবে। সরকারি কর্মচারীদের দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে যে কোনও একটিই বেছে নেওয়ার বিকল্প থাকবে।

২. বেশিরভাগ কেন্দ্রীয় আইন রাজ্যে প্রযোজ্য ছিল না তবে এখন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হওয়ার পরে কমপক্ষে ১০৬ টি কেন্দ্রীয় আইন জম্মু ও কাশ্মীর ও লাদাখে প্রযোজ্য হবে।

৩. এর মধ্যে কেন্দ্রীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, তথ্য অধিকার আইন, শত্রু সম্পত্তি আইন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলির পাশাপাশি জনসাধারণের সম্পত্তির ক্ষতি রোধ করার আইন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৪. ভূমি এবং সরকারী চাকরিতে রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দাদের অধিকার, যা ৩৫-এ সরিয়ে নেওয়ার পরে, জম্মু ও কাশ্মীরের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে জমি সম্পর্কিত কমপক্ষে ৭টি আইনের পরিবর্তন হবে।

৫. রাজ্য পুনর্গঠন আইনের অধীনে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রায় ১৫৩ টি আইন বাতিল করা হয়েছিল যা রাজ্য পর্যায়ে তৈরি করা হয়েছিল। তবে উভয় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ১৬৬টি আইন কার্যকর থাকবে।

৬. জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভার মেয়াদটি দেশের অন্যান্য দেশের মতো ৬ বছরের পরিবর্তে পাঁচ বছর হবে।

৭. বিধানসভায় তফশিলি জাতির পাশাপাশি তফশিলি উপজাতির জন্যও সংরক্ষিত থাকবে।

৮. এর আগে মন্ত্রিসভায় ২৪ জন মন্ত্রীর নিয়োগ করা যেত তবে এখন অন্যান্য রাজ্যের মতো মোট সদস্যের ১০ু এর বেশি করা যাবে না।

৯. জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায় আইন পরিষদ থাকত, এখন তা হবে না তবে রাজ্য থেকে আগত লোকসভা ও রাজ্যসভার আসনের সংখ্যা নিয়ে কোনও প্রভাব পড়বে না।

১০. জম্মু ও কাশ্মীরের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে কেবল পাঁচ জন লোকসভার সংসদ সদস্য এবং লাদাখের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে একজন নির্বাচিত হবেন। একইভাবে জম্মু ও কাশ্মীরের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে রাজ্যসভার চারজন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবেন।

গণধোলাইয়ে আহত চোরের মৃত্যু হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩১ অক্টোবর।। চুরি করতে গিয়ে গণধোলাই খেয়ে হাসপাতালে মৃত্যু হল যুবকের। তার নাম মঙ্গল দাস(২০)। বাড়ি দক্ষিণ মাতাবাড়ি। ঘটানিট ঘটেছে উদয়পুর মহকুমার ধ্বজনগর এলাকায় গত ২৩ অক্টোবর গভীর রাতে । জানা যায়, ধ্বজনগর এলাকার বাসিন্দা প্রদীপ কুমার দেবের বাড়ি থেকে চলতি মাসের বাইশ তারিখে তিনটি মোবাইল ফোন, এবং পঁচিশ হাজার টাকা সহ স্বর্নালঙ্কার চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। পরদিনই আবার বাড়িতে কয়েকজন অপরিচিত লোকজনের উপস্থিতি টের পেয়ে তাদের ধাওয়া করে মঙ্গল দাস নামে এক যুবককে আটক করে।

চোর ধরর খবর ছড়িয়ে পড়তেই মুহুর্তে কয়েকশো লোকজন জড়ো হয়ে মঙ্গলকে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশে খবর দেয়। খবর পেয়ে আর কে পুর থানার পুলিশ গিয়ে গনরোষের শিকার মঙ্গলকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করায়। এর পরদিন একটি চুরির মামলা নিয়ে আদালতে সোপর্দ করলে মঙ্গলকে বিচারক পুলিশ রিমান্ডে পাঠায়। বৃহস্পতিবার রিমান্ডের শেষ দিন ছিল। এদিন সকালে মঙ্গল অসুস্থতা অনুভব করায় তাকে উদয়পুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখান থেকে দুপুরে গোমতী জেলা হাসপাতালে পাঠালে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। পরবর্তী সময়ে তার মৃতদেহ ময়নাতদন্ত শেষ করে তুলে দেওয়া হয় পরিবারের লোকজনের হাতে। জানা গেছে প্রদীপ বাবুর ঘরে আগের দিন রাতে যে চুরিকান্ড সংগঠিত হয়েছিলো তাতে যুক্ত ছিল মঙ্গল নিজেই। সঙ্গে আরো তিনজন ছিলো তারা পালিয়ে যায়। উদয়পুর মহকুমার বেশ কিছু চুরিকান্ডের ঘটনার সে যুক্ত ছিল বলে জানা যায়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন তার সুগারের মাত্রাতিরিক্ত কমতির ফলে স্টোক করেই সম্ভবত তার মৃত্যু হয়েছে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পরেই সব পরিস্কার করে বলতে পারবে পুলিশ।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদের ব্যাপকতা বোঝার জন্যই ইউরোপীয় প্রতিনিধি দলের কাশ্মীর সফর, জানাল বিদেশমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : ভারত কীভাবে সন্ত্রাসবাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে চলেছে তা ব্যাখ্যা করার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাংসদদের জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে যাওয়া। বৃহস্পতিবার এমনই দাবি করা হয়েছে বিদেশমন্ত্রকের তরফ থেকে। পাশাপাশি ভারত তথা উপমহাদেশে বাস্তব পরিস্থিতি কি তাও অবগত করানো প্রতিনিধি দলের সদস্যদের বলে জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রবীশ কুমার।

বৃহস্পতিবার রবীশ কুমার জানিয়েছেন, ইউরোপীয় সংসদের সদস্যদরা কাশ্মীরের যাওয়ার ফলে বিষয়টি আন্তর্জাতিকীকরণ হয়নি। উল্টে সন্ত্রাসবাদ যে ভারতের জন্য সব থেকে বড় বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে তা গোটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

এই সফরে আরও সুস্পষ্ট অবস্থান উপস্থাপন করে মুখপাত্র বলেছেন যে বিশ্বজুড়ে নেতারা ভারতে আসেন। এগুলি কখনও সরকারী এবং কখনও ব্যক্তিগত সফর হয়। বিদেশমন্ত্রক জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় করেই দুই ধরণের সফরকে সুবিধা প্রদান করে থাকে। এ জন্য, মন্ত্রক এই ধরণের সফরের পিছনে উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু এবং বাস্তবিক অবস্থান বিবেচনা করে থাকে। তিনি জানিয়েছেন, পররাষ্ট্রনীতির অধীনে নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণে এবং বৃহত্তর সম্পর্ক বিকাশের জন্য বিদেশমন্ত্রক বিভিন্নভাবে কাজ করে। এতে মিডিয়া, সমাজ এবং এনজিওর পক্ষে কাজ করে এমন লোকেরও সহায়তা নেন।

মুখপাত্র জানিয়েছেন, ইউরোপীয় সংসদ সদস্যরা ভারত এবং এখানকার পরিস্থিতি জানার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এই সংসদ সদস্যরা জম্মু ও কাশ্মীর সফর শেষে তাদের বিবৃতিতে বলেছিলেন যে তারা রাজ্যের বাস্তব পরিস্থিতি জানতে পেরেছেন এবং আরও জানতে পেরেছেন যে কীভাবে সন্ত্রাসবাদ ভারতের জন্য হুমকী হয়ে উঠেছে।

নতুন অধ্যায়

আটের পাতার পর

পুলিশ এবং আইন শৃঙ্খলা এখন কেন্দ্রের হাতে থাকবে। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন গোলাম মহাম্মদ সাদিক এবং শেষ মেহবুবা মুফতি। গোলাম মহাম্মদ সাদিক ৩০ মার্চ ১৯৬৫ থেকে ১২ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এর আগে বজির-ই-আজম (প্রধানমন্ত্রী) রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের প্রথম রাজ্যপাল ছিলেন করণ সিংহ এবং শেষ সত্যপল মালিক।

জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন আইন কার্যকর করার পাশাপাশি ৩৭০ ধারা বিলুপ্তও করে দেওয়ার পরে বিভিন্ন দেশের ৩১ জন নামী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাগুলি প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। বিভিন্ন সংস্থা লাদাখে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছে। প্রায় ৭০ টি সংস্থা বিনিয়োগের জন্য বিভিন্ন স্তরে প্রশাসনের কাছে যোগাযোগ করেছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক পদ্ধতিগুলি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হয়ে যাওয়ার পরে পরিবর্তিত হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের এখন পর্যন্ত দুটি বিধানসভা এবং আইন পরিষদ ছিল তবে জম্মু ও কাশ্মীরের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন আইন ২০১৯ এর অধীনে আইন পরিষদ থাকবে না। জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন আইনের ৫৭ নম্বর অনুচ্ছেদে ১ অক্টোবর জম্মু ও কাশ্মীর আইন পরিষদ বিলুপ্ত করা হয়েছিল।

জম্মু ও কাশ্মীরের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মুখ্যমন্ত্রীর সাংবিধানিক অবস্থান পুরোপুরি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর মতো হবে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভায় সর্বোচ্চ নয়জন বিধায়ককে নিয়ে তৈরি করবেন। এ ছাড়া রাজ্য বিধানসভা কর্তৃক পাশ হওয়া যে কোনও বিল বা প্রস্তাবনা লেফটেন্যান্ট গর্ভনরের অনুমোদনের পরেই প্রয়োগ করা যেতে পারে। লেফটেন্যান্ট গর্ভনর কোনও বিল বা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারেন।

ব্যাঙ্কগুলির শেয়ারের

পাচের পাতার পর

১২,১০৩ ঘরে পৌঁছে রেকর্ড করেছিল নিফটি। এদিন ওই সূচক সেই রেকর্ড থেকে মাত্র ২০০ পয়েন্ট দূরে আছে।

নিফটির অন্তর্গত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের শেয়ার ১৩ শতাংশ বেড়েছে। এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের শেয়ার নয় শতাংশ, সিন্ডিকেট ব্যাঙ্কের শেয়ার আট শতাংশ, পিএনবি-র শেয়ার চার শতাংশ এবং ওবিসি-র শেয়ার ৩.৫ শতাংশ বেড়েছে। সেনসেক্সের অন্তর্গত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে এসবিআইয়ের শেয়ারের দাম চার শতাংশ বেড়েছে। এর পাশাপাশি ইনফোসিসের শেয়ারের দাম বেড়েছে চার শতাংশ। টাটা মোটর্সের শেয়ারের দাম ৩.৫ শতাংশ এবং ইয়েস ব্যাঙ্কের শেয়ারের দাম দুই শতাংশ বেড়েছে। ওপর যে কোম্পানিগুলির শেয়ারের দাম উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে, তার মধ্যে আছে টিসিএস, বাজাজ ফিনান্স, বাজাজ অটো এবং কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তিনের পাতার পর

শেখ হাসিনা সারাদেশে ১ নভেম্বর 'জাতীয় যুবদিবস ২০১৯' পালিত হচ্ছে জেনে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং এ উপলে বাংলাদেশের যুবসমাজকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। এছাড়াও জাতীয় যুব দিবস উপলে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করেন।

বাংলাদেশ

তিনের পাতার পর

শেখ হাসিনা এ বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া প্রদান করে বলেন,বর্তমানে আমরা একশ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছি। সেখান থেকে ডি-এইট সদস্য দেশগুলোর জন্য ভূমি বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে।

মহাসচিবকে স্বাগত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে সংগঠনটিকে দৃশ্যমান করণে এবং সদস্য দেশগুলোর মধ্যে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলায় উদ্ভাবনী ধারনা এবং অকান্ত পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ জানান।তিনি বলেন,আমরা আরো উন্নয়নের জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারি।

প্রধানমন্ত্রী এবং মহাসচিব উভয়েই ডি-এইট সদস্য দেশগুলোর মধ্যে কানেকটিভিটি সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।ডি-এইট সদস্যভূক্ত দেশগুলো হচ্ছে- বাংলাদেশ, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান এবং তুরস্ক।প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব নজিবুর রহমান এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

রিজভী

তিনের পাতার পর

সময়ের আবেদন করা হয়। চার্জ গঠনের জন্য প্রথম তারিখেই সময়ের আবেদন নামঞ্জুর করে ওয়ারেন্ট দেওয়া হয় এবং মামলায় চার্জ গঠন করে সাগ্রহণের তারিখ ধার্য রাখা হয়।

গত পরশুদিন ছিল স্যার প্রথম তারিখ। ওইদিনই আদালতে ছয়জন সীর স্যা গ্রহণ করা হয়। গত পরশু মাত্র ২০ মিনিটে ছয়জন সীর স্যা নেওয়ার পরদিনই ৩০ অক্টোবর রায় ঘোষণার জন্য দিন ধার্য রাখা হয়। এটা একটি নজীরবিহীন ঘটনা। বিচারক শুধুমাত্র সাজা দেওয়ার জন্য অধিক উৎসাহিত হয়ে দ্রুত বিচারকার্য শেষ করেছেন।তিনি বলেন, মিথ্যা ও সাজানো মামলায় আদালতকে ব্যবহার করে সাজা দেওয়ায় আবারো প্রমাণিত হল-দেশে নাৎসীবাদ এখন নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ রায় একদলীয় নব্য বাকশালেরই বহিঃপ্রকাশ।আমি এ রায়ের তীব্র নিন্দা, েভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করছি। অবিলম্বে ফরমায়েশি এই কারাদ-াদেশ বাতিলের দাবি করছি।

খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে আবারো তার অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানান রিজভী।সংবাদ সম্মেলনে দলের যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, হাবিব উন নবী খান সোহেল, কেন্দ্রীয় নেতা এ বি এম মোশাররফ হোসেন, আবদুস সালাম আজাদ, মাশুকুর রহমান মাশুক, সেলিমুজ্জামান সেলিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

করিমগঞ্জের প্রত্যন্ত বালিপিপলায় আসাম রাইফেলস ও জেলা প্রশাসনের স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও সচেতনতা শিবির

বাজারিছড়া (অসম), ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : ২৯ ব্যাটালিয়ন আসাম রাইফেলস-এর উদ্যোগে ও করিমগঞ্জ জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সহায়তায় লোয়াইরপোয়া ব্লকের অন্তর্গত রাঙামাটি পুলিশ ফাঁড়ির বালিপিপলা এমভি স্কুলে বিনামুল্যে এক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিবিরে এলাকার অসংখ্য মানুষ উপস্থিত হয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে বিনামূল্যের ওষুধ নিয়েছেন।

শিবিরে আসাম রাইফেলস-এর পক্ষে ওষুধ-পথ্য বিলি করা হয়। প্রত্যন্ত এলাকায় বিনামূল্যে গরিব জনগণের মধ্যে উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি রোগ প্রতিকার সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে।

তথ্য জানার অধিকার আইন নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ সোনিয়ার

।। অভিজিৎ রায়চৌধুরী।। নয়াদিল্লী, ৩১ অক্টোবর।। কংগ্রেসের অন্তবর্তীকালীন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গার করেছেন তথ্য জানার অধিকার আইন নিয়ে। শ্রীমতি গান্ধী অভিযোগ করেছেন, তথ্য জানার অধিকার আইনের সংশোধনী করে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য ও কেন্দ্রের তথ্য কমিশনারদের কাজের মেয়াদ কমিয়ে দিয়েছে। পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী পাঁচ বছরের জন্য তথ্য কমিশনার নিয়োগ করা হত। এখন তা কমিয়ে তিন বছর করা হয়েছে। তাতে এই পদে দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে আধিকারীকদের আগ্রহ কমে যাচ্ছে। গত জুলাইয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সংসদের উভয় কক্ষে তথ্য জানার অধিকার আইন সংশোধনী বিল পাশ করিয়ে নিয়েছে।

নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে গেলে ছাড়পত্র লাগবে রাজ্যের মন্ত্রিসভার, নির্দেশ নবান্নের

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : রাজ্য সরকারের দফতরগুলিকে এবার কড়া নির্দেশিকা দিল অর্থ দফতর। বৃহস্পতিবার রাজ্য অর্থ দফতরের পক্ষ থেকে এক নির্দেশিকা জারি করা হয়। তাতে বলা হয়েছে, কোনও দফতরের কোনও নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে হলে মুখ্যমন্ত্রী কিংবা রাজ্য মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র নিতে হবে। এই দুই জায়গার ছাড়পত্র ছাড়া কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না।

যদি কোনও দফতরের পক্ষ থেকে এরপরেও প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র ব্যতীত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তাহলে নির্দিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধেই যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। এব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য মুখ্যসচিবের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু কী কারণে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে হঠাৎ এই নির্দেশিকা জারির সিদ্ধান্ত, তা নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে নবান্ন।

যুবক

● **প্রথম পাতার পর**

প্রেমিকা কৈলাসহর মহিলা থানায় অতনুর বিরুদ্ধে মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গেও অনুরূপ একাধিক ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। ত্রিপুরায়ও পশ্চিমবঙ্গের প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে দাবি স্থানীয় জনগণের। তাঁদের মতে, পশ্চিমবঙ্গ থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে হয়ত ওই যুবক এমন ঘটনা ঘটিয়েছে।

গভর্নর

● **প্রথম পাতার পর**

ত্রিপুরার মুখ্য সচিবও ছিলেন তিনি। এখানেই শেষ নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের টেক্সটাইল মন্ত্রকের মুখ্য এনফোর্সমেন্ট অফিসার হিসেবেও দায়িত্ব সামলেছেন রাধাকৃষ্ণ মাথুর।

রাস্তা অবরোধ

● **প্রথম পাতার পর**

ছিলেননা রিয়াং শরণার্থী নেতারা। তাঁদের সাফ কথা, রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরামে সমস্ত সমস্যা সমাধানের উপায় হল এডিসি গঠন। তবেই রিয়াং শরণার্থীরা মিজোরামে ফিরে গিয়ে নিজেদের সুরক্ষিত ভাবতে পারবেন। রিয়াং শরণার্থী নেতা জোর গলায় বলেন, প্রয়োজনে ত্রিপুরায় না খেয়ে মরে যেতেও প্রস্তুত। কিন্তু তাঁদের দাবি না মানলে তাঁরা মিজোরামে ফিরে যাবেন না।

শরণার্থী নেতাদের নানা কৌশল সত্ত্বেও মিজোরামে প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া চলছে। তবে, বিনামূল্যে রেশন ও আর্থিক সহায়তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শরণার্থী নেতারা আন্দোলনের ইস্যু পেয়ে যান। এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি পরিবার মিজোরামে ফিরে গেছে। কিন্তু এখনও অনেকেই মিজোরামে ফিরে যেতে সাহস পাচ্ছেন না। তাঁদের ওই দুর্বলতার সুযোগে বিনামূল্যে রেশন এবং আর্থিক সহায়তার দাবিতে আন্দোলনমুখী হয়েছেন শরণার্থী নেতারা।

সম্প্রতি উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসককে পাঠানো এক চিঠিতে রিয়াং শরণার্থী সংগঠন হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, অবিলম্বে বিনামূল্যে রেশন এবং আর্থিক সহায়তা দেওয়া শুরু না হলে তারা খাদ্যগুদাম লুট করবেন এবং অবরোধ সংগঠিত হবে। গত মঙ্গলবার উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসককে এক চিঠিতে ৩১ অক্টোবর দশদা থেকে আনন্দবাজার রাস্তা অনির্দিষ্টকালের জন্য অবরোধের ডাক দিয়েছিলেন রিয়াং শরণার্থী নেতৃবৃন্দ। সে-মোতাবেক আজ সকাল পাঁচটা থেকে পাঁচ শতাধিক রিয়াং শরণার্থী দশদা-আনন্দবাজার রাস্তা অবরোধ করেন। খবর পেয়ে আনন্দবাজার থানার ওসি, কাঞ্চনপুর মহকুমার এসডিপিও বিশাল পুলিশ ও টিএসআর নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান। এদিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য এলাকায় কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীও মোতায়েন করা হয়েছে।

এদিকে, কাঞ্চনপুরের মহকুমাশাসক তাদের অবরোধ প্রত্যাহারের জন্য বার বার অনুরোধ জানান। কিন্তু তারা দাবি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত অবরোধ প্রত্যাহার করা হবে বলে সাফ জানিয়ে দেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য এদিন সন্ধ্যায় রিয়াং শরণার্থী নেতাদের আলোচনার জন্য ডাকা হয়েছিল। শরণার্থী নেতা ব্রোনো মিশা জানান, কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসকের সাথে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। কিন্তু কোন সুরাহা হয় নি। তিনি বলেন, মহকুমা শাসক তাদের রাস্তা অবরোধ করার বদলে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে আন্দোলন প্রদর্শন করার পরামর্শ দিয়েছেন। তার দাবি, প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বিনামূল্যে রেশন এবং আর্থিক সহায়তা চালু করার প্রতিশ্রুতি না মিললে অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হবে না। এদিন তিনি জানিয়েছেন, আগামীর ফের সকাল পাঁচটায় একই স্থানে রিয়াং শরণার্থীরা রাস্তা অবরোধ করবেন। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চলবে ওই অবরোধ কর্মসূচি। তিনি জানান, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এইভাবেই প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা রাস্তা অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হবে। তিনি আজ অভিযোগ, খাবারের অভাবে এক শিশু মাতৃদুগ্দ পান করতে না পেরে অনাহারে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। তবে চিকিৎসকদের দাবি, অজানা জ্বরে ওই শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

শারদ সম্মান ২০১৯

আটের পাতার পর

তৃতীয় ঃ যুব সমাজ। সেরা আবাসনের পুজো ঃ গীতাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট। সেলফি প্রতিযোগিতায় সেরার সেরা হয়েছে অনিন্দিতা ভৌমিক এবং গ্রুপ। আগামী ২ নভেম্বর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং হলে সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শারদ সম্মান ওই সমস্ত ক্লাবগুলির হাতে তুলে দেওয়া হবে।

বাদল চৌধুরীর চিকিৎসার খোঁজ নিতে বাধা, পুলিশের ভূমিকায় নিন্দা বিরোধী পরিষদীয় দলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ অক্টোবর ।। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বাদল চৌধুরীকে দেখতে দেয়নি পুলিশ। এই নিয়ে বিধানসভার বিরোধী পরিষদীয় দলের পক্ষে বিরোধী দলের সচেতক তপন চক্রবর্তী উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এই মর্মে তপনবাবুর পক্ষে প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ত্রিপুরা বিধানসভার বিরোধী দলের উপনেতা, বামফ্রন্ট সরকারের প্রাক্তন পূর্ত ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাদল চৌধুরী পুলিশের অভাবনীয় অমানবিক আচরণে ৩০ অক্টোবর দুপুরের পর থেকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আজ বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট বিধায়কদের একটি দল হাসপাতালে গিয়ে বাদল চৌধুরীর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে খোঁজ নিতে চেয়েছিলেন। এই মর্মে বিরোধী দলনেতার অফিস থেকে জিবি হাসপাতালে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করলে জানানো হয় হাসপাতালে কর্তৃপক্ষের দিক থেকে বাদল চৌধুরীর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার বিষয়ে জানতে চাইতে গেলে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু এই মর্মে পুলিশের আগাম অনুমতি নেবার দরকার আছে।

বিরোধী দলনেতার অফিস থেকে পরবর্তী সময়ে এই মর্মে পুলিশ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বাদল চৌধুরী এখন পুলিশ কাস্টডিতে রয়েছেন। এ সময়ে একমাত্র বাদল চৌধুরীর রক্তের সম্পর্কিত কেউ বা তাঁর আইনী সহায়ক বা পরামর্শদাতা ব্যতিত কাউকে বাদল চৌধুরীর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া যাবে না।

পুলিশের এই অবস্থানের কারণে বিরোধী দলনেতার নেতৃত্বে বিরোধী বিধায়কদের দলটি অসুস্থ ও চিকিৎসাধীন বাদল চৌধুরীর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারলেন না।

পুলিশেড এই অমানবিক আচরণে বিরোধী পরিষদীয় দলের পক্ষ থেকে যুগপৎ বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিবাদ ও নিন্দা জানানো হয়েছে।

বাইদ্যাদীঘি

● **প্রথম পাতার পর**

বলে জানা গিয়েছে।

গত রাতের সংঘর্ষে সাহেব মিয়াঁ-সহ ছয়জন আহত হয়েছেন। জানা গেছে, সাহেব মিয়াঁর বড় ভাই জুজু মিয়াঁ, শঙ্কর সাহা, জীবনচন্দ্র শীল, উত্তম দেবনাথ এবং প্রদীপ দেবনাথ আহত হয়েছেন। তাঁদেরকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে সাহেব মিয়াঁ ও জীবনচন্দ্র শীলের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসকরা তাঁদের আগরতলায় জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন। বাকি চারজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, সাহেব মিয়াঁর বোনের অভিযোগ, কয়েকজন যুবক তাঁর ভাইয়ের গাড়ি আটকে তাঁকে প্রচণ্ড গালিগালাজ করেছিল। তখন সাহেব মিয়াঁ গাড়ি থেকে নেমে প্রতিবাদ জানালে ওই যুবকরা তাঁকে বেধড়ক পিটিয়েছে। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁর বড় ভাই জুজু মিয়াঁও আহত হয়েছেন। সাহেব মিয়াঁর বোন জানান, আক্রমণকারী যুবকদের পরিচয় তিনি জানেন না। কিন্তু ওই ঘটনায় তিনি থানায় অভিযাগ দায়ের করবেন। অন্যদিকে সংঘর্ষের খবর পেয়ে বুধবার রাতেই সিপাহিজলা জেলার পুলিশ সুপার কৃষ্ণেন্দু ভট্টাচার্য, বিশালগড়ের এসডিপিও উত্তম বণিক ও জম্পুইজলা এসডিপিও ঘটনাস্থলে ছুটে যান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

এদিকে, সংঘর্ষের খবর পেয়ে বিশালগড়ের বিজেপি নেতা নিতাই চৌধুরী, বিজেপি-র সিপাহিজলা জেলা সভাপতি অঞ্জন পুরকায়স্থ, গোলাঘাটি মণ্ডল সভাপতি সুশান্ত সেনগুপ্ত ঘটনাস্থলে ছুটে যান। নিতাইবাবু এই সংঘর্ষের পেছনে কংগ্রেস ও সিপিএমের ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। তবে এলাকায় শান্তি বজায় রাখার জন্য তিনি আবেদন জানিয়েছেন।

অন্যদিকে এই সংঘর্ষের ঘটনা সোশ্যাল মিডিয়ায় নানাভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। ফলে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে যারা পরিবেশ বিষিয়ে তুলতে চাইছেন তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন গোলাঘাটির বিধায়ক বীরেন্দ্রকিশোর দেববর্মা। তিনি সকল অংশের জনগণের কাছে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। পাশাপাশি নদীলাগ এলাকার সিপিএমের ক্যাডার বাহিনী বাইদ্যাদীঘি বাজারে সংঘবদ্ধভাবে হামলা চালিয়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে রাজ্য সরকারকে কালিমালিপ্ত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

গতরাতে সংগঠিত ঘটনায় পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৪৮, ১৪৯, ৩২৫ এবং ৩২৬ ধারায় মামলা হয়েছে। আজ পুলিশ সন্টু দেবনাথ, জুজু মিয়াঁ, অদূত মিয়াঁকে গ্রেফতারের পর আদালতে সোপর্দ করেছিল। আদালত তাদের ২ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে। এদিকে, সাহেব মিয়াঁ ও জীবন শীল পুলিশের নজরদারিতে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

গতকাল রাতে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসলেও আজ সকাল হতেই ফের উত্তেজনা দেখা দেয়। তাই, সিপাহিজলা জেলা প্রশাসন বাইদ্যাদীঘি এলাকায় ৪৮ ঘণ্টার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করেছে। জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপার এলাকা পরিদর্শন করেছেন। আগামী ২ নভেম্বর শান্তি বৈঠক হবে বলে স্থির হয়েছে।

যুবক ফাঁসিতে আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩১ অক্টোবর।। ফের গলায় ফাঁস জড়িয়ে এক যুবক আত্মঘাতী হয়েছেন। আত্মঘাতী যুবককে খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া থানাধীন মহারানিপুর এলাকায় পেশায় শ্রমিক বিমল কর বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার গভীর রাতে নিজ ঘরে তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন।

এ বিষয়ে মৃতের বাবা স্বপন কর বলেন, গতকাল সন্ধ্যায় তার ছোট ছেলে বিমল কর স্ত্রীকে শ্বশুরবাড়িতে রেখে আসে। রাতে পরিবারের সকলে মিলে খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু আজ সকালে অনেক ডাকাডাকি করেও যখন সাড়া মিলছিল না তখন জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরে ছেলেকে গলায় ফাঁস জড়িয়ে ঝুলে থাকতে দেখেন তার মা। তিনি সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। স্ত্রীর চিৎকার শুনে ছুটে এসে ছেলেকে ফাঁসিতে ঝুলে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন তিনি।

এদিকে, স্বামীর মৃত্যুর খবর পেয়ে বাপের বাড়ি থেকে স্ত্রী ফিরে আসতে দেরি হওয়ায় ওই গৃহবধূর ননদ তাকে বাড়িতে ঢুকতে দেননি। এরই মধ্যে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিশ ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়েছে। কিন্তু মৃতের পরিবার এই আত্মহত্যার ঘটনা রহস্যজনক বলে দাবি করেছে। পরিবারে অভাব অনটন ছিল না। তা সত্ত্বেও এই আত্মহত্যার ঘটনার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে তা খুঁজে বের করার জন্য পুলিশের কাছে দাবি জানিয়েছে মৃতের পরিবার। এদিন সন্ধ্যায় মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ।

মামলা

● **প্রথম পাতার পর**

জানিয়েছে। তাতে, কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকারের এই দাবি কতটা গুরুত্ব পাবে তা নিয়ে সংশয় রয়েই গেছে। প্রসঙ্গত, সরকারি চাকুরীতে পদোন্নতিতে সংরক্ষণ মামলাটি ঝুলে থাকার কারণে গত প্রায় চার বছর ধরে পদোন্নতি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আর এই কারণে প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রেও সমস্যা তৈরি হয়েছে। অনেককে কোনো পদোন্নতি ছাড়াই চলে যেতে হচ্ছে অবসরে। ফলে সাধারণ এবং সংরক্ষিত শ্রেণী উভয় অংশের কর্মী আধিকারিকদের মধ্যেই এখন হতাশা দেখা দিয়েছে।

অঙ্গন

দিল্লিতে কোনো ম্যাচ হওয়া উচিত নয় এমনটাই মনে করেন গৌতম গম্ভীর

প্রাক্তন খেলোয়াড় ও বর্তমান সাংসদ গৌতম গম্ভীর মনে করেন এই দূষনের মধ্যে দিল্লির আবহাওয়া তে কোন রকম খেলাধুলা আয়োজন করা উচিত নয়। যতদিন না বাতাসের অবস্থা স্বাভাবিক হচ্ছে ততদিন দিল্লির বাইরে অন্য কোথাও ম্যাচ আয়োজন করার জন্য পরামর্শ দেন গম্ভীর।তিনি বলেন 'কোন খেলাধুলা দিল্লির মানুষের থেকে কখনোই বড়ো হতে পারে না'। তিনি ভারত ও সফরকারী বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটারদের মাঠের মধ্যে প্র্যাকটিস যতটা সম্ভব কম এবং ইন্ডোর প্র্যাকটিস বেশি করতে বলেন। তিনি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন যে মুখ্যমন্ত্রী গত সাড়ে চার বছরে দিল্লির আবহাওয়া ঠিক করার জন্য কি কি করেছেন তা দিল্লির মানুষকে জানাক।যদিও বিসিসিআই জানিয়ে দেয় ম্যাচ পূর্বনির্ধারিত অনুযায়ী নির্দিষ্ট ভেনুতেই হবে। ঞ্জ্জ এর প্রশ্নের উত্তরে বর্তমান বিসিসিআই এর সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন এত কম সময়ের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। পরের বার ম্যাচ নির্ধারণ করার সময় এই বিষয়গুলো মাথায় রাখা হবে। তাই ম্যাচ দিল্লিতেই হচ্ছে।রবিবার অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম ভারত-বাংলাদেশ সিরিজের প্রথম টি-২০ ম্যাচ। তার আগে নয়াদিল্লির বায়ুদূষণ নিয়ে সব মহলেই উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ক্রিকেটারদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে ম্যাচ সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দাবিও উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা বিজেপি সাংসদ গৌতম গম্ভীর বলেছেন, ''দিল্লিতে ক্রিকেট বা অন্য কোনও খেলা হওয়ার চেয়ে দূষণ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আমার মনে হয়, ক্রিকেট ম্যাচের চেয়েও দূষণের মাত্রা নিয়ে বেশি চিন্তিত হওয়া দিল্লির মানুষের। শুধু অ্যাথলিটদের কাছেই নয়, সাধারণ মানুষের জন্যও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। একটি ম্যাচ অত্যন্ত ছোট বিষয়। শিশু-থেকে বৃদ্ধ, গোটা দিল্লির সব বয়সের মানুষই দূষণের শিকার হচ্ছেন। তাই এটা আমাদের দায়িত্ব। আমি জানতে পেরেছি, দূষণ এখন কিছুটা কমেছে। তবে এখনও অনেক কিছু করতে হবে।''গম্ভীর আরও বলেছেন, ''ম্যাচ হবে কি না, সেটা নিয়ে আমি ভাবছি না। ম্যাচ হওয়া উচিত। আশা করি খেলা হবে। তবে সারা বছর ধরে দিল্লির মানুষকে যে সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়, সেটাই আসল ভাবনার বিষয়। সবাই নিশ্চয়ই এমন পরিবেশে খেলতে চায়, যেটা খেলোয়াড় সহ সবার জন্যই আদর্শ। দূষণের মাত্রা বেশি হলে অবশ্যই বিকল্প কেন্দ্রের কথা ভাবা উচিত। তবে গত ৬ বছরে এবারই দীপাবলির পর সবচেয়ে কম দূষণ হয়েছে। এর কৃতিত্ব দিল্লিবাসীদের। তাঁরা আতসবাজির বিষয়ে অনেক সচেতন হয়েছেন। তাঁদের কৃতিত্ব নিজেদের বলে দাবি করে বিজ্ঞাপনের গিমিকের বদলে দিল্লি সরকারের অন্য অনেক কাজ করা উচিত। দূষণ নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচার করা উচিত। দূষণ নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কিন্তু গত সাড়ে চার বছরে দিল্লি সরকার কী করেছে, সেটা আমার মনে পড়ছে না। দিল্লি সরকারকে নড়েচড়ে বসতে হবে।''

ক্রিকেট থেকে ছুটি নিলেন ম্যাক্সওয়েল

মানসিক সমস্যায় ভুগছেন অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল।তাই অনির্দিষ্ট কালের জন্য ক্রিকেট থেকে ছুটি নিলেন তিনি।চলতি শ্রীলঙ্কা সফরে তৃতীয় টি টোয়েন্টি ম্যাচে খেলতে দেখা যাবে না তাকে।

এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে দলের মনোবিদ মাইকেল লয়েড বলেছেন, 'মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কিছু সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। এই কারণেই ও কিছু সময় কাটাতে চাইছে ক্রিকেট থেকে দূরে। সেই সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার ব্যাপারে ও নিজেই সক্রিয়। সাপোর্ট স্টাফদের সঙ্গে এটা নিয়ে ও খাটছেও।'যদিও শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে দুর্ধর্ষ ইনিংস খেলেন তিনি।মাত্র ২৮ বলে ৬২ রানের বিস্ফরক ইনিংস দেখা যায় তার ব্যাট থেকে।যার সাহায্যে ২৩৩ রানের বিশাল লক্ষ্য শ্রীলঙ্কাকে দিতে পারে অস্ট্রেলিয়া।একবারের জন্যেও দেখে তাকে মনে হয়নি যে সে মানসিকভাবে অসুস্থ।হঠাত কি হলো,তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না।তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর কেরিয়ার নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন মর্গ্যান

চলতি বছরে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডকে প্রথমবারের জন্য পঞ্চাশ ওভারের বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন। সামনে লক্ষ্য এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ২০২০ সালে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আসর। সেই আসরে ইংল্যান্ডে দলের সীমিত ওভারের দায়িত্বে থাকবেন ইয়ন মর্গ্যান।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এই বিশ্বকাপ খেলেই নিজের কেরিয়ার নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানিয়ে দিলেন মর্গ্যান।ইংল্যান্ডের প্রথম পঞ্চাশ ওভারের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক বলেছেন, ''এমনটা বলছি না যে, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরই আমি দায়িত্ব ছাড়ছি। তবে অধিনায়কত্ব নিয়ে টুর্নামেন্টের পর চূড়ান্ত একটা সিদ্ধান্ত অবশ্যই নেব।''প্রসঙ্গত বিশ্বকাপের পর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে ক্রিকেটে ফিরতে চলেছেন মর্গ্যান। শুক্রবার থেকে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে ইংল্যান্ড। এরপর দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে ইংল্যান্ড দল।প্রসঙ্গত নিউজিল্যান্ডের মাটিতে টি-টোয়েন্টি সিরিজে বেন স্টোকস, জোফরা আর্চার, জোস বাটলার ও জেসন রয়কে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। শেষবার পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল দুই দল। হাড্ডাহাড্ডি ফাইনালে দুই দল নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে ২৪১ রান তোলে। এরপর ম্যাচ সুপার ওভারে গড়িয়েছিল। সেখানেই বাউন্ডারি কাউন্টের নিয়মে বেশি চার হাঁকানোয় নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে প্রথমবারের জন্য বিশ্বকাপ ফাইনাল জেতে ইংল্যান্ড।

স্বার্থের সংঘাত ইস্যুতে রাহুল দ্রাবিড়কে দ্বিতীয়বার তলব এথিক্স অফিসারের

নয়াদিল্লি: স্বার্থের সংঘাত ইস্যুতে রাহুল দ্রাবিড়ের দেওয়া তথ্য প্রমাণে সন্তুষ্ট নন বিসিসিআইয়ের এথিক্স অফিসার। আর সেকারণেই ১২ নভেম্বর দ্বিতীয়বার রাহুল দ্রাবিড়কে হাজিরার জন্য নির্দেশ দেওয়া হল।এই মুহূর্তে দ্রাবিড় ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রধান। তিনি একই সঙ্গে ভারত-এ এবং অনুর্ধ ১৯ দলের কোচও। তাঁর বিরুদ্ধে একই সঙ্গে এনসিএ প্রধান এবং ইন্ডিয়া সিমেন্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকার অভিযোগ এনেছেন মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য সঞ্জীব গুপ্তা। সেপ্টেম্বরের ২৬ তারিখ মুম্বইয়ে এই বিষয়ে নিজের অবস্থান এবং যাবতীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন রাহুল দ্রাবিড়। সেই তথ্যে সন্তুষ্ট না হওয়ার কারণেই আগামী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ফের তাঁকে ডাকা হয়েছে। বিসিসিআই সূত্রের খবর অনুযায়ী, বোর্ডের এথিক্স অফিসার ডি কে জৈন বুধবার রাতে রাহুল দ্রাবিড়কে চিঠি লিখে ১২ নভেম্বর হাজির হওয়ার কথা জানিয়েছেন।অতীতে রাহুল দ্রাবিড় জানিয়েছিলেন, তিনি ইন্ডিয়া সিমেন্টের চাকরি থেকে ছুটি নিয়েছেন এবং চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গে তাঁর কোনও রকম লেনাদেনা নেই। প্রসঙ্গত, আইপিএল-এ চেন্নাই দলের মালিকানা রয়েছে ইন্ডিয়া সিমেন্টের। আর এতদিন সেই সংস্থারই ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন রাহুল।উল্লেখ্য, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বোর্ড প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর এই প্রথম স্বার্থের সংঘাত ইস্যুতে এথিক্স অফিসারের সম্মুখীন হতে হচ্ছে রাহুলকে। যদিও সৌরভ আগেই জানিয়েছেন, স্বার্থের সংঘাত ইস্যুতে জর্জরিত ভারতীয় বোর্ড। তাঁর প্রাথমিক কাজের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত সমস্যাও যে অন্যতম একটি তা তিনি সাফ বুঝিয়েও দিয়েছেন। রাহুলের বিরুদ্ধে স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ আনার পর ক্ষুব্ধ সৌরভের প্রতিক্রিয়া ছিল, ''ঈশ্বর ভারতীয় ক্রিকেটের মঙ্গল করুন''।

১০ গোলের থ্রিলারে আর্সেনালকে হারিয়ে লিগ কাপের কোয়ার্টারে লিভারপুল

দ্য ওয়াল ব্যুরো: নব্বই মিনিট ও টাইব্রেকার মিলিয়ে ম্যাচে হল মোট ১৯ গোল। লিভারপুল ও আর্সেনালের এই লড়াইয়ের সাক্ষী থাকল অ্যানফিল্ড এরিনা। শেষ হাসি অবশ্য হাসল ইয়ুরগ্যান ক্লপের দল। আর্সেনালকে টাইব্রেকারে হারিয়ে লিগ কাপের কোয়ার্টারফাইনালে পৌঁছল লিভারপুল। এই ম্যাচের শুরু থেকেই ছিল গোলের বন্যা। মাত্র ৬ মিনিটেই আর্সেনাল ডিফেন্ডার মুস্তাফির আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় লিভারপুল। ১৯ মিনিটের মাথায় জাকার শট লিভারপুল গোলরক্ষক কেলার আটকালে ফিরতি বল জালে জড়িয়ে আর্সেনালকে সমতায় ফেরান লুকাস টোরেইরা। এরপরেই ২৬ এবং ৩৬ মিনিটে জোড়া গোল করে গানার্সদের ৩-১ গোলে এগিয়ে দেন গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেলি। বিরতির ঠিক দু''মিনিট আগে অক্সিজেন পায় লিভারপুল। বক্সের মধ্যে ফাউল করায় পেনাল্টি পায় লিভারপুল। স্পটকিক থেকে ঠাণ্ডা মাথায় গোল করেন মিলনার। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ফের ব্যবধান বাড়ায় আর্সেনাল। ৫৪ মিনিটে গোল করেন মেটল্যান্ড নাইলস। তবে তার ১০ মিনিটের মধ্যেই জোড়া গোল করে লিভারপুল। ৫৮ মিনিটের মাথায় অক্সলেড চেম্বারলেন ও ৬২ মিনিটে অরিগি গোল করে খেলার গোল ৪-৪ করেন। ৭০ মিনিটের মাথায় উইলককের গোল ফের এগিয়ে যায় আর্সেনাল। দেখে মনে হচ্ছিল ঘরের মাঠে বিদায় নিতে হবে সাতবারের লিগ কাপ জয়ীদের। কিন্তু ৯৪ মিনিটের মাথায় বক্সের মধ্যে হাফটার্নে দুরন্ত গোল করেন বেলজিয়ান স্ট্রাইকার অরিগি। ৫-৫ ফলে শেষ হয় খেলা। টাইব্রেকারের প্রথম তিনটি করে শটে গোল করে দু''দলই। কিন্তু আর্সেনালের চতুর্থ শট নিতে যান সেবায়স। তাঁর শট বাঁচিয়ে দেন কেলার। অন্যদিকে লিভারপুলের শেষ দুটি শটে গোল করেন অরিগি ও জোনস। টাইব্রেকারে জিতে কোয়ার্টারফাইনালে পৌঁছয় প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষে থাকা দল।ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শুরুটা চ্যাম্পিয়নদের মতো শুরু করলেও দ্বিতীয় ম্যাচে হোঁচট খেয়েছিল ম্যানচেস্টার সিটি। তবে তৃতীয় ম্যাচে আর্জেন্টাইন তারকা সার্জিও আগুয়েরোর জোড়া গোলে এএফসি বোর্নমাউথকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে পেপ গার্দিওলার শিষ্যরা। বোর্নমাউথের বিপক্ষে এ নিয়ে শীর্ষে পর্যায়ের ম্যাচে ৯ বারের দেখায় ৯টিতেই জয় পেল সিটি। প্রতিপক্ষের মাঠে ম্যাচের ১৫ মিনিটে প্রথম সুযোগেই এগিয়ে যায় সিটি। সতীর্থের বাড়ানো বল ডি-বক্সে ফাঁকায় পেয়েও ঠিকমতো শট নিতে পারেননি কেভিন ডি ব্রুইনে। তবে পাশে থাকা আগুয়েরো বল ধরে জালে পাঠান। এ নিয়ে টানা তৃতীয় ম্যাচে জালের দেখা পেলেন এই আর্জেন্টাইন তারকা।ম্যাচের ৪৩ মিনিটে ব্যবধান দিগুণ হয় ম্যানসিটির। এ সময় সফরকারীদের এগিয়ে দেন রহিম স্টার্লিং। এবারের লিগে টানা তিন ও সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা পাঁচ ম্যাচে গোল করলেন স্টার্লিং। তবে বিরতিতে যাওয়ার আগেই একটি গোলের শোধ দিতে সক্ষম হয় বোর্নমাউথ। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে অসাধারণ এক ফ্রি-কিকে ব্যবধান কমান ইংলিশ ফরোয়ার্ড উইলসন।বিরতির পর ম্যাচের ৬৪ মিনিটে আগুয়েরোর পায়ে ব্যবধান ৩-১ করে ম্যানসিটি। এবার বলের জোগান দাতা ছিলেন সিলভা। এদিকে এই গোলে দারুণ এক মাইলফলক গড়েছেন আগুয়েরোও। ক্লাব ও জাতীয় দল মিলে ৪০০ গোল পূরণ হলো তার।৩ ম্যাচে ২ জয় ও ১ ড্রয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে সিটি। সমান ম্যাচে ১টি করে জয়, ড্র ও হারে ৪ পয়েন্ট বোর্নমাউথের।জয়ের পর ম্যানসিটি কোচ গার্দিওলা বলেন, আমরা আমাদের সেরাটা দিয়ে আগের ম্যাচে খেলতে পারিনি। তবে কন্ডিশনটা জানা ছিল। শুধু রিদমটা পাওয়ার প্রয়োজন ছিল আমাদের। এই ম্যাচে এসে সেটা পাওয়া গেলো।

দিল্লিতে বায়ু দূষণ মাস্ক পরে অনুশীলনে বাংলাদেশের ক্রিকেটার

দিল্লিতে বায়ু দূষণ বেড়েই চলেছে। ইতিমধ্যেই রাজধানীতে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সে মাত্রা ৪০০ ছাড়িয়েছে। বিরোধিতা সত্ত্বেও অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামেই (ফিরোজ শাহ কোটলা) যে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ হবে, তা স্পষ্ট করেছে বিসিসিআই। ওই পরিবেশেই চলছে ম্যাচের প্রস্তুতি। দিল্লির স্টেডিয়ামে অনুশীলনে নেমে পড়েছেন বাংলাদেশের ক্রিকেটাররাও। সেই দলেরই একজন, ব্যাটসম্যান লিটন দাসকে দেখা গেল দূষণ রোধক মাস্ক পরে অনুশীলন করতে।ক্রিকেট খেলতে বুধবার রাতে দিল্লিতে পৌঁছেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। ৩ নভেম্বর অর্থাত আগামী রবিবার অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে (ফিরোজ শাহ কোটলা) ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি খেলবেন মহম্মদুল্লা, মুশফিকুর রহিমরা। তার আগে দূষণের জন্য ম্যাচ অন্য কোথাও স্থানান্তরিত করার জন্য বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি লিখেছিলেন দিল্লির পরিবেশবিদরা। কিন্তু আপত্তি কানে নেননি মহারাজ। সাফ জানিয়েছেন, দিল্লি থেকে ভারত-বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ সরানোর কোনও পরিকল্পনা নেই। ম্যাচ আয়োজন করতে তারা পুরোপুরি প্রস্তুত বলে জানিয়েছে দিল্লি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনও।এই টানাপোড়েনের মধ্যেই বৃহস্পতিবার দিল্লির মাঠে অনুশীলনে নামতে দেখা যায় বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের। সেই দলেরই একজন, ব্যাটসম্যান লিটন দাসকে দেখা গেল দূষণ রোধক মাস্ক পরে অনুশীলন করতে। সেই ছবি ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। তা দেখে আশঙ্কিত হয়েছেন অনেকে। আবার কিছু নেটিজেনের মতে, এটা বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছু নয়।ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলছেন না বিরাট কোহলি। এই সিরিজে টিম ইন্ডিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন রোহিত শর্মা। তিনি ও তাঁর সতীর্থরা শুক্রবার দিল্লি পৌঁছবেন বলে জানা গেছে।

কাকাকে হলুদ কার্ড দেখালে বন্ধ হয় খেলা !

ইসরায়েলের মাটিতে একটি চ্যারিটি ম্যাচে মাঠে নামে ব্রাজিলিয়ান লেজেন্ড নামে একটি দল। ম্যাচে রোনালদিনহো, কাফু, রিভালদো, রবার্তো কার্লোস, বেবেতো, কাকার মতো তারকারা অংশ নেন এতে। এ ম্যাচে ইসরায়েলকে ৪-২ গোলে হারিয়েছে ব্রাজিলিয়ান লেজেন্ড। বিরতির পর ৫০ মিনিটে হঠাত খেলা বন্ধ হয়ে যায়। এসময় ব্রাজিলের সাবেক তারকা ফুটবলার কাকাকে হলুদ কার্ড দেখান মাঠের রেফারি।

কিন্তু হলুদ কার্ডে তো খেলা বন্ধ থাকার কথা না। এরপরই রেফারি কাকার সঙ্গে সেলফি তোলার আবদার করেন।

বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে ভক্তদের নিয়ে সেলফি সৌরভ গাঙ্গুলির, মাতোয়ারা নেটিজেনরা

বেঙ্গালুরু, ৩১ অক্টোবর: বোর্ডের কাজে বেঙ্গালুরু গেছিলেন প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলি (বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে () তাঁকে ঘিরে ধরে অনুরাগীরা। সৌরভকেও বেশ খুশি মনে তাদের সঙ্গে ছবি তুলতে দেখা যায়। সৌরভ নিজে একটা সেলফি () তুলেছেন ফ্যানদের ফ্রেমে ধরে। সেই সেলফি তিনি টুইটারে পোস্টও করেন। পোস্টে তিনি লেখেন, 'বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে চেক করার সময়... মানুষের ভালোবাসা কৃতজ্ঞতায় ভরিয়ে তোলে।' সৌরভের এই ছবি দেখে আপ্লুত তাঁর ভক্তকুল।সেলফিতে দেখা যাচ্ছে সৌরভ গাঙ্গুলিকে ঘিরে রয়েছেন নিরাপত্তা কর্মী ও তাঁর ভক্তরা। সৌরভ বেঙ্গালুরুতে এসেছিলেন তাঁর একদা সতীর্থ ও বর্তমানে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির () প্রধান রাহুল দ্রাবিড়ের () সঙ্গে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে দেখা করতে। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির পরিকাঠামোকে নতুন চেহারা দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয় দু''জনের মধ্যে। টুইটারে ছবিটি দেখে ৪৭ বছরের প্রাক্তন ভারত অধিনায়ককে আন্তরিক বার্তায় ভরিয়ে দেন ভক্তরা। কেউ লিখেছেন বেঙ্গালুরুতে দাদার বক্তদের অভাব নেই। কেউ লিখেছেন, 'দাদা ভারতীয় ক্রিকেটের হয়ে কাজ করে যান এবং প্রত্যেককে কীভাবে কাজ করতে হয় তা দেখান এবং যখন আপনি একটি নির্দিষ্ট অবস্থান ধরে রাখেন তখন আপনার দায়িত্ব শেষ করুন। আমরা সবাই আপনাকে ভালোবাসি এবং আপনার সাথে আছি।' ল র রিংয়ে এবার আরবের মহিলাদের কুস্তি! প্রথম ম্যাচ শুরু আজ দুপুর ১টা থেকেরাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে বৈঠক ছাড়াও সৌরভ গাঙ্গুলি ও জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির কর্তারা নতুন পরিকাঠামো তৈরির জন্য প্রস্তাবিত জমিও পরিদর্শন করেন। বেঙ্গালুরুতে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে ''সেন্টার অফ এক্সিলেন্স'' স্থাপনের জন্য ক্রিকেট গভর্নিং কমিটি কর্নাটক সরকারের কাছ থেকে অতিরিক্ত ১৫ একর জমি পেয়েছে। মে মাসেই বিসিসিআই রাজ্য সরকারের সঙ্গে ২৫ একর জমি নিয়ে চুক্তি সম্পন্ন করেছে। এখন জমির মোট পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ৪০ একর। গত বছর দু''বছর ধরেই বিসিসিআই অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি তৈরির জন্য বিকল্প জায়গার সন্ধান করছিল।এনসিএ (র জন্য বরাদ্দকৃত জমিটি দেবানাহলির আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে। ৯৯ বছরে লিজে জমিটি হাতে পাচ্ছে বিসিসিআই।

Notice Inviting Tender

Proposals are hereby invited from eligible agencies through e-Tender mode for Selection of agency of IT manpower of IT Bhavan, Indranagar, Agartala. Detailed tender document can be downloaded from https://dit.tripura.gov.in, http://tripura.gov.in and https://tripuratenders.gov.in The interested agencies may submit bids through online at https://tripuratenders.gov.in on or before 15th November, 2019 by 3.00 PM.

ICA/C-1469/2019

Member Secretary
Tripura State Computerization Agency

বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরা সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ত্রিপুরা পুলিশ এবং টি, এস, আরের কনস্টেবল/রাইফেলম্যান, হেড কনস্টেবল/হাবিলদার পদমর্যাদাভুক্ত কর্মরত জওয়ান ও কর্মীদের সন্তানদের মধ্যে তিনজন মাধ্যমিক ও তিনজন উচ্চতর মাধ্যমিকে শীর্ষ স্থানাধিকারীগণকে দুই বিভাগে মোট ছয়জনকে Chief Minister's Meritorious Award প্রদান করা হবে। উক্ত Award এর মাধ্যমে ১ম, ২য় ও তয় স্থানাধীকারীকে নগদ অর্থ মূল্য যথাক্রমে ১০ (দশ) হাজার, ৯(নয়) হাজার, ৮(আট) হাজার টাকা প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা হবে। তাছাড়া জেলাস্তরেও মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিকের ২(দুই) জন করে জেলার মধ্যে ১ম, ও ২য় স্থানাধিকারীদেরকে পুরস্কৃত করা হবে।

উপরোক্ত শ্রেণীভূক্ত (Category) কৃতিদের কাছ থেকে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার তারিখ আগামী ২৫শে অক্টোবর ২০১৯ এর পরিবর্তে ৭ই নভেম্বর ২০১৯ইং পর্যন্ত সময় বাড়ানো হয়েছে। ছাত্র/ছাত্রীরা Police হেডকোয়াটারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় মার্কসিটের প্রত্যয়িত কপি সহ আবেদনপত্র জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান করা যাচ্ছে।

(U.K. Chakma)
Director
Secondary Education
Tripura

ICA/D-1186/2019-20

PNIeT NO-24/EE/PWD(DWS) AMB/2019-20
Online percentage rate bids in single bid system is invited for the following work:

Sl No	Name of work	Estimated cost	Earnest Money	Tender Fee	Time for completion	Deadline for online bidding	Place, Time and date of opening of online bid	Website for online bidding	Class of Bidder
1	**Name of Work: -** Complete Operation & Maintenance, Upkeepment in/c watch and ward Surface Water Treatment plant at Manikpur Under DWS Sub-Division CHawmanu during the year of 2019-20 **DNIe-T No. 14/EE/PWD(DWS)/AMB/ 2019-20**	Rs. 797021.00	Rs. 7970.00	Rs. 1000.00	365(Three Sixty five) days	Upto 15.00 Hrs on 14/11/2019	O/O the Executive Engineer, DWS Division, Ambassa at 16.30 Hrs on 16/11/2019	https:tripura tenders.gov.in.	Appropriate Class/ Category as per NIe-T

All details can be seen in the office of the undersigned, NB: This detailed press notice & bid documents for the work can seen on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in
For details please visit www.tripuratenders.gov.in & for any query please contract: 03826-267230 / M 8787354471

For and on behalf of Governor of Tripura

ICA/C-1480/19

(Er. H. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura

PRESS NOTICE INVITING E-TENDER NO:- 15/EE/PWD(R&B)/AMB/2019-20 Dt. 23/10/2017
The Executive Engineer, Ambassa Division, PWD(R&B), Ambassa, Dhalai invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 27/11/2019 for the following work:

Sl No	Name of the work	Estimated cost	Earnest Money	Time of Completion	Last date & time for document downloading and bidding	Time and date of opening of bid	Document downloading and bidding at application	Class of bidder
1	DNIe-T No : 02/SE-V/PWD(R&B)/AMB/2019-20	Rs. 36,32,495.00	Rs. 36,325.00	03(Three) Months	Upto 15.00 Hrs on 27/11/2019	At 16.00 Hrs on 28/11/2019	http://triputatgenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIe-T No : 03/SE-V/PWD(R&B)/AMB/2019-20	Rs. 44,00,531.00	Rs. 44,005.00	04(four) Months				
3	DNIe-T No : 04/SE-V/PWD(R&B)/AMB/2019-20	Rs. 62,89,558.00	Rs. 62,896.00	10(Ten) Months				
4	DNIe-T No : 10/EE/PWD(R&B)/AMB/2019-20	Rs. 14,28,953.00	Rs. 14,290.00	04(four) Months				
5	DNIe-T No : 30/SE-V/PWD(R&B)/AMB/2018-19 (4th Call)	Rs. 66,23,109.00	Rs. 66,231.00	03(Three) Months				

For futher details please contact to the Office of the undersigned.

ICA/C-1474/2019

(Er.Pranay Kr. Das)
Executive Engineer
Ambassa Division, PWD(R&B)
Ambassa, Dhalai

জাগরণ 1 November, 2019, Friday আগরতলা, ১ নভেম্বর, ২০১৯ ইং, ■ ১৪ কার্ত্তিক, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

সর্দার প্যাটেল ভারতবর্ষকে শক্তিশালী ও স্বাভিমানী দেশ হিসেবে গঠন করতে চেয়েছিলেন : বিপ্লব কুমার দেব

আগরতলা, ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : স্বাধীন ভারতের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতবর্ষকে একটি শক্তিশালী ও স্বাভিমানী দেশ হিসেবে গঠন করতে চেয়েছিলেন। আজ ৭০ বছর পর দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সেই দিশায় দেশ গঠনের কাজ করছেন এবং আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতকে বিশ্বের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে স্বাধীন ভারতের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৪৪-তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে রাজ্য গৃহ দফতর আয়োজিত প্যারেড ও ব্যান্ড শো অনুষ্ঠানে এ-কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

প্রসঙ্গত, আজ সারা দেশের সঙ্গে রাজ্যেও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উদযাপিত হয়েছে।

এরই অঙ্গ হিসেবে রাজ্য সরকারের গৃহ দফতর প্যারেড ও ব্যান্ড শো-র আয়োজন করেছিল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল একজন দূরদর্শী রাজনীতিবিদ, রাষ্ট্রপ্রেমী ও আইনজ্ঞ ছিলেন। তিনি বিনাযুদ্ধে ও বিনা রক্তপাতে ৫৬৫টি প্রদেশকে ভারতের সঙ্গে সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠন করেছিলেন। তাই তাঁর জন্মদিনটিতেই দেশের প্রধানমন্ত্রী 'ঐক্যের জন্য দৌড়' কর্মসূচির সূচনা করেছিলেন। আজ আমাদের রাজ্যেও 'ঐক্যের জন্য দৌড়' অনুষ্ঠিত হয়েছে, বলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে প্রধানমন্ত্রীজি গুজরাটে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৮২ মিটার উঁচু মূর্তির উদ্বোধন করেছেন। যা বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু মূর্তি। দেশ-বিদেশ থেকে প্রতিদিন প্রচুর মানুষ মূর্তিটি দেখতে আসেন এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের রাষ্ট্রপ্রেম, কৃতিত্ব ও অবদান সম্পর্কে অবহিত হচ্ছেন, বলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ভারতীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি, জাতি, ধর্ম, ভৌগোলিক স্থিতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ধর্মীয় নিষ্ঠা, রাজনৈতিক অধিকার ইত্যাদি সবমিলেই রাষ্ট্রীয় একতা।

তাঁর দাবি, ভারতবাসী দেশের যে কোনও প্রান্তেই থাকুন না-কেন প্রত্যেকেরই একমাত্র লক্ষ্য থাকে দেশ এবং দেশের একতাকে রক্ষা করা।

দেশের সেনাবাহিনী, পুলিশবাহিনী এবং সমস্ত দেশবাসী মিলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের স্বপ পূরণে এগিয়ে আসবেন বলে এদিন মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু, পুলিশের ভারপ্রাপ্ত মহানির্দেশক রাজীব সিং, মুখ্যমন্ত্রী-জায়া নিতি দেব, বিএসএফ, সিআরপিএফ, আসাম রাইফেলস এবং রাজ্য পুলিশের পদস্থ আধিকারিকগণ। অনুষ্ঠানে প্যারেডে অংশগ্রহণ করেন বিএসএফ, সিআরপিএফ, আসাম রাইফেলস, ত্রিপুরা মহিলা পুলিশ, টিএসআর প্রথম ও দ্বিতীয় বাহিনীর জওয়ানরা। ব্যান্ড শো-য় অংশগ্রহণ করেন বিএসএফ, আসাম রাইফেলস, কেটিডি সিং পুলিশ ট্রেনিং কলেজ এবং টিএসআর প্রথম ও দ্বিতীয় বাহিনীর জওয়ানরা।

ইন্দিরা গান্ধীর প্রয়াণ দিবস রাজ্যেও পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ অক্টোবর ।। আজ থেকে ৩৬ বছর আগে আজকের দিনেই নিজের দেহরক্ষীর হাতে মৃত্যু হয়েছিল জওহরলাল নেহেরুর কন্যা দেশ নেতৃ ইন্দিরা গান্ধির। এই দিনটিকে জাতীয় সংহতি দিবস হিসাবে পালন করা হয়। মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে বৃহস্পতিবার ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির ৩৬তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হল দিল্লিতে। দিল্লিতে শক্তিস্থলে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান, সোনিয়া গান্ধি ও মনমোহন সিং। জাতীয় সুরক্ষা, অর্থনীতি, গণতন্ত্র ও বিদেশনীতিতে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ইন্দিরা গান্ধির প্রচুর অবদান রয়েছে। সমস্ত দেশবাসীকে ভালোবাসার জন্য তিনি চিরস্মরণীয়। টুইটারে ইন্দিরা গান্ধিকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন কংগ্রেস। এদিকে রাজ্যেও প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধিকে শ্রদ্ধার সহিদ স্মরণ করা হয়। এদিন রাজধানীর প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে প্রয়াত ইন্দিরাজীর প্রতিকৃতিতে পুষ্প মাল্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রাক্তন বিধায়ক গোপাল রায়, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীর রঞ্জন বর্মন, সুবল ভৌমিক, বিশিষ্ট আইনজীবী পিযূষ কান্তি বিশ্বাস সহ দলের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীরা। সেখান থেকে তারা গান্ধিঘাটে গিয়ে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর স্মৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। একদিকে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পিযূষ কান্তি বিশ্বাস জানান, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি এই দেশের শান্তি ও অখন্ডতাকে বজায় রাখার জন্য নিজের প্রাণ দিয়েও চেষ্টা করে গেছন। পাকিস্তানের মদতে পাঞ্জাবে খলিস্থানি নামক একটি উগ্রবাদী সংগঠন পাঞ্জাবকে আলাদা রাষ্ট্র বানাতে চেয়েছিল। পাঞ্জাবের স্বর্ণমন্দিরকে ব্যবহার করা তারা ঘাটি তৈরি করেছিল। প্রয়াতা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজী জানতেন এই স্বর্ণমন্দির তাদের হাত থেকে সেনাবাহিনীর মাধ্যমে উদ্ধার করা হলে উনার জীবন বিপথ হতে পারে। তথাপি দেশের অখন্ডতাকে নিজের জীবনের থেকেও অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি সেনাবাহিনীকে লাগিয়ে উগ্রবাদীদের হাত থেকে স্বর্ণমন্দিরকে মুক্ত করেন। ফলশ্রুতিতে নিজের দেহরক্ষী বিয়ন্ত সিং গুলির আঘাতে উনাকে প্রাণ দিতে হয়। দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী ইন্দিরাজীর দেশের জন্য অবদান অনস্বীকার্য।

৩১শে অক্টোবর দেশের ১ম মহিলা প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যু দিবস। এই দিবসটি সংহতি দিবস হিসেবে সারা দেশে পাড়িত হচ্ছে। এমনি একটি দিনে ৩১শে অক্টোবর ১৯৮৪ সালে নিজ দেহরক্ষীর গুলির আঘাতে তিনি প্রাণ দিয়েছিলেন। রাজ্যেও প্রদেশ কংগ্রেস বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি পালন করছে।

জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখে লেখা হবে উন্নয়নের নতুন অধ্যায়

জম্মু, ৩১ অক্টোবর (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিক ভাবে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এখন এখানে নতুন আইন কার্যকর করা হবে যাতে উভয় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলই উন্নয়নের নতুন অধ্যায় লিখতে পারে। এখন সংসদে তৈরি আইন এবং সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তগুলি জম্মু ও কাশ্মীরে সরাসরি প্রযোজ্য হবে। জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা থাকবে। কিন্তু লদাখে কোনও বিধানসভা থাকবে না। দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভুক্তি করার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিলেন এবং আজ লৌহমানবের জন্মবার্ষিকীতে জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ দুটি পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

রাঁধাকৃষ্ণ মাথুর বৃহস্পতিবার সকালে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখের প্রথম লেফটেন্যান্ট গর্ভনর হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। পরে বিকেলে, গিরিশচন্দ্র মুর্মু জম্মু ও কাশ্মীরের প্রথম লেফটেন্যান্ট গর্ভনর হিসাবে শ্রীনগরের রাজভবনে শপথ গ্রহণ করেন। জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি গীতা মিত্তাল এই দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের লেফটেন্যান্ট গভর্নরদের শপথবাক্য পাঠ করান। প্রাক্তন রাজ্যপাল সত্যপাল মালিকের সচিব উমং নারুলাকে লাদাখের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর রাঁধাকৃষ্ণ মাথুরের উপদেষ্টা নিযুক্ত করা হয়েছে।

৭০ বছর দীর্ঘ সংগ্রামের পরে, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের একটি দেশের স্বপ্ন, একটি আইন এবং একটি চিহ্ন পুরো ভারতবর্ষ জুড়ে আজ স্বার্থক হয়েছে। সুতরাং, তাঁর জন্মবার্ষিকীর দিন জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে আনুষ্ঠানিক মর্যাদা দেওয়ার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল। এখন উভয় জায়গায় পৃথক প্রশাসনিক ব্যবস্থা থাকবে, যা রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসাবে লেফটেন্যান্ট গর্ভনরের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। এখানকার পরিস্থিতিও বদলেছে। দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুনর্গঠনের সাথে সাথে সারা দেশে সম্পূর্ণ রাজ্যের সংখ্যা ২৯ থেকে নেমে ২৮ এ দাঁড়িয়েছে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সংখ্যা সাত থেকে নয়টিতে উন্নীত হয়েছে। স্বাধীন ভারতের গত সাত দশকের ইতিহাসে, বহুসংখ্যক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে পূর্ণ রাজ্য তৈরি করা হয়েছে বা বৃহদ রাজ্যগুলিকে দুটি রাজ্যে পুনর্গঠিত করার অনেক ঘটনা ঘটেছে, তবে একটি পূর্ণ রাজ্যকে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে রূপান্তরিত করার এটিই প্রথম উদাহরণ।

জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখের ছয়ের পাতায় দেখুন

এটিএম এ নিশিকুটুম্বের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩১ অক্টোবর ।। বুধবার রাতে বিশালগড় থানাধীন চড়িলাম বাজার সংলগ্ন এলাকায় ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার এটিএম ভেঙে টাকা নেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা নিশিকুটুম্বেরা। বৃহস্পতিবার সকালে প্রত্যক্ষদর্শীরা সেখানে এটিএম বসানো হয়েছে সে দোকান মালিক কেকার দত্ত কে খবর দেন যে এটিএমে চুরি হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে এসে তিনি বিশালগড় থানায় পুরো ঘটনা খুলে বলেন। তাছা ত্রিপুরা ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক যতগুলি এটিএম পরিষেবা রয়েছে সেগুলি দেখাশুনায় দায়িত্ব প্রাপ্ত এসিস্টেন্ট ম্যানাজার জুয়ে বরুয়া আগরতলা থেকে দ্রুত ছুটে এসে বিশালগড় থানায় একটি চুরির মামলা দায়ের করেন। তিনি এও জানা এফআইসি পেমেন্ট সেলুয়েশন সংস্থা ছাড়া পরিচালিত এটিএম পরিষেবা। এদিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করেছেন। তবে উক্ত ঘটনায় পুলিশ জানায় নিশিকুটুম্বরে কোন টাকা নিতে পারেননি।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্যই দেশের একতা ও অখণ্ডতা রক্ষিত আছে : উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ অক্টোবর।। স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আজ দেশ তথা রাজ্য জুড়ে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উদযাপিত হয়েছে। এই কর্মসূচিতে আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসকের কার্যালয়ের উদ্যোগে মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল।

সেমিনারে প্রধান অতিথির ভাষণে উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা ভারতবর্ষের অখণ্ডতা ও একতা রক্ষার্থে স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বাধীনতা সংগ্রামী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, তৎকালীন সময়ে ভারতবর্ষকে একত্রিত করার চিন্তাধারা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মধ্যে দেখেছি আমরা । তিনি ৫০০-এর বেশি দেশীয় রাজন্যশাসিত ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে একত্রিত করে ভারতবর্ষের সাথে সংযুক্তিকরণ করে দেখিয়েছেন। যা আজ বৃহত্তর ভারতবর্ষ রূপে দেখছি আমরা । উপমুখ্যমন্ত্রীর কথায়, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রচেষ্টাতেই এটা সম্ভব হয়েছে । নইলে আজকের ভারতবর্ষের ভৌগোলিক মানচিত্র এমন থাকত না। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি রাষ্ট্র গঠনের জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন, বলেন তিনি।

উপমুখ্যমন্ত্রী দেববর্মা বলেন, দেশের জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে ২০১৪ সাল থেকে সমগ্র দেশ জুড়ে জাতীয় একতা দিবস পালনের মধ্য দিয়ে আমরা এই মহান ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করে থাকি।

তিনি আরও বলেন, ভারতবর্ষ একই সূত্রে বাঁধা। ভারতবর্ষকে বুঝতে হলে দেশের সংস্কৃতি ও ইতিহাস জানতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অরুণোদয় সাহা ভারতের সাথে ত্রিপুরার সংযুক্তিকরণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে বলেন, দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর উদ্যোগে ও অদম্য প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই আজকের আধুনিক ভারতবর্ষ।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের পাশাপাশি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা দেব সরকার, রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত মহানির্দেশক রাজীব সিং, বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি সলোমন যশকুমার মিনজ, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ভারপ্রাপ্ত জেলাশাসক তপনকুমার দাস, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস প্রমুখ। উপস্থিত অতিথিগণ দেশের অখণ্ডতা ও ঐক্য রক্ষার্থে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জীবনীর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের শিল্পীগণ উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা-সহ অন্যান্য অতিথিগণ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

নজর কাড়া, পুজোয় সেরা শীর্ষক শারদ সম্মান ২০১৯

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ অক্টোবর ।। রাজ্যের ইংরেজি দৈনিক ত্রিপুরা টাইমসের উদ্যোগে আয়োজিত নজর কাড়া পুজোয় সেরা শীর্ষক শারদ সম্মান ২০১৯ তিনিটি ক্যাটাগরিতে সম্পন্ন হয়েছে। রাজধানীর মোট ৫১টি পুজো আয়োজক ক্লাব এবং পাঁচটি আবাসন নজর কাড়া, পুজোয় সেরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

শিল্প সংস্কৃতি ও সৃজনের নতুন বিষয়কে কিছুটা স্বীকৃতি দেবার লক্ষ্য নিয়েই ত্রিপুরা টাইমস কর্তৃপক্ষ এই শারদ সম্মান প্রদানের আয়োজন করে। এই আয়জনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো শিল্প ও শিল্পীর শিল্পকর্মকে সম্মান জানানো।

রাজ্যের সাতজন বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তিত্ব ত্রিপুরা টাইমসের পক্ষে তিনটি ক্যাটাগরিতে ছয়টি পুজো আয়োজক ক্লাব এবং একটি সেরা আবাসনের পুজোকেবাছারই করেছেন। বিচারকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাতটি সেরা সম্মান প্রাপক ক্লাব এবং আবাসনের নাম আগেই ঘোষণা করা হয়েছে। ত্রিপুরা টাইমস আয়োজিত শারদ সম্মান প্রাপক ক্লাব এবং আবাসন হলো ঃ- স্বল্প বাজেটে ঃ প্রথম তরুণ সংঘ, দ্বিতীয় ঃ অরুণোদয় সংঘ এবং তৃতীয় ঃ কুঞ্জবন সেবক সংঘ। বড় বাজেট ঃ প্রথম ঃ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাব, দ্বিতীয় ঃ নবজাগরণ ক্লাব এবং ছয়ের পাতায় দেখুন

চাকমাঘাটের হাট বাজারে বিকিকিনি মন্দা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চাকমাঘাট, ৩১ অক্টোবর ।। নিত্য দিনের বাজার থেকে শুরু করে সপ্তাহিক হাঁটে মন্দা ভাব। দোকানীরা বাজারে পসরা সাঁজিয়ে বসে থাকলে ক্রেতার দেখা নাই। স্থানীয় বাজারগুলিতে দিন দিন মন্দাভাব। ব্যবসায়ীদের দু'চোখে কপালে ঠেকার উপক্রম। বাজারগুলিতে এমন মন্দাভাব চলছে দীর্ঘ ১৬-১৭ মাস ধরে। এঅবস্থা কেন? গ্রামীন অর্থনীতিতে ভাঁটা। বৃহস্পতিবার ছিল চাকমাঘাটে সপ্তাহিক হাঁটবার। এই বাজারে উপজাতি অউপজাতি অংশের মানুষজন ভীড় জমায়। বিশেষ করে নোনাছড়া, কাকড়াচড়া, বৈরাগীঢেপা সহ ১৮ মুড়ার প্রত্যন্ত এলকার উপজাতি অংশের মানুষজনরা আসে বাজার করার জন্য এবং বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রি করার জন্যও। কিন্তু বৃহস্পতিবার চাকমাঘাট বাজারে পা রেখেই বোঝা গেল ক্রেতাদের উপস্থিতি একেবারে নগণ্য। অনেক দোকানী দোকানে বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন, আবার কেউ ব্যস্ত মোবাইল নিয়ে। বাজারে ক্রেতাদের অনুপস্থিতির কারণেই এমন অবস্থা। মূলত, রাজ্য থেকে চিটফান্ড সংস্থাগুলি প্রতারণা করে মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ নিয়ে চম্পট। এর উপর গ্রামীন এলকাগুলিতে বিভিন্ন অর্থলগ্নী ব্যাঙ্কগুলির ঋণের চাপ মানুষজনের উপর। যার ফলে দৈনন্দিন বাজারে মন্দার প্রকট থেকে প্রকটতর হয়ে উঠে।

তেলিয়ামুড়ায় সিপিএমের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩১ অক্টোবর ।। সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে সিপিআইএম কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করল তেলিয়ামুড়াতে। রাজ্যের প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী বাদল চৌধুরীর প্রতি পুলিশের বর্বোরোচিত ব্যবহারের প্রতিবাদে সিপিআইএম কর্মীরা গোটা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করেছে। একিভাবে সিপিআইএম কর্মীরা বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়াতেও বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে। বিক্ষোভ মিছিলে ছিলেন সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় সম্পাদক হেমন্ত কুমার জমাতিয়া, প্রাক্তন বিধায়ক মনীন্দ্র চন্দ্র দাস, সুভাষ নাথ, শ্রমিক নেতা দীপক দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। এই দিনের বিক্ষোভ মিছিলটি দলের বিভাগীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। পরে দলীয় কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়।

বিশ্ব প্রবীণ দিবস রাজ্যেও পালিত

আগরতলা, ৩১ অক্টোবর।। ৩১শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার ২৯তম বিশ্ব প্রবীন দিবস রাজ্যে ও পালিত। রাজ্য গভর্নমেন্ট পেনসনার্স এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে রাজধানীর উজ্জয়ন্ত মার্কেটের তিনতলা অইফস কক্ষে দিবসটি পালন করা হয়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে এসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক সুবোধ চন্দ্র দেব জানান ১৯৯০ সালে রাষ্ট্রীয় প্রবীনদের জন্য দিবসটি ঘোষণা করে। প্রবীনরা তাদের যৌবনকালে দেশের জন্য সমাজের জন্য তাদের যে কর্ম প্রয়াস তাকে সম্মান জানিয়েই এই দিবসটি চালু করা হয়। ১৯৯১ সন থেকে এই বিশ্ব প্রবীন দিবস পালিত হয়ে আসছে।

মিলনচক্রে নেশা সামগ্রী উদ্ধার

আগরতলা, ৩১ অক্টোবর।। বুধবার গভীর রাতে রাজধানীর মিলন চক্রের শ্রীনগর এলাকার পলাশ বিশ্বাসের বাড়ি থেকে ফিন্সিডিল, নেশা জাতীয় টেবলেট ও ব্রাউন সুগার সহ চার জনকে গ্রেফতার করে এডিনগর থানার পুলিশ। আটককৃতরা হলো পলাশ বিশ্বাস, তপন দে, গৌতম পাল ও দেবব্রত দাস। এদের এক সহযোগী অর্জুন বৈদ্য পালিয়ে যায়। বুধবার তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।